সকালবেলা সাপ্তাহিকী

রবিবার সকালবেলা কাগজের সঙ্গে বিনামূল্যে

৩০ ডিসেম্বর ২০১২

বছরটা কেমন যাবে?

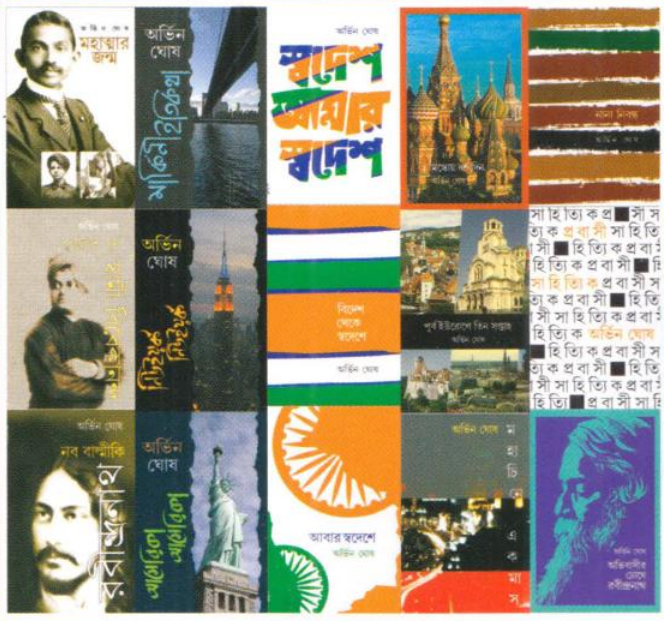

অর্ভিন ঘোষ-এর

৭৫তম জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

বসবাস তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু শিকড় প্রথিত রয়েছে এই রাঢ় বঙ্গে। পেশায় তিনি অর্থনীতিবিদ। কিন্তু জীবনযাপনে আশিরনখ সাহিত্যিক। দীর্ঘদিন অর্থনীতি বিষয়ে ছাত্র পড়িয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারই মধ্যে দেশ পত্রিকায় লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ। এখন অবসর সময়ে তিনি বহু শ্রম করে একের পর এক উপন্যাস রচনা করছেন। তাঁর উপন্যাসের এক মস্ত উল্লেখযোগ্য দিক হল তিনি প্রতিটি উপন্যাসকেই ট্রিলজির দিকে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি অর্ভিন ঘোষ। পঁচাত্তর বছর বয়সি এক যুবক। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধিকে নিয়ে ট্রিলজি রচনার পাশাপাশি আমেরিকাকে নিয়েও ট্রিলজি রচনা করেছেন। এমনকী নিজের দেশ ভারতবর্ষকে নিয়েও তিনি এক অনবদ্য ট্রিলজি রচনা করেছেন। পাঠকের জন্য এইটুকু কৌতূহল তোলা থাক—অর্ভিন ঘোষের মরমি কলমে, ঝরঝরে গদ্যে নতুন কী বা কোন উপন্যাস পড়া যাবে। প্রতিভাসের পক্ষ থেকে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

অর্ভিন ঘোষ-এর ট্রিলজি

আমেরিকান ট্রিলজি রম্যরচনা
নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক ২০০
আমেরিকা আমেরিকা ২০০
মার্কিনী ইতিকথা ২০০
জীবনোপন্যাস যুগ-পুরুষ ট্রিলজি
নব বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ ২৫০
প্রজ্জ্বলিত সূর্য স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
মহাত্মার জন্ম ৩০০
স্বদেশ ভ্রমণ ট্রিলজি
বিদেশ থেকে স্বদেশে ২০০
আবার স্বদেশে ২০০
স্বদেশ, আমার স্বদেশ ২০০
কমিউনিস্ট দেশ ভ্রমণ ট্রিলজি
মস্কোয় দশদিন ২৫০
মহাচিনে একমাস ২০০
পূর্বইউরোপে তিন সপ্তাহ ৩০০

বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে

প্রবন্ধ ট্রিলজি
প্রবাসী সাহিত্য ও সাহিত্যিক
অভিবাসীর চোখে রবীন্দ্রনাথ
নানা নিবন্ধ

প্রতিভাস ১৮এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২
(বি.টি.রোডে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে)
দূরভাষ ২৫৫৭-৮৬৫৯, ৬৫৪৪-৪৮৯৮
ই-মেল prativash1986@rediffmail.com

উত্তরে প্রতিভাস
১৮এ,গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২
ফোন ২৫৫৭-৮৬৫৯, ৯৮০৪৮৮৬৭৫৬

বইপাড়ায় প্রতিভাস
১৩,বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন ২২৪১-৯৩০৬

সকালবেলা সাপ্তাহিকী
৩০ ডিসেম্বর ২০১২

SARADHA

সূচিপত্র

সাধুসঙ্গ

যোগের মাহাত্ম্য : **শিবশংকর ভারতী** ২

গল্প

আত্মীয়তা : **শুচিস্মিতা লাহিড়ি** ১৬

কবিতা

শংকর চক্রবর্তী, ঋত্বিক ঠাকুর,
তাপস রায়, শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী ৬

প্রচ্ছদ কাহিনি

২০১৩ বছরটা কেমন যাবে? : **শিবশংকর ভারতী** ৭

বাইরে দূরে

পেঞ্চ নাগজিরা অরণ্যে কয়েক রাত : **দেবব্রত ঘোষ** ১৮

বিশেষ রচনা

কল্পতরুর ছায়ায় : **নন্দলাল ভট্টাচার্য** ২১
কৈশোরের অবসাদ ও আত্মহত্যা : **প্রিয়ম সেনগুপ্ত** ২৩

সিনেমা-টিভি-নাটক ৩২

খেলা

সাল ২০১২ সাফল্য, হতাশা ও লজ্জার বছর : **অভিরূপ দত্ত** ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

বইপত্র-৪ চিত্র প্রদর্শনী-৫ সুস্থ থাকতে-২৪ কেনাকাটা-২৬
রূপটান-২৭ রেল প্লেন বাস-২৮ ভূরিভোজ-৩০ ভাগ্য-৪০

সম্পাদক : সুদীপ্ত সেন

সাপ্তাহিকী সম্পাদক : কাকলি চক্রবর্তী

যোগাযোগ— সকালবেলা সাপ্তাহিকী, দ্য নলেজ হাব, ষষ্ঠ তল,
ডি এন ২৩, সেক্টর-৫ কলেজ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই-মেল— sakalbela.saptahiki@sakalbela.com

আনন্দময়ী হোটেল (প্রাঃ) লিমিটেড

– সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি চাঁদিপুর সমুদ্রতীর –

চিরনতুন সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি, বেলাভূমি, বালির টিলা,
মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, মন কেমন
করা ঝড়ো হাওয়া... ঝাউবন ও আপনি।
রয়েছে পাহাড় নীলগিরি-ঝরনা আর পাহাড়ি পথ।
যেখানে সময়সীমা না মেনে হেঁটে চলা যায়।
যত খুশি... একা অথবা সঙ্গীকে নিয়ে।

~ LAWN & WATER BODY
~ PRIVATE BEACH
~ CONFERENCE ARRANGEMENT
~ TRIBAL DANCE & D J NIGHTS
~ SEA FOOD DELICACIES
~ MARRIAGE PACKAGE
~ RIVER CRUISE
~ FILM / VIDEO SHOOT
~ AMPLE CAR PARKING SPACE
~ TRAVEL DESK
~ EXCLUSIVE TRIP TO BHITARKANIKA, KULDIHA & SIMLIPAL
~ KALI TEMPLE WITHIN CAMPUS
~ UNIQUE CHILDREN'S PARK

Corporate Office / Reservation
47/4, Becharam Chatterjee Road
Behala, Kolkata-700034
Ph.23970427 / 9831838936
E-mail: info@anandamayeehotel.com
Website: www.anandamayeehotel.com

Hotel At : Chandipur-on-Sea, Balasore, Orissa

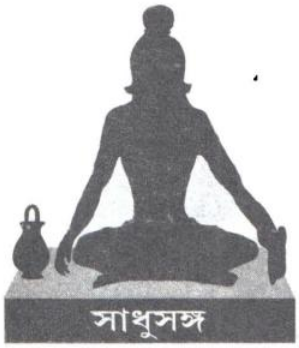

সাধুসঙ্গ

যোগের মাহাত্ম্য

শিবশংকর ভারতী

প্রতিটা বিষয়, প্রতিটা ক্ষণ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। পৃথিবীর কোনও মানুষ কোনওদিন কোনও কিছু ভেবে করতে পারে না। যেটা করানোর, সেটাই সময়মতো তিনি ভাবিয়ে করে দেন, করিয়ে থাকেন।

।। ১ ।।

হিমালয়ের কোলে নেপাল যেন মায়ের কোলে ছোট্ট শিশু। নেপাল উপত্যকা। চারদিক পর্বতে ঘেরা। চির তুষারাবৃত এর শিখরমালা। নৈসর্গিক শোভা ছড়িয়ে আছে এর চারপাশে।

শহর কাঠমাণ্ডুর উপকণ্ঠের নাম মৃগস্থলী। এরই বুক চিরে বাগমতী বয়ে চলেছে ভগবান শঙ্করের প্রশস্তি গেয়ে। এর এক তীরে স্বয়ং পশুপতিনাথ, অপর পাড়ে ছোট্ট টিলার উপরে দেবী গুহ্যেশ্বরী। বাগমতীর বামতটে দেবী মন্দির। দেবীর নামেই গুহ্যেশ্বরী ঘাট।

দক্ষরাজকন্যা সতীর একান্নপীঠের একটি। গুহ্যঅঙ্গ পড়েছিল এই বাগমতী তীরে। সতী এখানে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন গুহ্যেশ্বরী নামে। দেবীর ভৈরব স্বয়ং পশুপতিনাথ।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠলেই মন্দিরের প্রবেশদ্বার। পরে মন্দির চত্বর। এরই মাঝে সুদৃশ্য মন্দির প্যাগোডা ধাঁচের। সোনা-রুপোর পাতে মোড়া মন্দিরের দরজা, চূড়া। সর্বাঙ্গ কারুকার্যখচিত। ভিতরে আকারহীন পাথরের খণ্ড সিঁদুর রাঙানো, ফুল-বেলপাতায় ঢাকা। এখানেই দেবীর অবস্থান। স্কন্দ ও কালিকা উভয় পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে দেবী গুহ্যেশ্বরীর কথা। এই মন্দিরের দরজার উপরে আঁকা আছে কিছু নগ্ন, অর্ধনগ্ন ও ভীতিপ্রদ চিত্র।

মূল মন্দিরের পাশ দিয়ে নেমে গিয়েছে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। নামলেই গর্ভগৃহ। সোনার পাতে বাঁধানো চাতাল। উন্মুক্ত আকাশ।

গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের প্রবেশদ্বার, কাঠমাণ্ডু

তারই নিচে সামান্য উঁচু একটি ত্রিকোণাকৃতি বেদি। মাঝে একটি গর্ত। সোনার ঢাকনায় ঢাকা গর্তটি। পুরোহিত সেটি তুললেই জল ওঠে বুদবুদ করে। এ জল কোথা থেকে আসছে তা জানা নেই কারও। এমন আসছে শত শত বছর ধরে। বেদির পাশেই দেবীর ভৈরব। সেটিও বেদি, মূর্তি নয়। ছোট্ট চাতালের পাশে পাথরের দেওয়াল। তাতে খোদিত অষ্টনাগের ছোট ছোট সুদর্শন মূর্তি। ৭০৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বর্তমান মন্দিরটি। লেখা আছে প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে।

এই শক্তিপীঠে দেবীর ভোগ হয় ডিম, মদ ও মুরগি বলি দিয়ে। অধিকাংশ যাত্রীকে দেখলাম ডিম-ভোগ দিয়ে পুজো দিতে। নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং গুহ্যেশ্বরী। তাই একটি প্রথা আছে, প্রথমে গুহ্যেশ্বরী দর্শন করে পরে দর্শন করতে হয় পশুপতিনাথ। তবে এই প্রথা মেনে চলতে দেখলাম না কাউকে। বিষয়টা জানতে পারলাম পশুপতিনাথ দর্শন করে আসার পর পূজারির কাছে। আমার দশা আর সকলেরই মতো।

গুহ্যেশ্বরী মন্দির এলাকাটি মোটামুটি ফাঁকা। উৎসব-অনুষ্ঠানে হয়তো ভিড় বাড়ে। কোনও দোকানপাট নজরে পড়ল না। দু'চারজন নেপালি মেয়ে বসে আছে ফুল নিয়ে যদি তীর্থযাত্রীরা পুজোর জন্য কেনে, এই আশায়।

দেবীমন্দির থেকে বেরিয়ে ফুলওয়ালিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নজরে পড়ল এক বৃদ্ধকে। যখন মন্দিরে যাই তখন অত নজর করিনি। এখন দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলাম। তাকালাম বৃদ্ধের চোখের দিকে। চোখ দুটো নামিয়ে নিলেন। বুঝে গেছেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন আমার কাছে। একসময় আমার গুরুর কাছে নারী-পুরুষের চোখের ভাষা পড়াটা শিখেছিলাম। সারাজীবন তা আমার কাজেও লেগেছে। চোখ দুটো একেবারে যোগীচক্ষু।

ভিক্ষে নয়, ঝোলাঝুলি নিয়ে একটু আলাদাভাবেই বসেছিলেন বৃদ্ধ সাধুবাবা। মাথায় নানান আকারের সরু-মোটা জটা। কোনওটা ছোট, কোনওটা কাঁধ ছাড়িয়ে। পরনে আধময়লা কাপড়টা বাউল কায়দায় পরা। গায়ে শতধোয়া গেরুয়া ফতুয়ার উপরে একটা কম্বল জড়ানো। এখন এখানে শীতের হালকা কামড় একটা চলছে। কম্বলে অনেকটা ঢাকা বলে গলায় কোনও মালা পরা আছে কিনা বোঝা গেল না। খাঁদা নাকের সাধু আজও আমার চোখে পড়েনি। টিকালো নাক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বৃদ্ধের বয়েসটা এই মুহূর্তে আন্দাজ করতে পারলাম না। কাঁচায়-পাকায় দাড়ি গালভরা।

সরাসরি গিয়ে বসলাম সাধুবাবার মুখোমুখি হয়ে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। মুখে কিছু বললেন না। ডান হাতটা মাথায় বুলিয়ে দিলেন। তিনিই প্রথম কথা বললেন হিন্দিতে,

— কোথায় থাকিস বেটা?

সাধুবাবা যে বেশ মিশুকে তা কথাতেই বুঝলাম। উত্তরে জানালাম,

— কলকাতায় থাকি। নেপালে এসেছি পশুপতিনাথ দর্শনে। ওখানে দর্শন সেরে এখানে এলাম গুহ্যেশ্বরী মায়ের দর্শনে।

এবার আমিই জানতে চাইলাম,

— বাবা, আপনার ডেরা কোথায়? কোন সম্প্রদায়ের সাধু আপনি? এখানে আছেন কত দিন?

মুখের দিকে তাকালেন। একটু মিচকে হেসে বললেন,

— বেটা, স্থায়ী ডেরা বলতে যা, তা আমার নেই। বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই তাই ডেরার কথা আলাদা করে কখনও ভাবিনি। আমি নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। দিন পনেরো হল এসেছি। এখানে আসার আগে কামাখ্যায় ছিলাম কিছুদিন। থাকব আরও দিন পনেরো। তারপর কোথায় যাব তা গুরুজির ইচ্ছা।

এই সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে দ্বিধা নেই। বললাম,

— বাবার এখন বয়েস কত? কত বছর বয়েসে গৃহত্যাগ করেছেন?

এ কথাটা শুনে বৃদ্ধ বললেন— সাধু-সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা বলতে নেই। এতে মন বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়। মায়ের থানে বসে আছি, তুই জিজ্ঞাসা করলি তাই বলছি। বেটা, মহারাষ্ট্রের নাসিকে আমার জন্ম। যখন গৃহত্যাগ করি তখন আমার বয়েস ১২/১৪ হবে। এখন তিরানব্বই।

সাধুবাবা থামতেই জিজ্ঞাসা করলাম,

— তখন কী এমন ঘটনা ঘটল যে অতটুকু বয়েসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন?

কোনও রকম ভণিতা না করেই বললেন,

— বেটা, আমি কেন ঘর ছেড়েছি, সে কথা বললে তোর বিশ্বাস হবে না। আমাদের পরিবার খুবই সচ্ছল। আমরা দু'ভাই, এক বোন। বাবা-মাকে নিয়ে

পাঁচজন। গাঁয়ের মধ্যে আমরাই এক ঘর ব্রাহ্মণ। আমাদের বাড়িতে গোরু ছিল। প্রতিদিন সকালে আমি মাঠে নিয়ে যেতাম ঘাস খাওয়াতে। একদিন মাঠে গিয়ে গোরুটাকে ছেড়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ মনের যে কী হল তা তোকে বোঝাতে পারব না। ভাবলাম, আর বাড়ি যাব না। কোথায় যাব তাও ভাবলাম না। শুধু হাঁটতে লাগলাম। একের পর এক গ্রাম পার হয়ে এক সময় পৌঁছে গেলাম একটা স্টেশনে। খাওয়া-দাওয়া নেই। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক অপেক্ষা করার পর একটা ট্রেন এল। উঠে বসলাম। বেটা, এই হল আমার গৃহত্যাগের কথা। কেন যে ঘর ছাড়লাম, তখন মনের কী যে হয়েছিল, তার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। আর কখনও ফিরেও যাইনি ঘরে।

বৃদ্ধ থামলেন। ভাবলাম, এ এক অদ্ভুত গৃহত্যাগ! ভাবতেই পারছি না। এ সময় ঠান্ডার একটা আমেজ আছে নেপালে। এবার বললাম,

— বিড়ি আছে আমার কাছে, খাবেন একটা?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। দুটো ধরিয়ে একটা নিলাম নিজে, আর একটা দিলাম সাধুবাবার হাতে। তিনি খুশিতে টানতে লাগলেন। ধুনিতে চিমটে দিয়ে একটু খুঁচিয়ে ধুনো ছড়িয়ে দিলে তা আপনিই বেশ জ্বলতে থাকে। আমি বৃদ্ধ তিরানব্বইকে একটু খুঁচিয়ে দিলাম,

— তারপর কী হল বাবা?

বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন,

— বেটা, ঘর ছাড়ার পর আজ এখানে, কাল সেখানে, এইভাবে লাথ খেতে খেতে কেটে গেল চারটে বছর। কোনও একসময় পৌঁছে গেলাম এলাহাবাদে। তখন শীতকাল, মাঘ মাস। প্রতিবছর মাঘ মাসে ওখানে একমাস মাঘমেলা হয়। অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগম ঘটে। ওই সময় মেলায় আমি নাথ সম্প্রদায়ের এক যোগী সন্ন্যাসীর নজরে পড়ে গেলাম। আমার জীবনপ্রবাহের ধারা গতিপথ বদলে ছুটল অন্য পথে। বিধিনির্বন্ধ না থাকলে যে এ পথে কোনও মানুষ সহসা আসতে পারে না, সে কথা আজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি।

সাধুবাবা খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন। এখানে ফুলওয়ালি নেপালি মেয়েরা বসে রয়েছে পাশে, তাই প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি না। ফট করে সাধুবাবার পা দুটো ধরে একটা জায়গা দেখিয়ে বললাম,

— বাবা, ওখানে একটু ফাঁকা আছে। যদি যান তো মন ভরে কথা বলতে পারি।

সাধুবাবা আপত্তি না করে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর ছোট্ট ঝোলাটা কাঁধে নিলাম। এবার ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাতটা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বসলাম দুটো প্যাগোডা শৈলীর বুদ্ধমন্দিরের সামনে। সাধুবাবা বসলেন, পরে মুখোমুখি হয়ে বসলাম আমি। এতক্ষণে আমার জুত হল। বললাম,

— বাবা, অদ্ভুত গৃহত্যাগ আপনার। এসব কথা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবে না, আপনি কী বলেন?

স্বল্পভাষী সাধুবাবা বললেন— হাঁ বেটা, তুই ঠিকই বলেছিস। কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। 'তু তো লিখা পড়া হ্যায়। তু জাদা সমঝতা ভি হ্যায়' তবুও তোকে বলি, প্রতিটা বিষয়, প্রতিটা ক্ষণ জানবি নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এই দেখ না তোর জীবনটা। ছোটবেলায় অন্যের বাড়ি থেকে পড়াশুনো...। অত কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিস। আগে তো দু'বার ট্রেন-বাসে গুঁতিয়ে এসে পশুপতিনাথজির দর্শন করেছিস। এবার তো 'আরাম সে বেটা আয়া প্লেন মে।' এসব কি তুই কখনও ভেবেছিলি? ভাবিসনি। এটাই বেটা ভগবানের লিখন। তুই ভেবে কিছু করতে পারবি না। পৃথিবীর কোনও মানুষ কোনওদিন কোনও কিছু ভেবে করতে পারে না। তিনি যেটা করানোর, সেটাই সময়মতো তিনি ভাবিয়ে করে দেন, করিয়ে থাকেন। বেটা, কিচ্ছু ভাববি না, তিনিই ভাববেন। তিনিই করিয়ে নেবেন যেটায় তোর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ হয়।

একটু থামলেন। কথাটা শুনে অবাক হলাম। আমার ফেলে আসা অতীত জীবন সম্পর্কে একটা কথাও জানাইনি। তিনিই গড়গড় করে বলে গেলেন দুঃসহ জীবনকথা। এর আগে নেপালে ট্রেন ও বাসে দু'বার আসা আর এবার আসা প্লেনে এসব কথা কিছুই বলিনি। তিনি বলে গেলেন। বুঝে গেলাম সাধুবাবা উচ্চমার্গের মহাত্মা। অতএব ছাড়া নেই। জানতে চাইলাম,

— বাবা, দীক্ষার পর কী করলেন?

হাসিমাখা মুখে প্রশান্তচিত্ত বৃদ্ধ বললেন,

— বেটা, মাঘমেলা শেষ হওয়ার পর গুরুজি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন গুজরাতে জুনাগড়ের পাহাড়ে এক গুহায়। ওই গুহাই ছিল গুরুজির ডেরা। প্রতিদিন আমাকে শাস্ত্র ও যোগশিক্ষা দিতেন। দীক্ষার পর টানা পাঁচবছর আমি পাহাড়ের বাইরে লোকালয়ে কোথাও যাইনি। একটা মানুষের মুখও আমি দেখিনি। একটানা পাঁচ বছর কাটার পর গুরুজি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন তীর্থ পরিক্রমায়। নাথ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত যোগী দাদাগুরুজি গম্ভীরনাথজি। তিনি এক সময় নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন। আমাকে নিয়ে সোজা গেলেন অমরকন্টকে। টানা প্রায় সাড়ে তিনবছর পরিক্রমা করলাম আমি আর গুরুজি। তার পর অমরকন্টকে ফিরে এলাম বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় ভরা ডালি নিয়ে।

একথা শুনে এখন মনে হল ইনি উচ্চমার্গের যোগী ও পরম সৌভাগ্যবান। গুরুজির সঙ্গে নর্মদা পরিক্রমা করাও বড় ভাগ্যের কথা। এবার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য শুরু করলাম,

— গুরুজির সঙ্গে বললেন প্রায় সাড়ে তিন বছর নর্মদা পরিক্রমায় ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে যেসব দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই সব কথা কিছু বলুন না বাবা?

অতিবৃদ্ধ এই সাধুবাবা মালাইচাকিতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,

— বেটা, তখন আমার বয়েস কম। সাধনজগতের রহস্য আমি কিছুই বুঝি না। শুধু অবাক হয়ে দেখেছি গুরুজি আমার কী ভীষণ শক্তিধর মহাপুরুষ ছিলেন। শুনলে তুই অবাক হবি, নর্মদা পরিক্রমাকালীন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই আমরা ফল খেয়ে থাকতাম। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করতাম, যখন কোথাও বিশ্রাম করে আহার করব বলে গুরুজি মনে করতেন, সেখানে গিয়ে দেখতাম শত শত গাছের মধ্যে মাত্র একটা গাছে অজস্র পাকা সুস্বাদু ফলের ছড়াছড়ি। আহার ও বিশ্রামের পর যখন সেই স্থান পরিত্যাগ করতাম তখন দেখতাম গাছটা আছে তবে একটা ফলও নেই। প্রথম প্রথম কিছু বুঝতাম না। ভাবিনিও কিছু। পরে এ ব্যাপারটা নিয়ে গুরুজিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'বেটা, কুছ শোচনা মত্, ইয়ে ফল নর্মদা মাঈ কি কৃপাসে আতা হ্যায়, যাতা ভি হ্যায়।'

একটু থামলেন। একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে। হাতটা বুলিয়ে নিলেন কাঁচা-পাকা দাড়িতে। আমার চোখে চোখ রেখে বললেন,

— বেটা, নর্মদা পরিক্রমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা পথটাই আমার জীবনে ছিল বিস্ময় আর অলৌকিকত্বে ভরা। নর্মদা মাঈ-এর করুণা ছাড়া ওই গভীর জঙ্গলে একটা পা-ও কেউ এগোতে পারবে না। বিষধর সাপ, হিংস্র চিতা সামনে দিয়ে চলে গেছে। ফিরেও তাকায়নি। এটা সম্ভব হয়েছে গুরুজির যোগপ্রভাবে। জঙ্গলে প্রবেশের আগে গুরুজি অমরকন্টকে বলে দিয়েছিলেন, 'পথে কোনও হিংস্র জীবজন্তু দেখলে তাড়ানোর জন্য যেন মুখ থেকে কোনও শব্দ না করি। যেমন হ্যাট্ হ্যাট্ বা ভাগ্ ভাগ্ ইত্যাদি। তাহলেই বিপদ হবে। বাঁচাতে পারব না।' সারাটা জঙ্গলে প্রতি পদক্ষেপেই বলতে পারিস নানান বিপদের সামনে পড়েছি কিন্তু গুরুজি আর নর্মদা মাঈ-এর কৃপায় কোনও বিপদই হয়নি। বেটা, আমার মনে হয় অন্য কারও এমন হলে সে কিছুতেই বেঁচে ফিরতে পারত না।

এখন বেলা প্রায় এগারোটা। ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের আনাগোনায় বিরাম নেই। সাধুবাবা মাঝে মধ্যে দেখছেন তাদের যাতায়াত। দেখে বোঝা যায় অধিকাংশই গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের যাত্রী। একটু থামার পর বললেন,

— বেটা, আমরা রাতে যেসব ঝুপড়িতে বিশ্রাম করতাম, সেখানে সন্ধ্যার খানিক আগেই পৌঁছতাম। শুনলে তুই অবাক হবি, ঝুপড়িতে গিয়ে দেখতাম দুটো পাতার থালা ভর্তি গরম গরম পুরি, সবজি, মিঠাই। মাটির গ্লাসে নর্দমার ঠান্ডা জল। খাবারগুলি সব অত্যন্ত সুস্বাদু। জনমানবহীন গভীর ঘন জঙ্গলে এসব কোথা থেকে আসত, কে রেখে যেত তা ভেবে পেতাম না। এমনটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারাটা পরিক্রমা পথেই হয়েছে। গুরুজিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু একটা কথাই বলতেন, 'গুরুমহারাজ অউর নর্মদা মাঈকি কৃপা সে হমলোগকা খানা আতা।' আমি শুধু ভাবতাম কী পদ্ধতিতে এই খাবার এখানে আসছে। অনেক পরে বুঝেছিলাম, গুরুজির মুখেও শুনেছিলাম, এই খাবার গুরুজি আনতেন তাঁর যোগপ্রভাবে। ⌘⌘ **ক্রমশ**

যে বই হাতে নিয়ে দেখবেন

'কথামালা ১' — নামটি শুনলে হয়তো শিশুসাহিত্যের গল্প সংকলন বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এই বই আদৌ গল্পমালা নয়, বেশকিছু অন্য ধরনের নিবন্ধ সংকলন 'কথামালা ১'। তিনি চলে গেছেন বেশ কিছুদিন হল। তাঁর অনন্য সাহিত্য সম্ভার বাঙালি পাঠককে চিরদিন মজিয়ে রাখবে। কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বহুপঠিত গল্প-উপন্যাসের আড়ালে অযত্নে বেড়ে উঠেছিল অনবদ্য কিছু রচনা। আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে এলোমেলো করে দিয়ে যাওয়া সেরকম ৬২টি লেখনীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন 'কথামালা ১'। কখনও এসেছে সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গ, কখনও বা কলকাতার নাগরিক জীবন, কোথাও আছে রাঢ় বাংলার কথা, কোথাও আছে প্রাচীন লোকায়ত ভারতের ইতিহাস। সুচারু তাঁর দর্শন, শৈল্পিক তাঁর উপস্থাপনা— সব মিলিয়ে **'কারিগর প্রকাশনা'**র এ এক দুরন্ত সংকলন। বইটি প্রকাশিত হল গত ৬ ডিসেম্বর, বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী, রবিশংকর বল, রামকুমার মুখোপাধ্যায় সহ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। মনোজ্ঞ ও রসজ্ঞ আলোচনার পর দেখানো হল লেখককে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র।

'সেভেনটিন' — নভেম্বরের শেষে অক্সফোর্ড বুকস্টোরের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হল অনিতা অগ্নিহোত্রীর নতুন বই। ভারতের নানা ভাষার পাঠকমহলেই লেখিকার বেশকিছু বই বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এবার তাঁর বিভিন্ন ছড়িয়ে থাকা জনপ্রিয় ছোটগল্প নিয়ে প্রকাশিত হল 'সেভেনটিন'। **'জুবান বুকস'** প্রকাশনার এই বইটির যথাযথ ভাষান্তর করেছেন অরুণাভ সিনহা। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গল্পগুলি প্রসঙ্গে রসজ্ঞ কথোপকথনে মাতেন অনিতা অগ্নিহোত্রী এবং অরুণাভ সিনহা।

সমকালীন বিশ্বে বিবেকানন্দ — বিবেকানন্দকে নিয়ে চর্চা তো থামার নয়, চলতেই থাকবে তাঁকে নতুন করে খোঁজার চেষ্টা। সেই পথ ধরেই স্বামীজির উদ্দেশে নতুন বই প্রকাশ করল **'পত্রলেখা'**। বইটির নাম 'সমকালীন বিশ্বে বিবেকানন্দ'। লেখক অশোক মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ ও তাঁর সমকাল থেকে নতুন রসদ খোঁজার সচেতন প্রয়াস। আসলে ভারতীয় সাধকের অনির্বচনীয় উপস্থিতি, তাঁর অকাট্য যুক্তি, ধর্মীয় চেতনা ও শোষণহীন সমাজের প্রভাব ভারতের বাইরে কতটা গভীর সেই অন্বেষণেই এ বই। আজকের পৃথিবী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের প্রভাবে কতটা প্রভাবিত সেটাও তো জানার— আর সেই সন্ধানেরই নতুন উপস্থাপনায় এ বই। দাম রাখা হয়েছে ১৪০ টাকা।

ভারতের সুফি (১/২) — চলতি বছরে **'করুণা প্রকাশনী'**র একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'ভারতের সুফি' (১/২) মোবারক করিম জওহর প্রণীত এ গ্রন্থ মূলত ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সুফি সাধকদের নিয়ে লেখা। সুফি আন্দোলনে অংশ নেওয়া এসব সাধকের জীবনের নানা দিক শুধু নয়, তাঁদের কর্মকাণ্ডও লেখালেখির এক চর্চাসূত্র রচনা করেছে। সামাজিক মূলস্রোতে সুফি সাধকদের প্রভাব কীভাবে রয়েছে তারও সন্ধান মিলবে দুটি খণ্ডে। সুফিয়ানা সম্পর্কিত এ বইয়ের দাম একত্রে ৭০০ টাকা।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

তিনভুবনের বিনম্র কবিতা

প্রবীর চক্রবর্তী

ঐতিহ্যকে বহন করেই কবি শ্যামলকান্তি দাশের কাব্যগ্রন্থ 'আমাদের দেখা'। এ যেন শুধু দেখা নয়। দেখা-অদেখায় মিশে থাকা কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমাদের ভিতরকার আর্তি জেগে ওঠে। কখনওবা বিষণ্ণতার দেশে আমরা হারিয়ে যাই। সেই বিষণ্ণতার প্রতীক কখনও ময়ূর, কখনও উড়োজাহাজ, কখনওবা পুরনো রংচটা বাড়ি। শূন্যতা আর পূর্ণতার মাঝখানে যে বিস্তর দূরত্ব তা এই পর্বের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি। আমাদের দেখা রূপক নামে আমরা যেন আমাদের দিকেই ফিরে তাকাই। কবি শ্যামলকান্তি দাশ যেন বায়োস্কোপের অপারেটর। বাক্সের সেই ছোট ছিদ্রের দিকে তাকিয়ে আমরা শুধু দেখতে পাই অলীক মানুষগুলিকে, আমাদেরকে! শ্যামলকান্তি দাশ সেই মানবিক কবি যিনি অকপটে লিখতে পারেন— অন্ধকার রসাতলে থরথর করে কাঁপতে থাকে বনের ময়ূর/তার বাক্যহীন চোখে মরাকান্নার বদলে/একটু একটু করে মরা ঠান্ডা অশ্রু ফুটে উঠতে দেখি।' (বনের ময়ূর)। তাঁর টাইম মেশিন অদ্ভুত এক গন্তব্যের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে থাকে। হেঁটে আসার ক্লান্তি আমরা ভুলে যাই। অদ্ভুত এক উপশম, এক বিশ্রামের ঘর আমরা দেখতে পাই। জীবন জীবনকে ভালবাসার ঘনত্বে আমাদের আবার বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়— 'খেজুর গাছের আড়ালে উটের মুখ দেখা যাচ্ছে, / দরজা ফাঁক হচ্ছে একটু একটু!' (পথিক)। কবিকে আন্তরিক অভিনন্দন এমন একটি কাব্যগ্রন্থ উপহার দেবার জন্য। আর চঞ্চল গুঁই-এর প্রচ্ছদ মন ভাল করে দেয়!

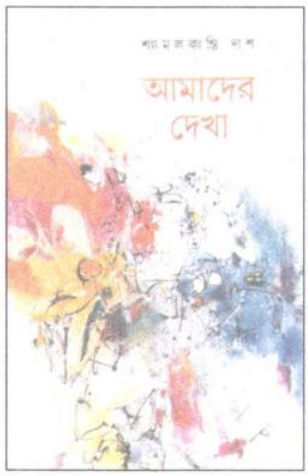

আমাদের দেখা - শ্যামলকান্তি দাশ। পত্রলেখা। দাম : ৫০ টাকা।

'এই নাগরিক কোলাহলে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অবসাদ আমাদের চেপে ধরে অক্টোপাসের মতো, তখন গৌতম মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ 'অলস রঙের টিলা' এক অসাধারণ রিলিফ। আলোছায়ার এক পেলব নিসর্গ এঁকেছেন শিল্পী হিরণ মিত্র। নামবিহীন স্বল্প পঙ্‌ক্তির কবিতাগুলির কাব্যদর্শন অলস রঙের মতোই স্থির অথচ স্নিগ্ধ। বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক সাধারণ পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন পথিক। তাঁর কোনও নাম, গোত্র নেই, সে শুধুমাত্র পথিকই। মাটির আকর্ষণ যেন সান্ধ্য তারার প্রতীকে কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটি বলা একান্ত আবশ্যক তাহল কবি গৌতম মণ্ডলের প্রতীকের ব্যবহার। প্রতীক, চিত্রকল্প, দর্শন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়— 'যে অপেক্ষা রয়েছে পরাগের ভিতর/তার আগুনে আরও কিছু কাল পুড়ে যেতে চাই' (পৃঃ ১৫)। সামান্য কয়েকটি কবিতা মেদ ঝরাতে ঝরাতে যেন তার অবয়বই হারিয়ে ফেলেছে। বাকি কবিতাগুলি পরপর পাঠে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে। কোথাও কোথাও যোগাযোগহীনতা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেই শূন্যতার আড়ালে বা শূন্যতার মাঝখানে জেগে থাকে একটা টিলা, যা মূলত সাঁকোর কাজ করে। 'শূন্যে রয়েছে তারা/তাদের আলোয় ধুয়ে ফেলব/অন্ধকারের কোলাহল' (পৃঃ ৩৫)।

অলসরঙের টিলা - গৌতম মণ্ডল। আদম। দাম : ৮০ টাকা।

উত্তম চৌধুরির কাব্যগ্রন্থের নাম 'বাকশস্য'। এটি তাঁর নবম কাব্যগ্রন্থ। কবিকৃত প্রচ্ছদ সেভাবে আমাদের আলোড়িত করে না। বেশ হালকা মেজাজেই বেশিরভাগ কবিতাগুলি রচিত। বিশেষভাবে শব্দ, কোলাজ এগুলি নির্মাণ বা বিনির্মাণের কোনও স্বাক্ষর কাব্যগ্রন্থের কোথাও বিশেষভাবে পাওয়া যায় না তবে পড়তে ভাল লাগে। বেশকিছু কবিতাই বাচিক শিল্পের উপযোগী— 'তোমাকে বনজারুলের পাশে বসিয়ে দিচ্ছে শীত, শীতের রাঙা সূর্য।/তোমাকে ফুটবল মাঠে নিয়ে যাচ্ছে খেলোয়াড়ের মোজা ও বুট।' (তোমাকে)। তাঁর রচিত চিত্রকল্পগুলি আমাদের পরিচিত। কোথাও কোথাও সেই পরিচিত শব্দগুলিই নতুন এক অভিঘাতে ধরা দেয়। সার্থক কবিতা কাকে বলা যায় অথবা বলা যায় না এই বহু বিতর্কিত প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখেও বলা যায় যে বেশকিছু কবিতা ফিরে ফিরে পড়ার। এখানেই হয়তো একজন কবির সার্থকতা। 'গলিদৃশ্য' কবিতার একটা পঙ্‌ক্তি— 'হাঁড়ির খবর ছড়াতে ছড়াতে দু-জন ডায়াবেটিক পার হচ্ছে পার্কের পথ।'

বাকশস্য- উত্তম চৌধুরি। প্রিয়শিল্প প্রকাশন। দাম ৫০ টাকা।

লিটল ম্যাগাজিন

বীতশোক ভট্টাচার্য আমাদের সময়ের একজন বড় কবি। প্রতিভাবান কবি। তাঁর রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের অহংকার। কিন্তু জীবনে সে কিছুই পায়নি। সাহিত্যের যাঁরা বিচারক, সাহিত্যের ধারা ও গতিপথ যাঁরা নির্ণয় করেন,সেই লোকজন বীতশোককে চিনতে পারেননি।

সম্প্রতি 'ল্যাকেটু'র শারদ সংখ্যায় প্রয়াত কবিবন্ধুকে নিয়ে শ্যামলকান্তি দাশের স্মৃতিচারণার (কখনও হারিয়ে যাবে না বীতশোক) এই লাইনগুলি পড়তে পড়তে শুধু বীতশোক নয়, শ্যামলকান্তিরও একটা কবি-মনের পরিচয় পাওয়া গেল যা আজকের দিনে সত্যিই দুর্লভ। সত্তরের এই কবি যুগল ছোট ছোট পত্রপত্রিকায় লেখার মধ্যে দিয়ে কীভাবে নিজেদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কত-শত ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন জানা গেল সেসব কথাও। এছাড়া এখানে সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আমিনুল ইসলামের লেখা 'ডিএল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক ও তার পুনর্মূল্যায়ণ', প্রভাত মিশ্রর 'মানবতাবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ দুটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই সাহিত্য পত্রিকা কেবল গতানুগতিক কবিতা, গল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, সঙ্গে বিদেশি সাহিত্যও আছে। এই সংখ্যায় কয়েকটি মৌলিক গল্পের সঙ্গে একটি উর্দু গল্পের বাংলা ভাষান্তর উজ্জ্বল হয়ে আছে। গল্পটি হল সমকালীন উর্দু সাহিত্যের বলিষ্ঠ লেখক আনোয়ার কমর-এর লেখা 'মৃত্যুদণ্ড', যার অনুবাদ করেছেন মবিনুল হক। রয়েছে আধুনিক উর্দু ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা। তবে দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে মগ্ন থাকলেও এই কাগজ তার মাটিকে ভুলে যায়নি। মধুসূদন আচার্য্য-র লেখা 'মেদিনীপুর এগরার লোকসমাজে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্ম' ও ভাস্করব্রত পতির 'ভূপতিনগর এবং ভগবানপুরের নামকরণ' তারই নিদর্শন।

ল্যাকেটু। সম্পাদক জহরলাল বেরা। চৈতন্যপুর, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৪৫।

'অঞ্জস'-এর এবারের শারদ সংখ্যা দুই বঙ্গের জনপ্রিয় কবিদের কবিতায় সমৃদ্ধ। তবে এঁদের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় নবীনরাও আছেন। যেমন 'গরাদে রেখেছো মুখ / নাকি চোখ / চোখের পেছনে ছিল মন / না হৃদয় / অথবা দুয়ের ঠিক মাঝামাঝি / শূন্য এক সীমান্ত প্রদেশ' (জানলার বাইরে তখন) মৃণাল বসু চৌধুরির এই কবিতা কিংবা প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'তোমায় পরকাল ভেবে / পৃষ্ঠলগ্ন হয়ে আছি শামুক প্রণয়ে / সময়ের আঁচড়ে জীবস্য ফসিল' (তোমাকে পরকাল ভেবে) কবিতার পাশাপাশি নবীন কবি কৌশিক বর্মন যখন লেখেন, 'একটি চোখে নীল সমুদ্র অন্য চোখে নীলাকাশ / এই ছিল তার এক পৃথিবী তার ভেতরে বসবাস (শূন্যফল) তখন এই কবিতা পত্রিকাটিকে বেশ পরিণত বলেই মনে হয়। একই সঙ্গে আবার ওপার বাংলার কবিতাও আছে। লিখেছেন খসরু পারভেজ, খান আকতার হোসেন প্রমুখ। খসরু পারভেজের 'উৎসবপর্ব' কবিতাটি পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। জেগে ওঠে এক অন্য অনুভূতি। তবে পত্রিকাটিতে যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

অঞ্জস। সম্পাদক অরূপ পাণ্ডী, ড. ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরনিবাস, এ.সি ৭১ প্রফুল্লকানন (পূর্ব), কেষ্টপুর, কলকাতা-৭০০১০১।

মধুসূদন ঘাটী একজন জনপ্রিয় কবি ও ছড়াকার। তাঁরই সম্পাদনায় ২৭ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে 'দেশকাল সাহিত্য'। মূলত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এই নিয়েই এবারের শারদ সংখ্যা। তবে এরই মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এখানে আছে। যেমন, প্রবালকান্তি হাজরার 'বিদ্রূপ বিদ্বেষে বিপর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ', যেখানে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি দিক। ১৯২৮ সালে কবির বয়স যখন ৬৭, যশ ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে বিরাজ করছিলেন ঠিক তখনই একদল রবীন্দ্র বিদ্বেষী ঠান্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর চরিত্র হননের জন্য অভাবনীয় কুৎসার আশ্রয় নেয়। 'অবতার' নামে একটি পত্রিকা প্রচার করে রবীন্দ্রনাথ যৌবনবেলায় লজ্জাজনক যৌন ব্যাধিতে ভুগেছিলেন। এরূপ প্রচারে কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালের ১ অক্টোবর দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হতে। এমনই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য রয়েছে এই লেখায়। এছাড়া উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে তৈমুর খানের 'মেঘনাদবধ' অনন্তকালের সমুদ্র, মধুসূদন ঘাটীর 'অশ্রুলিপির গান' প্রভৃতি। বিশিষ্টদের মধ্যে কবিতা লিখেছেন বিনোদ বেরা, শ্যামলকান্তি দাশ, রাখাল বিশ্বাস, রতনতনু ঘাটী, জয়নাল আবেদিন প্রমুখ।

দেশকাল সাহিত্য। সম্পাদক : মধুসূদন ঘাটী।
৩৯/এ, নতুন কলোনি, দুর্গাচক, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬০২।

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

কলকাতার মা

দীপঙ্কর রায়

১৪ ডিসেম্বর আর দশটা সাধারণ দিনের মতো হলেও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি-র সেবিকা ও মাদার অনুগামীদের জন্য একটি বিশেষ দিন। সত্যি কথা বলতে, আপামর ভারতবাসীর কাছে দিনটি একটি গর্বের দিনও হতে পারে। ১৯৫১ সালের এই দিনে মাদার টেরিজা ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান হোটেল, ফ্লোটেল কর্তৃপক্ষ নতুন স্বাদের এক শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাউথ ব্যাংক আর্ট গ্যালারিতে নির্বাচিত কয়েকজন শিল্পীর ছবি ও ভাস্কর্য নিয়ে, মূলত রিয়্যালিস্টিক বা বাস্তবিক আঙ্গিকে অ্যাক্রিলিক, অয়েল ও মিশ্র মাধ্যমের কাজ নিয়ে প্রদর্শনী। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, ওয়াসিম কাপুর, ঋতু সিং, দেবব্রত চক্রবর্তী, জহর দাশগুপ্ত, দ্বিজেন গুপ্ত, দীপ্তি চক্রবর্তী, অতীন বসাক প্রমুখ অপেক্ষাকৃত স্বনামধন্য শিল্পীর পাশাপাশি তরুণ সমীর কর্মকার, অরুণাভ কর্মকার, সুকান্ত দাস, তাপসকান্তি মিত্র, অভিজিৎ গুহদের ছবিও দেখা গেল। রামকুমার মান্না, উমা রায়চৌধুরি, অরুণ পুরকাইত প্রমুখ ভাস্করের পোড়ামাটি, ফাইবার প্রভৃতি মাধ্যমের মাঝারি ও ছোট আকারের ভাস্কর্যে ছোট গ্যালারিটি সাজানো।

শিল্পকর্মের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় দ্বিজেন গুপ্তর ছবিটির আবেদন একটু ভিন্ন ও মর্মস্পর্শী। মাদার টেরিজার কোনও প্রতিকৃতি না এঁকে তিনি অনেকগুলি সন্তানের এক মুগ্ধ ও তৃপ্ত মাকে দেখিয়েছেন। মায়ের আঁচলের ছত্রছায়ায় পরম সুখে ও নিশ্চিন্তে সন্তানরা পালিত হচ্ছে। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিটিতে মা টেরিজার কোলে পরম স্নেহে লালিত হচ্ছে একটি সদ্যোজাত পথশিশু। প্রকৃতির এই সর্বোৎকৃষ্ট উপহার শিশুসন্তানকে মায়ের কোলে মেলে ধরে শিল্পী মা ও শিশুর সহাবস্থানের চিরন্তন বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন দর্শকমনে। ওয়াসিম কাপুরের ফোটোগ্রাফসুলভ পোট্রেট পেন্টিং-এর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। শিল্পীর মুনশিয়ানাতে মা টেরিজার মুখ মণ্ডলের দিকটি যেন অনন্ত শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সুকান্ত দাসের ছবিটিতে বর্ণপ্রয়োগের কৌশলগত কাব্যিক ছন্দোবদ্ধতা দর্শকমনে রসের সঞ্চার করতে পারে বলে মনে হয়।

প্রদর্শনীর শিরোনাম যেখানে 'কলকাতার মা', সেখানে কিছু তথাকথিত সাধারণ মানের জলরঙে আঁকা শহরের ছবি প্রদর্শনীর গুরুত্ব হারায়। একটি যৌথ প্রদর্শনীতে অনেক নামের ও মানের শিল্পীর শিল্পকর্ম থাকে। তবে নান্দনিকতা ও গুণগতমানের সুর একটা তারে বাঁধা থাকলে প্রদর্শনীর ইমপ্যাক্ট হয়তো ভিন্ন স্বাদ এনে দিত আর দশটা এ জাতীয় প্রদর্শনীর থেকে। ⌘⌘

কবিতা

ঘরবাড়ি

শংকর চক্রবর্তী

অনেকটা পথ হেঁটে বাড়িটির কাছাকাছি যাই
গিয়ে দেখি ধুন্ধুমার রং আর নেই তার চতুর্দিকে, আছে
বর্গাদারের অসীম ধানখেত, ভিটেমাটি, অন্নকষ্টকাল,
আমার দু'হাত বেঁধে রেখেছি লতায় কুসুমিত—
এক দৌড়ে সত্যি আর পালাতে পারি না, জুতো খোয়া যায় রোজ
দরজা পর্যন্ত আজও তুমি এগোবে কি?
গাছতলায় আমার বিছানা সাজানো, পাশে আলো-আঁধারির স্নানঘর
আমি রুগ্‌ণ, অসুখের থেকে উঠে এসেছি এখানে—
ভেতরে আমার এক অরণ্য গজিয়ে ওঠে, সেখানে পাখির ঘর মাচা ও কার্নিস
পাশ ফিরে শুই, মাথা রাখি গাছে, শূন্যতায় ধোঁয়া ওঠে খুব
বাড়িটি ঝাপসা হয়, দেখতেও পারি না কিছু— অগোছালো শীতও
তিনতলা থেকে নেমে যায় হেঁটে হেঁটে
বাড়িটির কোনও গল্প নেই, ঘরময় আরোগ্যের খুনসুটি শুধু
প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় বাড়িটিকে, জানি, ফের একারণেই প্রণাম।

এক আলো

ঋত্বিক ঠাকুর

সোনায় বাঁধানো অক্ষরের সিঁড়ি বেয়ে
কখনও আকাশ ছুঁয়ে ফেলি
আবার কখনও সেই সিঁড়ি বেয়ে
নামা। নেমে যাওয়া
মাটির ঠিকানা খুঁড়ে পাতালের
প্রিয় অন্ধকারে।
এই সবকিছুতেই সঙ্গে থাকে
আমার কোটরে দীর্ঘবাসী চালচুলোহীন
এক আলো।
আলো। আলো ছাড়ে না আমাকে।

দোকানদারি

তাপস রায়

তিরুবন্তপুরম থেকে ঘুম সান্নিধ্য ফেলে
ভোর ভোর এইখানে, গড়িয়াহাটায়
মাছের চোখের মতো সাদা
অত দৃশ্য কোথায় হারিয়ে যায়, কোথায়
মর্নিংওয়াক ধরে ভুরভুর করছে শুধু টিকে থাকা

অত উষ্ণ খোঁড়াখুঁড়ির পর একটি শহর
বৃষ্টির সুতো ধরে গড়িয়ে গিয়েছে
কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীত, পায়ে পায়ে পঞ্চায়েত
মিডিয়ালালিত বিরহ দিল্লি দূরবর্তী ক'রে
যদি সুরক্ষা আবরণ শূকরের আর্তনাদ, মেধা
কেন প্রাতরাশ ধরে ডুকরে উঠবে না, কেন ড্রইংরুম
নিঃস্ব করে কোনও সোনালি চিল উড়বে না আর

ঝপ্‌ঝপ্‌ করে বিসমিল্লার সানাই বাজছে
রবিবার মেঘমল্লারের নিচ থেকে, ভাবি, একটা
কান্না গুঁজে নিতে হবে ছড়ানো খোঁপায়

নট

শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

শোভাবাজার মোড়ে একরত্তি উঠোনজুড়ে
মহাবীর জাতক, রোদ্দুর লিখলেন
এক মুঠো।

তার পর ...

বৃষ্টি এল।
গাঙচিল, হাতে করে ফুল বেলপাতা জবা মালা
হঠাৎই রোদ্দুর হলেন—
একঘর কুশীলব সাক্ষী রেখে।

সমস্ত কুয়াশাজুড়ে
এরপর শুধু বাঘবন্দি সবুজ ওড়না...

করতালি, জয়টীকা, খাঁচা ভরা অন্ধ খরগোশ
চোখ জুড়ে এক এক ফোঁটা গোধূলি ধরে রাখে।

ছবি: দীপঙ্কর রায়

প্রচ্ছদ কাহিনি

মানুষের জীবন যতই অনিশ্চিত হচ্ছে ততই তাঁরা ভবিষ্যৎ জানতে আগ্রহী হয়ে পড়ছেন। বছরের শুরুতেই জেনে নিতে ইচ্ছে করে গোটা বছরটা কার ভাগ্যে কেমন? আমাদের প্রচ্ছদকাহিনি অনুযায়ী মেষ রাশির আর্থিক ক্ষেত্র ভাল, মিথুন রাশির ক্ষেত্রে গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠান হতে পারে বা কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকা কোনও সু-সংবাদে আনন্দিত হবেন। এমনই অনেক খবর। তার সঙ্গে আছে রাশি অনুযায়ী চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সাধারণভাবে কী করলে ভাল থাকবেন। লিখেছেন

শিবশংকর ভারতী

2013

বছরটা কেমন যাবে?

২০১৩-তে বিশিষ্টজনেরা কে কেমন থাকবেন

জ্যোতিষ শাস্ত্রে মানুষের ভাগ্যগণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য নানা মত ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এক একজন জ্যোতিষী তাঁর নিজের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি মতো তা প্রয়োগ করে থাকেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসংখ্য পদ্ধতির মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে যার নাম ডাকিনী গণনা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভারত সহ বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত শুভাশুভ বিষয়ে সম্ভাব্য কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা হল

প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ
জন্ম ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৩ সালটা দেহ ও মনের পক্ষে অস্বস্তিকর। পায়ে আঘাত লাগা বা পা মচকে যাওয়া সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া এমনকী দেহে আবার অস্ত্রোপচার সম্ভাবনা প্রবল। স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্ক ও যত্নতৎপরতা প্রয়োজন।
জাতকের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ও কূটনৈতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং তা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে (২০১৩) দাঁড়ালে মনমোহনজির জয়লাভ নিশ্চিত। বিরোধী দলগুলি বিরোধিতা করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিসাধনে সমর্থ হবে না।

মেষ রাশি— মেষ রাশির জাতক বা জাতিকাদের মন ও মানসিকতা যত উন্নত হোক না কেন, তমোগুণী শনির নীচস্থানের কারণে এ প্রকাশ একেবারেই বাহ্যিক, আন্তরিক নয়, অন্তরেরও নয়। স্বভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে যদি নিজের কিংবা পরিবারের কারও স্বার্থে আঘাত লাগে। কথাবার্তায়, আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দিয়ে একসময় অজান্তেই তার এই চরিত্র বিকশিত হয়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনদের কাছে। যথা সময়ে ফাটল ধরে যায় প্রীতির সম্পর্কে।

তমোগুণের কারক শনিদেবের নীচস্থান মেষ রাশি। দুঃখবাদের একটি বিরাটতম অধ্যায় এই রাশি। ফলে আর্থিক দুর্ভাবনা, ক্ষোভ-দুঃখ, আলস্য ও অহমিকার উৎপত্তি ও স্থিতি মেষ রাশিতেই নিরূপিত হয়। যার জন্য এদের চরিত্রে সৃষ্টির সঙ্গে ধ্বংসের, দুঃখের সঙ্গে আনন্দের, উচ্চশায়তার সঙ্গে নীচাশয়তার এক অদ্ভুত মিলনবৈষম্য দেখা যায়। নিজের মতে চলার প্রবণতা বেশি। অশান্তির ভয়ে অনেকক্ষেত্রে অনিচ্ছায় মেনে নেওয়া।

যৌবনের প্রথম অবস্থায় স্বাস্থ্যের বিষয়ে এরা যথেষ্ট যত্নশীল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সে চেষ্টায় ভাটা পড়ে। সম্পূর্ণ যৌবনকে রাজসিকভাবের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করতে চায় আনন্দে কিন্তু এমনই এই রাশির কপাল, জীবন সংগ্রামের বলিষ্ঠ পথকেই শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিতে হয় সাগ্রহে। মেষ রাশির মধ্যে রয়েছে বীরধর্মের প্রকাশ ও পুরুষোচিত সাহসিকতা। আত্মোপলব্ধির কার্যকারণ শক্তিও এই রাশিতে ভরপুর। পরাজিত হয়ে ফিরে আসার মানসিকতা বা হীন প্রবৃত্তি নেই।

জাতকদের পত্নী, জাতিকাদের স্বামী মনের মতো হয় না। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে প্রায়ই ভুল পদক্ষেপে সারাটা জীবন এরা আপশোস করে কাটায়।

বছরটা কেমন যাবে

দেহ ও মনের অস্বস্তি একটা থেকে যাবে, তবে আর্থিক ক্ষেত্র কোনও অস্বস্তিতে ফেলবে না। ব্যয় বাড়বে আত্মীয় ও স্বজনদের কারণে। কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। নিকট কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জন্য প্রীতির সম্পর্কে সাময়িক ছেদের সম্ভাবনা।

কর্মক্ষেত্র চাকরিজীবীদের থাকবে গতানুগতিক। ব্যবসায়ীদের কর্মক্ষেত্র থাকবে উদ্বেগপূর্ণ। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের ক্ষেত্রে হতাশসূচক সময়।

গৃহে আত্মীয় সমাগমে বিরক্ত হতে পারেন। উটকো ঝামেলা আর পারিবারিক ব্যয় বাড়বে তীব্রভাবে। নিকট আত্মীয়ের গৃহে শুভ কর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কোনও দ্রব্য হারানো অথবা অর্থনষ্টের যোগ। কোনও সংবাদে বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও দেবালয়ে ভ্রমণে নতুন পরিচিতি আনন্দ দিতে পারে। কারও বাড়ি গিয়ে অস্বস্তি ভোগ করতে পারেন। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু অর্থাগম মানসিক স্বস্তি দেবে।

মোটের উপর জাতক-জাতিকাদের সময়টা স্বস্তিতে কাটবে না। কখনও দেহ, কখনও মন, কখনও সংসার জীবন, সবদিক থেকে একটা না একটা লেগে থাকবে। এখন মানুষকে বিশ্বাসটা কম করুন। কোনও পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। ঝুঁকি আছে এমন কোনও কাজে না যাওয়াই ভাল।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের বছরের অধিকাংশ দিনগুলো কাটবে বড্ড মানসিক অশান্তিতে। প্রায় প্রতিটা দিনই মতবিরোধ জনিত অশান্তিতে মন বিব্রত হতে পারে। সাময়িক কথাও বন্ধ থাকতে পারে। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময়টা থাকবে প্রতিকূলে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

প্রতি শনি ও মঙ্গলবার যে কোনও কালীমন্দিরে কলা বাদে যে কোনও ফল আর যা মন চায় ফুল আর দক্ষিণা দিয়ে পুজো দিন। কোনও নিয়ম নেই। সকাল থেকে রাতের মধ্যে যখন খুশি মন্দিরে গেলেই হল। গলায় সম্ভব হলে হনুমানজির একটা লকেট লাল কার দিয়ে ধারণ করুন। দুর্ভোগ কাটবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি— এই রাশির অধিপতি গ্রহ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। ভোগবাদী হলেও সত্ত্বগুণাশ্রয়ী। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে কখনও বৈরাগ্যের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে না সংসার-জীবনে। ধর্ম শুধু ত্যাগে হতে পারে না। ভোগের মধ্যে দিয়েই ত্যাগের সন্ধান। এই সত্যকেই উপলব্ধি করেছিলেন শুক্রাচার্য। কর্মযোগী শুক্রদেব। সর্ববিধ কলাশাস্ত্রের প্রবক্তা।

এই রাশির জাতক-জাতিকারা ক্লীবতা পরিত্যাগ করে সংসারে কর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন মনে-প্রাণে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে অন্তরে বিমল আনন্দ সৃষ্টি করতে এদের জুড়ি নেই। কারণ এই রাশিতে শুক্রের প্রভাব বেশি থাকে বলে মন স্বচ্ছ ও নির্মল।

এরা ধৈর্যশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে অনেক সময় পরিচিত ও স্বজনেরা রাগী, জেদি বা একগুঁয়ে বলে মনে করে। নিজের পরিবারের লোকেদের খুব ভালবাসে। এদের মনের দরজা সব সময়েই উন্মুক্ত। মিথ্যা ছলচাতুরি, প্রবঞ্চনাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে তবে পরছিদ্রানুসন্ধানী। যোগ্যতার চেয়ে নিজের সম্পর্কে লম্বা-চওড়া কথা বলতে বেশি ভালবাসে।

এই রাশি যেমন খেতে ভালবাসে তেমন খাওয়াতেও। এদের প্রচুর বন্ধু হয় তবে টেকে কম। যারা টিকে যায়, বৃষ রাশির জাতক বা জাতিকাদের প্রতি বিশ্বাসী ও সহায়ক হয়।

বছরটা কেমন যাবে

এবার নানান অশান্তির হাত থেকে অনেকটাই মুক্ত হবেন। শারীরিক আমেজ ফিরে আসবে। কারও ভাল কথায় উপকৃত হবেন। কথা কাটাকাটি ও মতবিরোধজনিত অশান্তি অনেক কমে যাবে। আত্মীয়প্রীতিতে বাধা জন্মাবে। পায়ে আঘাতের সম্ভাবনা প্রবল। কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ বাড়বে। নতুন কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের সম্ভাবনা প্রবল। কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে।

সাংসারিক জীবনের স্বস্তি অনেকটাই ফিরে আসবে। আর্থিক অসুবিধা হবে না, তবে খরচ বাড়বে দুরন্তগতিতে। একই আত্মীয় কিংবা বন্ধুর গৃহে বারবার আগমনে বিরক্তিতে মনটা খিঁচড়ে উঠতে পারে। কোনও আত্মীয়ের কথার দোষে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এ বছর বহুবার বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত

হতে পারেন। মন থেকে না চাইলেও কোনও দেবালয়ে ভ্রমণ হয়ে যেতে পারে। সারা বছর ভাল খাওয়া-দাওয়া হবে। কোনও মূল্যবান উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। দূরপাল্লায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। বিবাহিতদের পত্নী ও স্বামীর স্বাস্থ্য ভোগাবে।

বিদ্যার্থীদের সময়টা শুভ। সাংসারিক স্বস্তিটা থাকবে। সাধারণ নিয়মেই অর্থাগম হবে। কোনও *আত্মীয়ের ব্যবহার মনকে ভারাক্রান্ত করতে পারে।* কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, অপ্রত্যাশিত কিছু দ্রব্যলাভ, কিছু হারানোর জন্য মনটা খারাপ হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের সময়টা কাটবে গতানুগতিক ধারায়। মতবিরোধ জনিত অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি কমবে। মানসিক আনন্দ বাড়বে। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময় থাকবে অনুকূলে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

ছ'টা মাথা আছে এমন কার্তিকের ছবি জোগাড় করে বাড়িতে ঠাকুর যেখানে আছে, সেখানে রাখুন যে কোনও দিন। প্রতিদিন স্নানের পর দুটো ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করে স্পর্শ প্রণাম করুন। সারা বছরের দুর্ভোগ অনেকটাই কেটে যাবে।

মিথুন রাশি— এই রাশির মধ্যে আশ্রয় করে তমোগুণ। বালকোচিত চঞ্চল স্বভাবে অপরিণত বুদ্ধির বিকাশ একদিকে, অন্যদিকে যৌবনোচিত কর্মচাঞ্চল্য, এই নিয়েই মিথুন রাশির জাতক-জাতিকা। খেয়ালি কল্পনা দিয়ে অন্তরে নির্মাণ করে স্বপ্নসৌধ কিন্তু বাস্তবের নিদারুণ আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সে সৌধ। ফলে জীবনে এদের সফলতা আসে খুব কম।

দুরভিসন্ধিমূলক কাজকর্ম করতে এরা আনন্দ পায় বেশি। কখনও অঢেল ব্যয় আবার কখনও কৃপণতার একশেষ। দ্বৈতস্বভাবের এই রাশির জাতক বা জাতিকাদের এই হয়তো কাউকে ভাল লাগল, আবার কখনও হঠাৎ খারাপ লেগে নিন্দায় পঞ্চমুখ। এরা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারে না এদের মনটা কেমন। এরা শ্রুতিধর। মৌলিক জ্ঞানের তুলনায় পাণ্ডিত্য বেশি। এদের সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা বেশ কঠিন। উপস্থিত বুদ্ধিও বেশি। এরা পরশ্রীকাতরও বটে।

এই রাশির জনপরিচিতি হয় যথেষ্ট। ভ্রাতা-ভগ্নিদের উপরে বিশ্বাস কম। স্বার্থসিদ্ধির জন্য পারে না এমন কোনও কাজ নেই। কাজের পরে মুখ ঘুরিয়ে চলতেও এদের জুড়ি নেই। অতিরিক্ত কথা বলা আর স্বভাবপ্রসূত মিথ্যা কথায় এদের অরুচি নেই। কোনও কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। এরা প্রায়ই প্রেমকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে সমর্থ হয় না। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সংশয়-সন্দেহ একটা অন্তরে থেকেই যায়। আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবাপন্ন হয় এরা। কাজের সঙ্গে কথার সঙ্গতি প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনে একাধিকবার প্রেম-প্রীতিতে জড়িয়ে পড়ে বিবাহের পূর্বে ও পরে।

বছরটা কেমন যাবে

কম-বেশি আর্থিক উন্নতি ও অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থলাভ হবে। নিজ কিংবা নিকট কোনও আত্মীয়ের গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বন্ধু কিংবা আত্মীয় সমাগমে বাড়ি আনন্দে ভরে উঠতে পারে। কোনও সুসংবাদ আনন্দ দিতে পারে। পেশায় নিযুক্তদের শুভ যোগাযোগে বেশ বাধা হবে। আইন সংক্রান্ত ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। সারা বছর মতবিরোধ জনিত অশান্তিতে প্রায়ই মনের শান্তি নষ্ট হবে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মনের উদ্বেগ একটু বাড়বে। কর্মপ্রার্থীদের যোগাযোগ ব্যাহত হতে পারে। বহুদূরে কোথাও বেড়াতে যাবেন। ব্যয়চাপ থাকলেও *অর্থাগম অব্যাহত থাকবে। শত্রুতার মুখোমুখি হতে* পারেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। প্রাচীন মন্দির ভ্রমণ হবে। কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। কারণ ছাড়াই কিছু অর্থ ব্যয় হতে পারে। মদ্যপায়ীদের নেশার মাত্রা বাড়বে। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ কমবে। মূল্যবান দ্রব্য হারানো বা ক্ষতির সম্ভাবনা। আত্মীয় প্রীতিতে বাধা জন্মাবে। যারা মোটর বাইক বা স্কুটার চালান তাদের পায়ে বড় আঘাতের সম্ভাবনা। বিবাহিতদের পারিবারিক শান্তি প্রায়ই বিঘ্নিত হবে।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম-প্রীতিতে মানসিক আনন্দ ও প্রীতি প্রায়ই নষ্ট হবে। যারা নতুন প্রেমে পড়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে সময়টা আনন্দবর্ধক। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময়টা অনুকূলে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

নৃসিংহনাথের ফোটো জোগাড় করে ঠাকুরের সিংহাসনে রাখুন যে কোনও বৃহস্পতিবার। যেদিন রাখবেন সেদিন থেকে প্রতিদিন স্নানের পর দুটো ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করে স্পর্শ প্রণাম করবেন তিনবার। তারপর বোঁটা সমেত ১টা তুলসী নৃসিংহনাথের চরণে স্পর্শ করে খেতে পারেন, রেখেও দিতে পারেন। এতে সারা বছরের অনেক দুর্ভোগ কাটবে।

কর্কট রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকারা জাগতিক সুখ-দুঃখকে কিছুতেই অস্বীকার করে না। সুখ-দুঃখ দুই-ই সমানভাবে বরণ করে নেয় সাগ্রহে। এরা ভালবাসতে চায় তবে তার প্রতিদান কিছু চায় না, চায় অনাবিল আনন্দ ও বিপরীত লিঙ্গের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ। মিশ্রভাব দেখা যায় এই রাশিতে। এদের মধ্যে একদিকে যেমন উদারতা, অন্যদিকে নির্দয়তায়ও এদের কম নয়।

দাম্পত্যজীবন প্রথমে মধুর ও আনন্দময় হয়। বিবাহের কয়েক বছর পর থেকেই অশান্তির আগমনে মধুর মাধুর্যে পড়ে কালির প্রলেপ। মিষ্টি কথা ও প্রশংসায় জাতক পারে না স্ত্রীকে বশীভূত করতে। ফলে কখনও কখনও ক্রোধের মাত্রা বেড়ে প্রবল হয়। বিপরীতভাবে কর্কট রাশির জাতিকার *ক্ষেত্রেও ওই কথা বলা যেতে পারে।*

এই রাশির জাতক স্ত্রী, বিপরীতভাবে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মনমতো ব্যবহার ও স্নেহ-ভালবাসা না পেলে অন্য রমণী বা পুরুষের আশ্রয় খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। ক্রমে বিবাহিত জীবন হয়ে ওঠে অশান্তিময়। বিবাহের পূর্ব বা পরবর্তীকালে এদের জীবনে প্রেম এলে সেই প্রেমজীবন অতিবাহিত করে বেশ সতর্কতার সঙ্গে। এই রাশি সারাজীবন একটা দৈহিক ও মানসিক অতৃপ্তিতে ভোগে। ডিভোর্সের সংখ্যা কম তবে সাংসারিক জীবনে শান্তির অভাবটা

শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী

জন্ম ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর

২০১২ সালের মতো ২০১৩ সালেও কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী সোনিয়াজির রাজনৈতিক জীবনে সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হবে। কংগ্রেস প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অস্থিরতা কমবে অনেকটাই। বাড়বে প্রতিপত্তি। বর্তমানে কংগ্রেস দলের অস্বস্তিকর অবস্থাটা তিনি বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কাটিয়ে দলকে অনেকটাই স্বস্তিতে আনতে পারবেন ২০১৩ সালে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে (২০১৩) দাঁড়ালে জয়লাভ করবেন। সোনিয়াজির শারীরিক সুস্থতা আসবে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি।

রাহুল গান্ধী

জন্ম ১৯৭০ সালের ১৯ জুন

মাননীয় সাংসদ রাহুলজির ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টা *ছিল প্রতিকূলে। ২০১৩ সালের* জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সময়টা সার্বিক ক্রমোত্তর শুভ হয়ে *উঠবে। দলে ও কর্মে বাড়বে* প্রভাব-প্রতিপত্তি। হারানো লোকপ্রিয়তা ফিরে আসবে ধীরে ধীরে। জাতীয় কংগ্রেসও ফিরে আসবে আপন মহিমায়। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। ২০১৩ সালের লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ালে জয়লাভ নিশ্চিত।

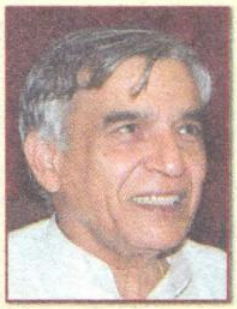

রেলমন্ত্রী পবনকুমার বনশল
জন্ম ১৯৪৮ সালের ১৬ জুলাই

শ্রদ্ধেয় রেলমন্ত্রীর বর্তমান বছরটি অত্যন্ত অনুকূলে থাকায় সারা ভারতের বহু জায়গায় রেলের যথেষ্ট উন্নতি করতে সক্ষম হবেন সম্মানের সঙ্গে। সার্বিক রেল-উন্নয়নের গতি পূর্বের তুলনায় অনেকটাই বাড়বে। বিরোধীরা বিরূপ সমালোচনায় মুখর হলেও কর্মগুণ ও দক্ষতায় তা অনায়াসে কাটিয়ে উঠবেন বনশলজি। তবে বেশ কয়েকবার বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সেই পরিস্থিতি যত্নের সঙ্গে সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্য বড় রকমের বিগড়াবে না।

রেল প্রতিমন্ত্রী শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি
জন্ম ১৯৭০ সালের ১৯ জুন

কর্মজীবনে শ্রদ্ধেয় চৌধুরি রেলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অনেক উন্নতিসাধনে সমর্থ হবেন। তাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার জন্য প্রশংসিত ও সম্মানিত হবেন। বছরটা জাতকের ক্ষেত্রে সার্বিক অত্যন্ত সাফল্যকারক হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে (২০১৩) দাঁড়ালে মাননীয় চৌধুরি জয়ী হবেন। স্বাস্থ্যের পক্ষে সময়টা শুভসূচক।

এদের থেকেই যায়।

বিপরীতভাবে বলা যায়, কর্কট রাশির জাতক বা জাতিকাদের মূল জন্মকুণ্ডলীতে শত্রু বলবান অবস্থায় থাকলে দাম্পত্যজীবনকে কীভাবে পরিচালনা করলে আরও সুন্দর ও মধুময় হয়, তা এরা ভালই জানে।

বছরটা কেমন যাবে

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বস্তি অনেকটা আসবে। অর্থভাগ্য সচ্ছল থাকবে। বাড়তি আয়েরও আশা আছে। স্বাস্থ্য থাকবে সাধারণ রকম। দূরপাল্লায় ভ্রমণ হবে। কাছাকাছি দেবালয়ে ভ্রমণযোগও রয়েছে বহুবার। আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহে কোনও মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠান হবে। সারা বছর হঠাৎ হঠাৎ আর্থিক যোগাযোগ আসবে। কর্মপ্রার্থীদের পক্ষে সময়টা শুভসূচক। পুরনো সমস্যার সমাধান সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের বিদ্যায় মনোযোগ কমবে।

কোনও বিশেষ গুণ বা কাজের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। মনের চাপ কমে যাবে অনেকটাই। কোনও নতুন পরিকল্পনায় উৎসাহিত হবেন। কারও কথায় মন সাময়িক আহত হতে পারে। সন্তানক্ষেত্র শুভ। এ বছর কারণে অকারণে ব্যয় বাড়বে অতিমাত্রায়। কারও সঙ্গে নতুন পরিচয়ে আনন্দিত হবেন। গৃহে আত্মীয় ও বন্ধু সমাগমে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। শত্রুদ্বারা ক্ষতির ভয় নেই।

মানসিক চাপ একটু থাকবে তবে বছরটা সার্বিক কাটবে স্বস্তিতে। স্বাস্থ্যে বড় কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নেই। আত্মীয়দের সঙ্গে সময়গুলো আনন্দেই কাটাবেন। বেড়াতে গিয়ে পায়ে আঘাত কিংবা মচকাতে পারে। হঠাৎ কোনও সংবাদে মনটা অস্থির হয়ে উঠতে পারে। কারও ভালবাসায় মন অভিভূত হয়ে উঠবে।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেমে প্রীতি ও আনন্দ বাড়বে। কাছাকাছি দুজনে মাঝে মধ্যেই কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। নতুন প্রেমের ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূলে। যারা নতুন প্রেমে পড়েছেন তাদের সময়টা আনন্দদায়ক।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

প্রতি শুক্রবার যে কোনও ভিখারিকে তৈরি করা খাবার একটু খেতে দিন। যেমন রুটি-তরকারি, পাউরুটি-আলুরদম, কচুরি-তরকারি ইত্যাদি। কিছু না পেলে দুটো মিষ্টি আর দক্ষিণা বাবদ যা মন চায় কিছু পয়সা দিন। সারা বছরের দুর্ভোগ অনেক কেটে যাবে।

সিংহ রাশি— পুরাণের মতে সিংহ রাশির মঘা নক্ষত্রের কালে রাজত্ব করেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। এই রাশিকে শাস্ত্রকারেরা নৃপতি বা রাজার স্থান হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যার জন্য সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা প্রভাবশালী লোকেদের সান্নিধ্যে আসার ইচ্ছা থাকে বেশি। নিজেকে পাঁচজনের মধ্যে যেমন আলাদা করে রাখতে চায় তেমনই শত দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে আত্মীয় পরিজনদের ভালোবাসে।

কোনও না কোনওভাবে এরা গর্বিত হতে চায়। এরা অভিমানী ও উচিতবক্তা। চট করে বাইরে প্রকাশ পায় না বটে, মন এদের দয়া-মায়া মমতাভরা ও কোমল। অন্যের প্রতি সহানুভূতি যথেষ্ট। এদের ন্যায্য, অপ্রিয় ও রূঢ় কথার জন্য শত্রুও কম হয় না।

এই রাশির অন্তরে বৈরাগ্যের স্থান নেই এতটুকুও। সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম ও অদম্য নেশায় মশগুল থাকে অন্তর। সৃষ্টির মাদকতা এদের নেই বললেই চলে। পরিচালন দক্ষতার জন্য সকলকে আত্মীয়তার সূত্রে সহজেই বাঁধতে পারে কিন্তু আত্মীয়দের অধিকাংশের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে ছেদ পড়ে।

সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়দের নিয়ে গর্ববোধ করে। মতের বিরুদ্ধে কোনও কথা হলে ধৈর্য নেই, সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ। ভালবাসা পাওয়ার আশা ও বাসনা তীব্র তবে ভাগ্যে জোটে কম। কোনওভাবে জুটলে তা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ও থাকে ষোলোআনা।

এই রাশির বিবাহ প্রায়ক্ষেত্রেই অন্যবর্ণে পরিচিতদের মধ্যে হয়ে থাকে।

বছরটা কেমন যাবে

এবছরের অধিকাংশ মাসের বেশির দিনগুলো বেশ স্বস্তিতেই কাটবে। শারীরিক আমেজে তেমন ঘাটতি পড়বে না। কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। বাড়িতে আত্মীয় ও বন্ধু সমাগমে আনন্দিত হবেন। স্বাস্থ্য সারা বছর মাঝে মধ্যে বিব্রত করবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে বছরটা শুভ। কর্মপ্রার্থীদের বছরটা আশার আলো দেখাতে পারে।

আর্থিক ক্ষেত্রে কোনও উদ্বিগ্নতার যোগ নেই। কোনও মূল্যবান দ্রব্য উপহার হিসাবে পেতে পারেন। দূরপাল্লার ভ্রমণে বাধা পড়তে পারে। খরচ বাড়লেও অর্থাগমে বাধা নেই। কোনও সুসংবাদে আনন্দিত হবেন। দেবালয়ে ভ্রমণ হবে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। কোনও বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের গৃহে একাধিকবার নিমন্ত্রিত হতে পারেন। নিকট কারও গৃহে মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠান যোগ দেওয়া, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পায়ে আঘাতের সম্ভাবনা।

কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও যোগাযোগে উৎসাহিত হবেন। এ বছর আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকবেন। সারা বছর গৃহে প্রায়ই আত্মীয় ও বন্ধু সমাগমে আনন্দিত হবেন। কারও সঙ্গে নতুন পরিচয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠবে।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের বছরের অধিকাংশ দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটবে। সারা বছর মাঝে মধ্যে কাছাকাছি ছোট ছোট ভ্রমণে বেরিয়ে সারাটা দিন সুন্দর অতিবাহিত হবে। ঘুরতে বেরিয়ে প্রায়ই কোনও মন্দিরে পৌঁছে যাবেন। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময়টা থাকবে অনুকূলে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

বাড়িতে নারায়ণের ছবি থাকলে ভাল, না থাকলে সংগ্রহ করে নিন। প্রতিদিন স্নান করে দুটো ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করে বেঁটা সমেত একটা তুলসী নারায়ণের চরণে দিয়ে প্রণাম করুন। সার্বিক অস্বস্তি অনেক কেটে যাবে।

কন্যা রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকাদের অধিকাংশেরই সৌম্যভাব প্রতিফলিত হয় মুখশ্রীতে। এদের সঙ্গে কথা বললে, দেখলে মনে হয় চপল,

গাম্ভীর্যের অভাব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সহজভাব ও সরলতার মধ্যে সব সময়েই হাঁটু গেড়ে বসে আছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আত্মসংযমতা। এদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা অতিমাত্রায়। উপস্থিত বুদ্ধি যথেষ্ট। নির্মল, নির্লোভ, কমনীয়তা এই রাশির চরিত্রের একটা অনবদ্য দিক। কণ্ঠস্বর মিষ্টি।

কন্যা রাশির মধ্যে রয়েছে একটা আলাদা মাধুর্যে ভরা আকর্ষণী শক্তি। ফলে পুরুষ বিপরীতভাবে নারী একে অপরকে আকর্ষণ করতে পারে সহজেই। এরা অত্যন্ত প্রেমকাতুরে। পারিবারিক জীবনে এদের প্রায়ই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ফলে বহির্মুখী মন কারও না কারও ভালবাসার উষ্ণ সান্নিধ্যে জড়িয়ে পড়ে। বিবাহের পূর্ব বা পরবর্তীকালে একাধিকবার প্রেম-প্রীতিতে প্রতারিত বা আঘাত পাওয়ার জন্যই যেন এদের জীবনে প্রেম আসে, এটাই যেন দস্তুর।

জীবনের প্রথমভাগে এদের স্বভাব থাকে অত্যন্ত কোমল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে লাউডগার মতো লকলকিয়ে বেড়ে যায় স্বার্থপরতা, সঙ্গে যুক্ত হয় কূটবুদ্ধি। নির্মল হৃদয় অনেকটাই কলুষিত হয়ে ওঠে পারিবারিক জীবনের সংঘাতে। বেশ খিটখিটে হয়ে ওঠে একটু বয়েসে। কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের মন উন্নত হলেও যে কোনও সময়ে নিম্নগামী হওয়াটাও যেন এদের বিধির লিখন। সংসারজীবনে কিছুটা উদাসীন। ফলে এদের পারিবারিক ক্ষেত্রকে নিজেই অসুখকর করে তোলে।

বছরটা কেমন যাবে

অসম্ভব ব্যয় বাড়বে এ বছর। মানসিক চাপ সামান্য কমলেও সাংসারিক ও আত্মীয়স্বজনদের চাপে বেশ বিব্রত থাকবেন। সারা বছর কারও না কারও ব্যবহারে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবেন। আত্মীয়তা বজায় রাখতে যথেষ্ট খরচা হবে তবে যাদের জন্য করা, তাদের মন পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমবে। ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ বাড়বে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। সৃষ্টিমূলক কর্মে নিযুক্তদের সময়টা শুভ হয়ে উঠবে। কম-বেশি আর্থিক উন্নতি হবে।

দূরপাল্লায় কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে গেলে পায়ে আঘাতের সম্ভাবনা। স্বজনদের কারও স্বাস্থ্য উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। শত্রুকে জয় করবেন। সারা বছর একের পর এক গৃহে অতিথি ও স্বজনদের আগমনে বিরক্ত হবেন। হঠাৎ দাঁত কিংবা পেটটা বেশ বিব্রত করতে পারে। খুব ভাল কোনও সংবাদে আনন্দিত হবেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি সুস্থই থাকবে। একাধিকবার আত্মীয়ের গৃহে শুভ কর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের এ বছর অধিকাংশ দিনগুলো কাটবে অভিমানজনিত অশান্তিতে। সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ দিনগুলোতে প্রায়ই মনের শান্তি নষ্ট হবে। সদ্য প্রেমে পড়াদের কাটবে প্রায়ই আনন্দে ও উপহারে। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের যোগাযোগের পক্ষে সময়টা শুভসূচক।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

মহালক্ষ্মীর ফোটো ঠাকুরের আসনে বৃহস্পতিবার রেখে প্রতিদিন স্নানের পর দুটো ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করে স্পর্শ প্রণাম করুন। সাংসারিক, মানসিক, শারীরিক ও সার্বিক অশেষ কল্যাণ হবে।

তুলা রাশি— ভগবান শুক্রাচার্যের আনন্দময় ধাম তুলা রাশি। এই রাশিতে অন্তরের প্রকাশ শক্তির বিস্তার নেই ফলে জাতক-জাতিকাদের মনোভাব বুঝে ওঠা কঠিন। মন ও স্বভাবের পরিবর্তন হতে পারে যে কোনও সময়ে। ভরা আবেগের রাশি হল তুলা।

দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে চলে জীবনপথে। জীবনকে আরও সুন্দর ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলতে সংঘাত এসে তা মরুময় করে তুলতে চায় কিন্তু ভগবান শুক্রাচার্যের আশীর্বাদপুষ্ট তুলা রাশির কর্মের উদ্যম নষ্ট হয় না কখনও। শুক্রের প্রভাবে একদিকে চলে ভোগৈশ্বর্যের প্রচেষ্টা, আর একদিকে অন্তরে শনির ত্যাগ ও দুঃখবাদের সংমিশ্রণ। ফলে সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনিত্য বলে বোধ হয়। এ দুয়ের টানাপোড়েনে এদের জীবনের কর্ম প্রায়ক্ষেত্রেই থেকে যায় অসম্পূর্ণ।

সুখের মধ্যে থেকে দুঃখের সন্ধান করায় আনন্দ নেই এতটুকু। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সুখের সন্ধান করাটাই যেন এই রাশির ধর্ম। জীবনের নানান অভিজ্ঞতায় মন এদের টইটম্বুর। এই রাশির জাতক-জাতিকারা হারতে শেখেনি। আপন প্রচেষ্টাবলে সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করে। সংগ্রামী জীবন এদের। শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও প্রতিষ্ঠিত হয় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুণে।

এরা শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক ও অধ্যাত্মবাদী হয়। ভ্রমণপিয়াসীও বটে। যে কোনও কাজ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে ভালবাসে। কখনও পরমুখাপেক্ষী হতে ভালবাসে না। অনেক সময় অসহ্যকেও সহ্য করে, মেনে নেয় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়।

পারদের মতো রাগ এদের ওঠানামা করে। রাগ অতিমাত্রায় চড়লে অত্যন্ত প্রীতির ও মধুর সম্পর্কে চিরকালের মতো ছেদ টানতে এতটুকুও কার্পণ্য নেই।

বছরটা কেমন যাবে

স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। একটা না একটা লেগেই থাকবে। মানসিক অস্থিরতা ও অশান্তি বেশ বিব্রত করবে। উটকো ঝামেলা আর ব্যয় বাড়বে অসম্ভব। পারিবারিক শান্তি নষ্টের সঙ্গে মতবিরোধ জনিত অশান্তিতে ভুগবেন। রাগ, জেদ ও অভিমান বেড়ে যাবে।

সারাটা বছর কাটবে নানান অস্বস্তিতে। মেজাজটা প্রায় সময়ই খিঁচড়ে থাকবে। ব্যয় বাড়বে তবে অর্থাগমও অব্যাহত থাকবে। কোনও গুণ ও কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। কর্মক্ষেত্র থাকবে স্বস্তিসূচক। অর্থাগম থাকবে অব্যাহত। বেশ কয়েকবার তীর্থে বেড়াতে যেতে পারেন। এ বছর বেশকিছু উপহার পাবেন যা মানসিক আনন্দ দেবে। বছরের অধিকাংশ সময় কোনও কাজে বেরিয়ে অকারণ ঘোরাঘুরি হতে পারে। নিজ কিংবা কোনও নিকট আত্মীয়ের গৃহে শুভ কর্মানুষ্ঠান হবে, যেতেও পারেন। কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। বাড়িতে আত্মীয় সমাগম কমবে।

শারীরিক ও মানসিক কারণে অধিকাংশ দিনগুলো

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম ১৯৫৫ সালের ৫ জানুয়ারি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়টা সার্বিক অশুভসূচক। উন্নয়নমূলক কোনও কাজে ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি হওয়া, এমনকী হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা বিব্রত করতে পারে। উক্ত সময়ের পর থেকে বিশেষ কোনও কাজের জন্য বহুমুখে প্রশংসিত হবেন। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিমূলক কর্মে অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নানান দাবি আদায়ের আন্দোলনে সাফল্যও আসবে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে শারীরিক অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি হবে। উদ্যম বাড়বে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা বাড়বে। এ জাতিকা সারাবছরই শত্রুকে জয় করবে।

শিল্পমন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়
জন্ম ১৯৫২ সালের ৬ অক্টোবর

শ্রদ্ধেয় শিল্পমন্ত্রীর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টা অনুকূলে ছিল না। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে এরকম অস্বস্তিকর সময়টা কাটিয়ে উঠবেন ধীরে ধীরে। শিল্পবিষয়ক তাঁর অধীনস্থ বিষয়গুলি ক্রমোত্তর যাবে উন্নতির পথে। নতুন শিল্প গড়ে ওঠার যোগ তাঁর নেতৃত্বে। জাতকের স্বাস্থ্য বিব্রত করবে। হার্টের সমস্যা থাকলে তা বেগ দিতে পারে। সতর্কতা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা (আমেরিকা)
জন্ম ১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট

শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট ওবামার সার্বিক সময়টা ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে বিশেষ অনুকূলে। তাঁর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত দেশের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হবে। কোনও বিশেষ ব্যাপারে তাঁর মতামত ও পদক্ষেপ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিতে পারে.। দেশ গবেষণামূলক কর্মে এ বছর সাফল্যের উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছবে। উগ্রপন্থী দমনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান থাকবে যথেষ্ট। সম্মান ও যশ থাকবে অক্ষুণ্ণ হয়ে। শারীরিক সুস্থতায় ঘাটতি থাকবে না।

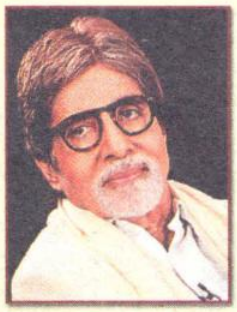

অমিতাভ বচ্চন (অভিনেতা)
জন্ম ১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর

অসাধারণ যশোভাগ্যযুক্ত চলচ্চিত্র শিল্পী শ্রদ্ধেয় অমিতাভজি এ বছর দেশে ও বিদেশে শিল্পীজীবনের সুবাদে একাধিকবার সম্মানিত ও অভাবনীয় কোনও পুরস্কারে অলংকৃত হতে পারেন। ২০১৩ সালে তাঁর অভিনীত কোনও ছবি রিলিজ হলে তা প্রশংসিত ও আলোড়িত হবে। তবে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক ও যত্নতৎপর থাকতে হবে। কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি এবং অস্ত্রোপচার সম্ভাবনা প্রবল। মোটের ওপর স্বাস্থ্যের পক্ষে সময়টা শুভ নয়।

মলিন হয়ে উঠতে পারে। বছরের অধিকাংশ সময়ে কারও না কারও সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে মনের শান্তিটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অতিমাত্রায়। কোনও নতুন পরিচিতি আনন্দ দেবে। কোনও সুসংবাদ পেতে পারেন। অপ্রত্যাশিত কোনও দ্রব্য অথবা অর্থলাভের যোগ। কিছু অর্থক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের অধিকাংশ দিনগুলো কাটবে অশান্তিতে। মতবিরোধ জনিত অশান্তিতে ভুগতে পারেন। দুজনে মাঝে মধ্যে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। এ বছর অনেক দিনই শারীরিক ও মানসিক কারণে কথা দিয়ে কথা রক্ষায় বাধা পড়তে পারে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

মেষ রাশিতে উল্লেখ করা প্রতিকারটা করুন। সঙ্গে আর একটা করতে পারলে ভাল হয়। প্রতিদিন যে কোনও খাবার একটু কুকুরকে খেতে দিন। মাঝে মাঝে কুকুর খাবে না। একটা কুকুর না খেলে আর একটাকে দিন। অনেক ভোগান্তি কেটে যাবে।

বৃশ্চিক রাশি— একগুঁয়ে মনোভাবাপন্ন এই রাশির জাতক-জাতিকারা অধীর, অস্থির, ক্রোধী, স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর হয়। সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মনের বিকাশ বৃশ্চিকে না থাকায় মনে উদারতার প্রকাশ কম। যোগ্যতা থাক বা না থাক, অহংকারকে আশ্রয় করে চলাই যেন মজ্জাগত অভ্যাস। নিজের মনের পরিতৃপ্তির জন্য, অন্যের ভাললাগা না লাগার তোয়াক্কা না করে এরা আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ। এদের আধ্যাত্মিকতাও ভণ্ডামি মিশ্রিত।

এই রাশির জিজ্ঞাসু মন পারলৌকিক জ্ঞানলাভের জন্য সাংসারিক পরিবেশে থেকেও বিচরণ করে অনেক উর্ধ্বে। জীবনের ব্যর্থতা বা অসফলতার মধ্যেও এরা খুঁজে নিতে চেষ্টা করে আধ্যাত্মিকতা, বেছে নিতে পারে একেবারে দীনভাবে জীবনযাপন।

সাংসারিক জীবনে এদের সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলা প্রায়ই কষ্টকর হয়ে পড়ে। জাতিকাদের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক থাকে না। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের ক্ষতি করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যৌবনে জাতক নারীর প্রতি, বিপরীতভাবে জাতিকারা পুরুষের প্রতি প্রায়ই অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে। রাশির উপরে কোনও শুভ গ্রহের প্রভাব থাকলে জীবন ন্যায়নিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুখ ও আনন্দময় হয় সংসারজীবন।

বছরটা কেমন যাবে

বৃশ্চিক সারা বছর অসম্ভব ব্যয়বৃদ্ধির চাপে মন অস্থির হয়ে উঠবে। যে খরচের কথা ভাবেননি, এমন খরচও হয়ে যাবে নির্বিচারে। শারীরিক অস্বস্তি একটা থাকবে তবে চলাফেরায়, কাজকর্মে তেমন অসুবিধে হবে না। কর্মক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সময়টা চলবে উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে দিয়ে তবুও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে। পেশায় নিযুক্ত ও চাকরিজীবীদের কর্মজীবনে মনের কোনও স্বস্তি থাকবে না। তবে তা সত্ত্বেও আর্থিক অবস্থার কোনও হেরফের হবে না। যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

স্বজনদের কারও স্বাস্থ্য মানসিক অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। আত্মীয়দের কারও ব্যবহার মনকে ভারাক্রান্ত করবে। দূরপাল্লায় কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। বিভিন্ন দেবালয়ে একাধিকবার ভ্রমণ হবে। পারিবারিক ও মানসিক চাপ একটা থাকবে, তবুও দিনগুলো ভালই কাটবে। শত্রুতার সম্মুখীন হবে। দোষ না করলেও সমালোচিত হবেন। বন্ধুদের বিরূপতা মনকে আহত করতে পারে। গৃহে কোনও মাঙ্গলিক কর্ম অথবা শুভ সংবাদ পেতে পারেন।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিনগুলো কাটবে কখনও সামান্য অশান্তি, কখনও বেশ মানসিক আনন্দে। উভয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই কোনও পুরনো দিনের মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারেন। অধিকাংশ দিনে একের কথা অন্যের মনের মতো না হওয়ার সম্ভাবনা।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

হনুমানজির ফোটো সংগ্রহ করে ঘরে ঠাকুরের সিংহাসনে রাখুন। প্রতিদিন স্নানের পর দুটো ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করে একটা জবা, না পেলে যে কোনও লাল ফুল চরণে দিয়ে তিনবার স্পর্শ প্রণাম করলেই হবে। সারা বছরের অনেক অশান্তি, দুর্ভোগ কেটে যাবে।

ধনু রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকারা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়। নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করতে আগ্রহী। এরা কোনও বিষয়ই গ্রাহ্য করতে চায় না ঠিকমতো যুক্তি, প্রমাণ না পেলে। অল্প খরচে, খাটনি কমে লাভ বেশি, সেদিকের সেই কাজেই ঝোঁক বেশি এদের। শারীরিক পরিশ্রমের তুলনায় মাথা খাটাবার কাজে আগ্রহী।

যোগ্যতার তুলনায় সবসময়েই কর্ম ও জ্ঞানকে ভিত্তি করে প্রচ্ছন্ন অহংকার একটা থাকে এই রাশির। এরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সন্দিগ্ধ ও সন্দেহমনা তাই কর্ম ও পারিবারিক জীবনে নিজে শান্তি পায় না, অন্যের শান্তি নষ্টের কারণ হয়। তমোগুণ সুপ্ত থাকে, উপ্ত হয়ে প্রকাশ লাভ করে না। জাতক উচ্চবর্ণের হলে বিবাহ প্রায়ই এদের পরিচিতের মধ্যে নীচবর্ণে।

যৌবনের প্রথম অবস্থায় চরিত্র প্রায়ই নির্মল থাকে না। নেশাচ্ছন্নের মতো অন্তরে সব সময়েই নারীভোগের স্পৃহা। বিবাহের পরবর্তীকালে জাতকের জীবনে একাধিকবার প্রণয়ীর প্রভাব ও নারীদেহের স্বাদ উপভোগ করা অস্বাভাবিক নয়। ধনু রাশির জাতকের প্রকৃত মন ও চরিত্রের সন্ধান স্ত্রী সারাজীবনেও পায় না।

ধনু রাশির জাতকের পত্নী গভীরভাবে কর্তব্যপরায়ণা হয় অথচ জাতকরা পত্নীর সার্বিক বিষয়ে থাকে যথেষ্ট উদাসীন।

বছরটা কেমন যাবে

বছরের বেশির ভাগ দিনগুলো মোটামুটি আনন্দেই কাটবে। স্বাস্থ্য সুস্থ থাকবে। ব্যয়চাপ থাকলেও অর্থাগমে ঘাটতি হবে না। গৃহে অতিথি ও স্বজনদের সমাগম অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার একটু বাড়তে পারে। কাছাকাছি কোনও দেবালয়ে একাধিকবার যেতে পারেন। কর্মজীবনে যোগাযোগ বাড়বে। কোনও গুণের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কর্মলাভের ক্ষেত্রে সময়টা

খানিকটা অনুকূলে।

সাংসারিক চাপ খানিকটা কমবে। অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থাগম হবে। একটু বেশি দামের উপহার পেতে পারেন। দূরপাল্লায় ভ্রমণে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ থাকবে অনুকূলে। সন্তানদের কারও স্বাস্থ্য বিব্রত করবে। এবছর কোথাও একাধিক দিন আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন। কোনও পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। শত্রুরা বশে থাকবে। হাত থেকে পড়ে কোনও ভাল জিনিস ভাঙার জন্য সাময়িক মনটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা।

বছরের অধিকাংশ সময় জাতক-জাতিকাদের মানসিক চাপ ও অস্থিরতা কিছু থাকবে, তবে আর্থিক, সাংসারিক ও অন্যান্য দিক থেকে স্বস্তি থাকবে যথেষ্ট। স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। মাঝে মধ্যে গৃহে আত্মীয় ও বন্ধু সমাগম মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি করবে।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের বছরটা বেশ আনন্দেই কাটবে। একে অপরকে দেওয়া উপহারগুলো মনের মতো হবে। অধিকাংশ দিনগুলোতে প্রীতি ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। বেড়ানোর সময় অর্থ কিংবা কোনও জিনিস হারাতে পারে। নতুন প্রেমের ক্ষেত্রে উৎসাহবর্ধক ও অনুকূল সময়। অগ্রসর হওয়া যায়।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

মিথুন রাশিতে বলা প্রতিকারটা করলে সার্বিক কল্যাণ তো হবেই, অনেক বিপদ-আপদ ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবেন আশ্চর্যজনকভাবে।

মকর রাশি— এই রাশির জাতক-জাতিকাদের পরিশ্রমে কার্পণ্য নেই, বিমুখও হয় না কখনও, এরা অধ্যবসায়ী। নিজের স্বাধীন চিন্তা ও পরিকল্পনামাফিক কাজ করে। হাজার সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করতে এ রাশির যেন বিকল্প নেই। কোনওভাবেই দমে যাওয়ার নয়। এদের মন ও মত, কর্মচিন্তা ও পদ্ধতি, সামাজিকতা, স্নেহ, ভালবাসা ও প্রীতি সাধারণের তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের। মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী। কৃপণ নয় তবে অত্যন্ত সতর্ক থাকে খরচ সম্পর্কে।

এরা বড় দুঃখিত হয় অন্যের দুঃখে। প্রায় ক্ষেত্রেই ঘোর সংসারী হয়, উদাসীন খুব কম ক্ষেত্রে। মাঝে মধ্যে এদের নির্লজ্জতা অন্যের কাছে নিজেকে ছোটমনের প্রতিপন্ন করে তোলে। এরা নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে, প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুঃখকে জয় করার ক্ষমতা যেন জন্মগত, যা সযত্নে নিহিত আছে এদের আত্মশক্তিতে, বিলাসে। প্রমত্তের চেয়ে এরা একেবারেই সাধারণ জীবনযাপনের পক্ষপাতী। এই রাশির বাইরের আবেদন ও আকর্ষণ বড্ড বেশি। সহজভাবে কোনও নারী বা পুরুষ যদি এদের জীবনে এসে ধরা দেয়, তবে তাকে প্রায়ই উপেক্ষা করতে পারে না। বিবাহিত জীবনে মন এদের অধিকাংশ সময়েই কোনও না কোনও কারণে থাকে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে। স্বামী মনমতো হয় না স্ত্রীর, আবার স্ত্রীও হয় না স্বামীর মনের মতো। ফলে অনেকক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে আদর্শগত বনিবনার অভাবে আইনের পথ বেছে নেওয়া ছাড়া এদের অন্য পথ যেন আর খোলা থাকে না।

বছরটা কেমন কাটবে

এবছর কোনও আত্মীয়দের কাছ থেকে ভাল উপহার পাবেন। কাছাকাছি কোথাও না কোথাও একাধিকবার বেড়াতে যেতে পারেন। বিবাহিতদের পারিবারিক অশান্তি মানসিক শান্তির অন্তরায় হবে। শারীরিক আমেজ ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। অর্থভাগ্যের তেমন কোনও হেরফের না হলেও কিছু উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে কম-বেশি যোগাযোগ বাড়বে। চাকরিজীবীদের সুনাম বৃদ্ধিযোগ।

সন্তানদের কাউকে নিয়ে বেশ অশান্তি ভোগ করতে পারেন। অনেকবারই কোনও আত্মীয় কিংবা বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হবেন। আঘাত বা কাটাছেঁড়ার যোগ। কথা কাটাকাটি বা বাদানুবাদে জড়িয়ে মনের শান্তিটা নষ্ট হবে। সপরিবার কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানেও পরিবারের কাউকে নিয়ে অশান্তি ভোগ করবেন। অনিচ্ছায় দেবালয় ভ্রমণযোগ। শত্রুতা করে কেউই ক্ষতিসাধনে সমর্থ হবে না। মোটের উপর মকর রাশির সার্বিক তেমন আমেজ নষ্ট হবে বলে মনে হয় না। সন্তান ছাড়া পরিবারের অন্যদের নিয়ে মনের সুখ থাকবে। আত্মীয় ও বন্ধুদের কারও মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের সময়টা কাটবে সাধারণভাবে। মাঝে মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি, আবার কখনও প্রীতি ও আন্তরিকতায় ভরে উঠবে মন। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময়টা অনুকূলে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

প্রতি শনিবার যে কোনও শনি মন্দিরে সাদা বাতাসা, সাদা ফুলের মালা আর দক্ষিণা দিয়ে পুজো দিন। মালায় রঙিন ফুলের লকেট থাকলে বাদ দেবেন। এতে সারা বছরের দুর্ভোগ কাটবে।

কুম্ভ রাশি— শনিদেবের আনন্দস্থান বলা হয়ে থাকে কুম্ভ রাশিকে। সাংসারিক জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মানুষ যেমন দুঃখকে জয় করে পরমানন্দ লাভ করে, তেমনই অফুরন্ত আনন্দভাবে ভরপুর এই রাশি। শনিকে দাস বলা হয়েছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। শনিদেবের সেই দাসভাবের মুক্তি বা অবসান ঘটেছে এখানে। এ দাসের দেহ আছে তবে দেহের প্রতি এতটুকুও যত্ন নেই, আছে এক নিস্পৃহ উদাসীনতা, পূর্ণ সংযমতা, বৈরাগ্যের অনাবিল উদারনিষ্ঠতা। সংসারে ভোগের প্রতি নিস্পৃহতায় অনেকসময় অধ্যাত্মজীবন যাপনে ইচ্ছুক হয় এরা।

কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রায়ই দেখা গিয়েছে বিবাহের পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় পরবর্তী জীবনে অনেক বেশি আত্মসংযমতা। অনেকক্ষেত্রে সৃষ্টির আদিমতম চাহিদাকে বিবাহোত্তর জীবন অস্বীকার করতে চায়। সেই জন্য এই রাশির সাংসারিক জীবনে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বেশি।

দাম্পত্যজীবনে সংযমতার প্রয়াসী। রাশির উপরে অশুভ গ্রহের প্রভাব থাকলে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটে এদের চরিত্রে। ভোগের স্পৃহা তখন এমন দুর্দমনীয় হয়, যে কোনও নিম্নস্তরের কাজ করতে অন্তরে এতটুকুও হেলদোল হয় না। শুভ গ্রহাশ্রিত হলে কুম্ভ রাশির জাতকের অন্তরে জন্ম নেয় আধ্যাত্মিকতা, বিকাশ ঘটে পরিপূর্ণ জ্ঞানের। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় অধ্যাত্মচেতনা। স্ত্রীও মেনে নেয় জাতকের আদর্শ।

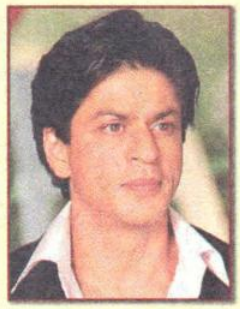

শাহরুখ খান (অভিনেতা)
জন্ম ১৯৬৫ সালের ২ নভেম্বর

বিগত দু'বছর ২০১১, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে শাহরুখজির কর্মজীবন ও অর্থভাগ্য থেকে শুরু করে সার্বিক অবস্থা যাবে অনেক উন্নতির দিকে। তাঁর অভিনীত কোনও ছবি রিলিজ হলে তা যথেষ্ট জনচিত্ত জয় করবে। শিল্পগুণের জন্য সংবর্ধিত ও পুরস্কৃত, বিদেশেও সম্মানিত হওয়ার যোগ প্রবল। জাতকের স্বাস্থ্য ভালই যাবে। পূর্বের কোনও আশা কিংবা বর্তমানের কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

অভিষেক বচ্চন (অভিনেতা)
জন্ম ১৯৭৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি

২০১৩ সালটা অভিষেকজির পক্ষে তেমন আনন্দবহ হবে না। এ বছরে রিলিজ হওয়া ছবিগুলি তেমন বাজার পাবে না। অভিনয়ের অধিকাংশ অংশই হবে মোটা দাগের। অভিনয় জীবনে এ বছর সম্মান ও খ্যাতি অনেকটা তলানিতে গিয়ে ঠেকতে পারে। মোটের ওপর বছরটা কাটবে শিল্পীজীবনে একটা অস্বস্তিকর অবস্থায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে সময়টা থাকবে স্বস্তিকর।

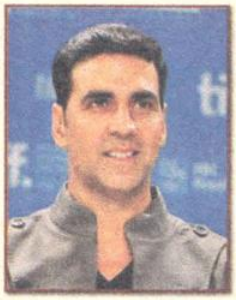

অক্ষয়কুমার (অভিনেতা)

জন্ম ১৯৬৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর

বছরটা অক্ষয়কুমারের পক্ষে শুভসূচক। কর্মজীবনে সম্মান ও যশ বৃদ্ধি পাবে। কোনও নতুন ছবি রিলিজ হলে তা বাজার পাবে বেশ ভালরকম। দর্শকরা তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু পাবে। মুম্বই চলচ্চিত্র জগৎ কিংবা সরকারি তরফ থেকে কোনও সম্মানসূচক পুরস্কার আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালই চলবে।

মাধুরী দীক্ষিত (অভিনেত্রী)

জন্ম ১৯৬৭ সালের ১৫ মে

কোনও পূর্ব পরিকল্পনা এ বছর বাস্তবায়িত হবে। শিল্পজগতে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল। এ বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে তাঁর মাধ্যমে। কোনও নতুন বিষয় উপস্থাপিত হতে পারে যা দর্শকসমাজে দারুণভাবে প্রশংসিত হওয়ার যোগ বর্তমান। স্বাস্থ্যের পক্ষে সময়টা স্বস্তির।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (অভিনেত্রী)

জন্ম ১৯৮২ সালের ১৮ জুলাই

২০১৩ সালটা প্রিয়াঙ্কাজির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এ বছর যে ছবিগুলি রিলিজ হবে সেগুলি যথেষ্ট বাজার পাবে। একই সঙ্গে খ্যাতি ও সম্মান বাড়বে। কোনও পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা তাঁর শিল্পীজীবনে বিশেষ দক্ষতার জন্য। স্বাস্থ্য ভাল যাবে।

জাতিকার এ যোগে জন্ম হলে ঈশ্বর-ভক্তিপরায়ণা হয়। সুখের হয় বিবাহিত জীবন। এর অন্যথায় দাম্পত্যজীবন ভরপুর হয়ে ওঠে অশান্তিতে।

দম্ভ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের চরিত্রবিরুদ্ধ। এগুলির আবির্ভাব ঘটলেই বুঝতে হবে এদের জীবনপ্রবাহ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্ভোগময় জীবনের পথে।

বছরটা কেমন কাটবে

আর্থিক সচ্ছলতায় কাটলেও বছরটা মানসিক স্বস্তিতে কাটবে না। একটা না একটা সামান্য ছোটখাটো কারণে মনটা প্রায়ই খিঁচিয়ে থাকবে। নিকট কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে প্রায়ই মতবিরোধ জনিত অশান্তিতে ভুগবেন। স্বাস্থ্যটাও বেশ বিব্রত করবে সারা বছর। কর্মক্ষেত্র গতবছরের তুলনায় অনেকটা উন্নতির দিকে যাবে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের। পেশায় নিযুক্তরাও অনেকটা এগোবেন। কম-বেশি আর্থিক যোগাযোগ বাড়বে। শত্রুতাও অনেক কমবে।

গৃহে স্বজনের আগমনটাও মানসিক অস্বস্তির কারণ হবে। কোনও পরিচিতের গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। উটকো ঝামেলা আর অযথা ব্যয় বাড়বে। স্বজনদের কারও স্বাস্থ্যের কারণে মানসিক প্রসন্নতা নষ্ট হতে পারে। দূরপাল্লায় দেবালয় ভ্রমণযোগ। অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের সম্ভাবনা। কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। কোনও সুসংবাদে পুলকিত হওয়ার যোগ। সাংসারিক ও মানসিক অশান্তিটা সারা বছর থেকে যাবে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। কোনও বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের গৃহে একাধিক দিন নিমন্ত্রিত হয়ে ভূরিভোজে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন। বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যোগ।

প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে সময়টা মাঝে মধ্যেই বেশ আনন্দদায়ক, আবার কখনও অশান্তিতে মানসিক আনন্দটাই নষ্ট হবে। এইভাবেই কাটবে অধিকাংশ দিনগুলো তবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রীতি ও আন্তরিকতায় এতটুকুও টোল খাবে না। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময়টা এ বছর অনুকূলেই থাকবে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

কুম্ভ যে কোনও দুর্গামন্দিরে লাল অথবা হলুদ ফুল দিয়ে পুজো দিন প্রতি বৃহস্পতিবার। সারা বছরের দুর্ভোগ অনেকটাই কেটে যাবে। কাজটা মন্দিরে করতে পারলে ভাল। মন্দির একান্ত না পেলে বাড়িতে ফোটোয় দিন।

মীন রাশি— দেবগণের ঋষি অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি। জ্ঞানযোগী বৃহস্পতির আপনক্ষেত্র এবং কর্মযোগী ভোগবাদী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের তুঙ্গক্ষেত্র মীন রাশি। তাই মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের মধ্যে রয়েছে সত্যের পরিচয়, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আদর্শবাদের বলিষ্ঠ প্রকাশ। আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে এরা চিরন্তন করে রাখতে চায় মনের প্রতিটা স্তরে।

দৈত্যগুরু অন্যদিকে শিক্ষা দিয়েছেন কর্মের মধ্যে দিয়ে লাভ করতে হবে ত্যাগকে। ভোগবাদকে অস্বীকার করে কিছুতেই লাভ করা যায় না ত্যাগবাদকে। চাই ভোগ, সৃষ্টি, আনন্দ, দৈহিক পরিতৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়সুখ। সত্ত্ব ও রজোগুণের এই বিকাশই প্রস্ফুটিত হয়েছে মীন রাশির জাতক-জাতিকার মধ্যে। ধর্ম শুধুমাত্র ত্যাগের নয়, ভোগেরও অধিকার রয়েছে পূর্ণমাত্রায়।

এই রাশি জন্মকুণ্ডলীতে পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হলে সমস্ত সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভোগের জন্য ব্যাকুল মন খুঁজে পায় না তার প্রকৃত চরিত্রকে। রাশির উপরে শুভ গ্রহের প্রভাব থাকলে জাতক-জাতিকাদের মন, চরিত্র, সংসার-জীবন ও অন্যান্য সার্থক, সুন্দর হয়ে ওঠে সবদিক থেকে।

এই রাশির জাতক-জাতিকারা যথেষ্ট সংযমী। জীবন স্বাভাবিকভাবেই সুখের হয়ে থাকে। মূল জন্মকুণ্ডলীতে বিভিন্নভাবে গ্রহের অবস্থান অশুভ অবস্থায় থাকলে এরা সংসারজীবনে বড় দুঃখী হয়। দাম্পত্যজীবনে সমস্যাটাই দেখা দেয় বেশি করে। প্রায়ই জাতক অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠে। স্ত্রীর আদর্শের সঙ্গে জাতকের মতাদর্শের বড় একটা মিল হয় না। চরিত্রে আত্মগর্ব, কর্ম ও জ্ঞানের একটা দম্ভ থাকে প্রচ্ছন্নভাবে। জাতকরা প্রায় ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে বুদ্ধিহীন মনে করে।

বছরটা কেমন কাটবে

মীন স্বাস্থ্যটা মাঝে মধ্যেই আমেজ নষ্ট করবে। আর্থিক অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। যেমন চলছিল তেমনই চলবে। দূরপাল্লায় কোথাও বেড়াতে যাবেন। অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থ নষ্ট অথবা দ্রব্যক্ষতি হতে পারে। পরিবারে কোনও ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে মতবিরোধ জনিত অশান্তির কারণে মনটা বেশ কিছুদিন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। কারও ব্যবহার দীর্ঘকালীন মনের অস্বস্তির কারণ হবে।

কর্মজীবনে লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তন হবে না। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় উদ্বেগ একটা চলতে থাকবে। কোনও ঝুঁকির কাজে না যাওয়াই ভাল, অর্থক্ষতি হবে। গৃহে আত্মীয় ও বন্ধু সমাগম আনন্দের সঙ্গে বিরক্তিও বাড়াবে। কোনও নিকট আত্মীয় বিরোধ অথবা বিচ্ছেদ সম্ভাবনা। কোনও সুহৃদ ব্যক্তি বা মহিলার বিশেষ সহায়তালাভ হবে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। গুরুলাভের পক্ষে অনুকূল সময় চলছে। আত্মীয়দের কারও স্বাস্থ্য উদ্বেগ বাড়াতে পারে। ব্যয়

ক্যাটরিনা কাইফ (অভিনেত্রী)
জন্ম ১৯৮৪ সালের ১৬ জুলাই

জাতিকার ২০১৩ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কর্মজীবনে সম্মান ও যশ বাড়বে। তাঁর অভিনীত কোনও ছবি ব্যাপক আলোড়িত হবে। আগামী মার্চ থেকে ক্রমোত্তর সম্মান বৃদ্ধি হতে থাকবে। অভিনয়-দক্ষতার গুণে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হওয়ার যোগ। দেহ ও মনের পক্ষে সময়টা অনেকটাই স্বস্তিসূচক।

সোনাক্ষী সিনহা (অভিনেত্রী)
জন্ম ১৯৮৭ সালের ২ জুন

এ বছর বহু ছবির যোগাযোগ আসবে। স্বাক্ষরও করতে হবে অনেক ছবিতে। গতবছরের তুলনায় শিল্পজগতে অনেকটাই অগ্রগতি হবে। যে ছবিগুলি রিলিজ হবে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করবে। পূর্বের তুলনায় সম্মান ও খ্যাতি এ বছর অনেকটাই বেড়ে যাবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে সময়টা শুভসূচক।

বিদ্যা বালান (অভিনেত্রী)
জন্ম ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি

২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে বিদ্যাজি যে সময় অতিবাহিত করবেন, তা অত্যন্ত সুখকর। উক্ত সময়ের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সিনেমা জগতে যথেষ্ট অগ্রসর হবেন। বাড়বে সম্মান, যশ। ছবিতে কোনও বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হবেন। শিল্পজগতে আসন অনেকটাই পোক্ত হবে।

দীপিকা পাড়ুকোন (অভিনেত্রী)
জন্ম ১৯৮৬ সালের ৫ জানুয়ারি

২০১৩ মার্চ থেকে কর্মজীবন থেকে শুরু করে সার্বিক অবস্থার ক্রমোত্তর উন্নতি হবে এবং তাঁর অভিনীত কোনও ছবি রিলিজ হলে তা দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। মোটের ওপর চলচ্চিত্র জগতে দীপিকাজির এ বছর বিশেষ উত্থানের সঙ্গে শিল্পগুণের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা)
জন্ম ১৯৬২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে খ্যাতিমান শিল্পী প্রসেনজিৎ-এর এ বছরটা বেশ রমরমা চলবে। কোনও ছবি রিলিজ হলে তা ভূয়সী প্রশংসালাভ করবে। সম্মান ও যশের পক্ষে ২০১৩ সালটা জাতকের পক্ষে যথেষ্টই বলা যায়। ছবির শুটিং চলাকালীন পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। সতর্কতা প্রয়োজন।

দেব (অভিনেতা)
জন্ম ১৯৮২ সালের ২৫ ডিসেম্বর

শিল্পীজীবনে এ বছর অনেকটাই অগ্রগতি হবে। এ বছর রিলিজ হওয়া ছবিগুলি যথেষ্ট বাজার পাবে। অভিনয় দক্ষতা আগের তুলনায় বাড়বে। সম্মানের সঙ্গে অর্থাগমও হবে যথেষ্ট। দর্শকমুখে ভীষণভাবে প্রশংসিত হবেন। অভিনয়কালীন সতর্কতা প্রয়োজন। দেহে বড় আঘাতের সম্ভাবনা।

জিৎ (অভিনেতা)
জন্ম ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে জিৎ-এর পরিসর এখন অনেকটা। এ বছর পরিসরটা আরও অনেক অ-নে-ক বেড়ে যাবে। শিল্পীজীবনে ও জগতে সম্মান, যশ ও খ্যাতি বাড়বে। যে ছবিগুলি ২০১৩-তে রিলিজ হবে তা অভিনয় গুণে শহর কলকাতা ছাড়াও গাঁয়ে-গঞ্জে আলোড়ন তুলবে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে।

কোয়েল মল্লিক (অভিনেত্রী)
জন্ম ১৯৮২ সালের ২৮ এপ্রিল

জ্যোতিষ মতে গতবছরটা (২০১২) ভালই গিয়েছে। এ বছর (২০১৩) অভিনয় জগতে অগ্রগতি হবে অনেকটাই। কর্মজীবনে সুখ্যাতির মাত্রা বাড়বে। কোনও ছবি রিলিজ হলে তা অভিনয় দক্ষতার গুণে দর্শকমহলে সমাদৃত হবে। যথেষ্ট অর্থাগমও হবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই থাকবে।

বাড়বে অসম্ভব। স্বজনদের কারও বিশেষ সহায়তালাভ হবে। কারও মাধ্যমে এ বছর কোনও মূল্যবান দ্রব্যলাভের সম্ভাবনা। পায়ে আঘাত লাগার যোগ। শত্রুদ্বারা ক্ষতির ভয় নেই।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিনগুলো কাটবে না খুব মিঠে, না খুব কড়ায়। মাঝে মধ্যেই অভিমানজনিত অশান্তিতে সাময়িক কথা বন্ধ হতে পারে। কোনও ভাল উপহার মনকে আনন্দ দেবে। এ বছর হঠাৎ হঠাৎ দেবালয় ভ্রমণ যোগ। নতুন প্রেমে ইচ্ছুকদের সময়টা থাকবে প্রতিকূলে।

কী করলে একটু ভাল থাকবেন

মীন কামাখ্যা মায়ের ছবি থাকলে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ৯টা জবা চরণে দিয়ে তিনবার স্পর্শ প্রণাম করলেই হবে। প্রতিদিন দুটো ধূপকাঠি দিয়ে আরতিও করবেন। ⌘⌘

এখানে রাশি অনুসারে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং যে রাশিফল লেখা হল তা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক। সুতরাং ফলাফলগুলি হুবহু মিলবে এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল সত্য তা মনে করার কোনও কারণ নেই। রাশি অনুসারে যে প্রতিকারগুলো করা হয়েছে তা এক বছরের জন্য। ইচ্ছা হলে প্রতিকারগুলো করতে পারেন, এতে লাভ কিছু হোক বা না হোক, ক্ষতি তো কিছু হবে না।

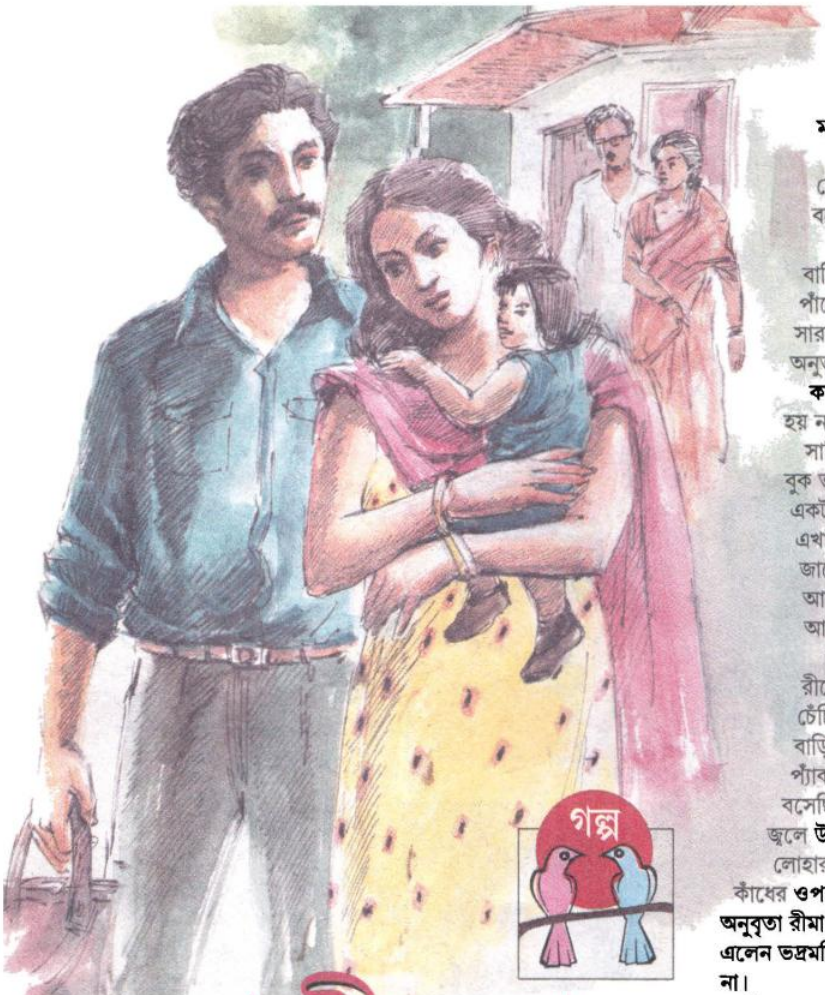

গল্প

আত্মীয়তা

শুচিস্মিতা লাহিড়ি

রিকশোটা প্যাঁক প্যাঁক করে জোরে হর্ন দিতে দিতে এগোচ্ছিল। চারপাশে একটা ছোটখাটো যানজট তৈরি হয়েছে। রিকশো, সাইকেল, মোটরবাইক, অটো, স্কুটার— সব জট পাকিয়ে গেছে। রাত সাড়ে আটটা মতো বাজে। পুজোর আগটায় বাতাসে একটু ঠান্ডা ভাব। কুয়াশার হাল্কা চাদরে ঢাকা পড়তে চলেছে ছোট্ট শহরটা। রিকশোটা কোনও মতে পাশ কাটিয়ে বাঁদিকে মোড় নিতেই রীমা রীতেশের শার্টের হাতাটা ধরে টানল— অ্যাই আমার কেমন লজ্জা লজ্জা করছে দুম করে তোমার পিসতুতো দিদির বাড়িতে উঠতে। আজকালকার দিনে এমন না জানিয়ে কারও বাড়িতে ওঠা যায়। যাঃ এটা ঠিক হল না। তার চেয়ে একটা হোটেলে ফোটেলে উঠলেই হত। পরে না হয় বেড়াতে যেতাম। তার ওপর তোমার দিদির নতুন ফোন নম্বরও জানো না।

বুন্নি ঘুমিয়ে কাদা। রীতেশ ওকে কোলের মধ্যে ঠিক করে টেনে নিতে নিতে হেসে উঠল হা হা করে। যেন এক দমক ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিল রীমার খড়কুটো সংকোচকে। রীতেশ অভয়দানের ভঙ্গিতে বউকে বলল— তুমি তো তপুদিকে দ্যাখোনি। অমন মানুষ হয় না। তপুদি আর অভয়দা প্রচণ্ড মানুষজন ভালবাসে। তপুদির কোনও ভাইবোন নেই বলে আমাকেই ওর ছোটভাইয়ের মতো স্নেহ করে। একবার চলো তো, গিয়েই দেখতে পাবে। না হলে ফিরে যাব। না দেখলে কি কিছু চেনা যায় ম্যাডাম!

রীমার গালে আলতো করে হাত ছোঁয়াল রীতেশ। রীমা ঠোঁট ওল্টাল। হুঁঃ! দেখাই যাক তোমার দিদির আতিথেয়তার বহর।

ওদের ট্রেনটা একটু লেট ছিল। আটটার মধ্যে তপুদিদের বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। কলকাতা থেকে ট্রেনে ঘণ্টা পাঁচেকের জার্নি। মেদিনীপুরের ছোট্ট স্টেশনটায় নামার পর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ পরশ যেন হাত বুলিয়ে দিল। এমনটাই অনুভূত হল রীমার।

কলকাতার বাইরে আশেপাশের জেলায় আমার তেমন সুযোগ হয় না। স্টেশনে পা রেখে ভাললাগায় ভরে গেছিল বুকটা।

সারি সারি গাছ, কুয়াশা ভেজা বাতাস শিউলির গন্ধ ছড়াচ্ছে। বুক ভরে সুগন্ধী বাতাস টেনে নিয়েছিল। ঘুমন্ত বুন্নির মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে দিয়ে নিজেও আঁচল টেনেছিল বড় করে। এখানকার বাতাসে এখনই ঠান্ডা ভাব লেগেছে। ও ভাবছিল কে জানে কেমন হবে রীতেশের পিসতুতো দিদি মানুষটা! রীমা আবার রি-অ্যাক্ট করে তাড়াতাড়ি। ভাল ব্যবহারে যেমন সহজে আপ্লুত হয়, খারাপে মুষড়ে পড়তেও সময় লাগে না।

রীমা বোধহয় একটু অন্য ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল। রীতেশের গলার আওয়াজে চমক ভাঙল। ও রিকশোওলাকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল— ওই ডানদিকের বড় গেটওয়ালা বাড়িটার সামনে রাখো ভাই। জানান দিতে রিকশোওলা প্যাঁক প্যাঁক শব্দে দুবার হর্ন দিল। কেউ একজন সামনের বারান্দাটায় বসেছিলেন, রিকসোর আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আলো জ্বলে উঠল বারান্দার।

লোহার গেট খুলে রীতেশ ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাঁ কাঁধের ওপর ঘুমন্ত বুন্নি, ডান কাঁধে রেক্সিনের পেটমোটা ব্যাগ। পেছনে অনুব্রতা রীমা। রীমা চোখ বড় বড় করে দেখল আক্ষরিক অর্থেই ছুটে এলেন ভদ্রমহিলা যিনি রীতেশের পিসতুতো দিদি তপুদি না হয়েই যান না।

কী রে খবর দিলি না কেন একটা? এখন ঘরে যা আছে তাই খাও। মৃদু ভর্ৎসনা করলেন ভাইকে তারপর রীমাকে দু'হাতে জড়িয়ে বললেন— চলো, ভেতরে চলো। রীমার নাকটা শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে যেন ভরে গেল। অনেকদিন বাদে আত্মীয়তার উষ্ণ পরশ পেল ও। প্রথম দর্শনেই মনটা ভাল হয়ে গেল। রীতেশ ত্যারচা চোখে তাকাল চশমার ফাঁক দিয়ে রীমার দিকে। ভাবটা— কী বলেছিলাম না! এখন আমার কথা বিশ্বাস হল তো!

— অভয়দা বাড়ি নেই?

— হ্যাঁ হ্যাঁ এই পাশের বাড়ির দাবার আড্ডায় আছে। তোরা এসেছিস শুনলে ছুটে চলে আসবে। তুই তো আবার তোর অভয়দার পেয়ারের শ্যালক! ভাইকে চোখ মারল তপুদি।

— আর তোমার?

— আমার আবার কী! ভাই কি একবারও খোঁজ নেয় দিদিটা বেঁচে আছে কি না! ভাইয়ের কি এতটুকু টান আছে গ্রামে-গঞ্জে পড়ে থাকা দিদিটার ওপর!

ঘরের ভেতর পা রাখতেই তপুদি যেন হুলুস্থুলু বাঁধিয়ে দিলেন। কাজের বাচ্চা মেয়েটাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন 'ডুংরি' 'ডুংরি' বলে তার পর রীতেশের কোল থেকে নিজের কোলে বুন্নিকে তুলে নিতে নিতে চুমায় ভরিয়ে দিলেন মুখটা। উদ্‌বেলিত গলায় বলে উঠলেন— কী সুন্দর দেখতে হয়েছে রে মেয়েটা! বলতে বলতেই পাট করে পাতা বিছানায় বুন্নিকে সযত্নে শুইয়ে দিলেন।

— যাই, চা টা করে আনি। তোরা হাত-মুখ ধুয়ে নে। এ্যাই ডুংরি মামাকে ডেকে আন তো রঞ্জনবাবুদের বাড়ি থেকে। বাড়িতে যেন শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তপুদি। ডুংরি নামের বাচ্চা মেয়েটা একমুখ হাসি নিয়ে ছুটে গেল হুকুম তামিল করতে।

রীতেশের তপুদিকে যত দেখছিল তত যেন অবাক হয়ে যাচ্ছিল রীমা।

লম্বা ছিপছিপে সুন্দর একহারা চেহারা। বিদ্যুল্লতার মতো সপ্রাণ সতেজ ভঙ্গিতে হইচই ফেলে দিয়েছেন কাছের মানুষদের পেয়ে। এত মমতাময় স্নেহ-ভালবাসা জমা থাকে এঁদের বুকের কোন কোটরে?

অভয়দা আসতে আরেক প্রস্থ শোরগোল পড়ে গেল। কী ভায়া এতদিনে মনে পড়ল বুড়োবুড়ি দুটোকে? তারপরেই পড়লেন বুন্নিকে নিয়ে। এ কী না খেয়ে ঘুমোচ্ছ কেন? বলতে বলতেই মেয়েটাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে নানারকম খেলা করে ভুলিয়ে একেবারে বশ করে ফেললেন। এত স্নেহ-ভালবাসায় চোখে প্রায় জল এসে যাবার জোগাড় রীমার। কতদিন ধরে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছিল, আজ বৃষ্টির ধারায় ভেজা মাটির গন্ধে ছেয়ে গেল মূলসুদ্ধ। বাবা মারা যাবার পর থেকে 'বাপের বাড়ি' ব্যাপারটা আর নেই বললেই চলে রীমার। মা ছোড়দার কাছে থাকে। বউদির ভয়ে তটস্থ। ওরা গেলে শুকনো অভ্যর্থনা জোটে। ভালবাসার অভাবটা কাঁটার মতো বেঁধে। বুন্নির তেমন আদরের জায়গা নেই বলে মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড কষ্ট হয় রীমার। কী পেল মেয়েটা। আসল স্নেহের জায়গাটাই তো ফাঁকা। ঠাকুদ্দা ঠাকুমা, কাকা, পিসি, মামাবাড়ি, দাদু— কিছুই তো নেই। মামাবাড়ির অবস্থা তো মামি এল ঠ্যাঙা নিয়ে পালাই পালাই...

খাবার টেবিলে বসে থ হয়ে গেল রীতেশ আর রীমা। রীতেশের প্রিয় পেঁয়াজ ফোঁড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল, ঝিরিঝিরি আলুভাজা, পোস্তর বড়া, ঝিঙে পোস্ত আর ফুলকপি দিয়ে বড় বড় কইমাছ রেঁধেছেন তপুদি। রীতেশ খেতে খেতে তৃপ্তিতে হাত চাটল। একদম পিসিমণির মতো হাতের স্বাদ তোমার তপুদি! এত ভাল রান্না শিখলে কোত্থেকে গো! রীমা বুকের মধ্যে একটু কামড় খেল। দেখে মনে হচ্ছে রীতেশ বাড়িতে খেতে পায় না। ওর মনে হল রীতেশ বোধহয় ওর রান্না একেবারেই পছন্দ করে না— এসব কুচুটে চিন্তা মনে এলেও সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দিল ও। রান্নাগুলো সত্যিই এত ভাল আর সুস্বাদু যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

খেতে খেতে অভয়দা বললেন— একবার এসে যখন পড়েছ সাতদিনের আগে ছাড়ছি না। তোমাদের পেয়ে কী ভাল যে লাগছে! আমরা দুই বুড়োবুড়ি একা থাকি। মাঝে মাঝে তো এলে পার। আমাদের ভাল লাগে। লুনাটাও দূরে থাকে, তাই বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

— ওরা এখন কোথায় আছে? মাছের কাঁটা সাবধানে বাছতে বাছতে জিজ্ঞেস করে রীতেশ।

— পুনেতে। অগ্নিভ সেখানকার এক কলেজে পড়াচ্ছে। আর লুনা এমসিএ করে চাকরি পেয়ে গেছে। আমাদের নাতিটা যা মজার হয়েছে না! বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অভয়দার মুখ। রীমা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল সেই দিকে।

তপুদি অভয়দার পাতে মাছ দিতে দিতে খুশিমুখে বললেন— এর মধ্যে ওদের আসবার কথা আছে। দু-একদিনের মধ্যে চলে আসবে হয়তো!

রীতেশের মুখে হাসি ফুটল। কদ্দিন দেখিনি লুনাটাকে। এলে বেশ মজা হবে!

রীতেশের খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে হেসে ফেলল। ওঃ ছোটবেলায় কী খ্যাপাতাম লুনাকে। 'লুনার বাপে খাঁড়া লইয়া কাঁপে।' মনে আছে তপুদি তোমার? রেগে-মেগে হাত-পা ছুড়ত। ওর বাবার নামে কিছু বলা যাবে না। হা হা হা হা... হাসির একটা নির্মল তরঙ্গ ওঠে আত্মজনদের ঘিরে।

তপুদিদের দোতলায় রীতেশদের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দোতলাটা প্রায় বন্ধই রাখা হয়। মেয়ে-জামাই এলে থাকে। অ্যাটাচ্‌ড বাথ। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা— চমৎকার ব্যবস্থা। তপুদি খাটের পায়ের দিকটায় নিজের হাতে বানানো কাঁথা ভাঁজ করে রেখে সতর্ক করলেন— ভোরের দিকে এখানে কিন্তু এখনি বেশ ঠান্ডা পড়ে, জানলা খুলে রাখিস না। ঘুমন্ত বুন্নিকে একটা চুমো খেয়ে বললেন— আমি যাই, তোরা এবার ঘুমো।

দরজা বন্ধ করে এসে রীতেশ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল রীমাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস স্বরে জিজ্ঞেস করল— কী কেমন লাগছে তপুদি আর অভয়দাকে? খুব খারাপ না?

রীমা লজ্জা পেল। রীতেশের বুকে মুখ গুঁজে অস্ফুটে বলল— না গো ভীষণ ভাল। এখনও এত আদর, ভালবাসা সঞ্চিত রয়েছে ওদের মধ্যে! আতিথেয়তা ব্যাপারটা তো এখন উঠেই গেছে আমাদের ভেতর থেকে। এখন আত্মীয়স্বজন কারও বাড়ি গেলে লোকে ভয় পেয়ে যায়।

রীতেশ সিগারেট ধরিয়ে দরজা খুলে লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। শরতের আকাশে মেঘ ভাসছে। ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। একবুক ধোঁয়া টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে। ছোটবেলার কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কাজে কম্মে প্রাত্যহিকতায় সেসব ভুলেই থাকে। সিগারেট শেষ হলে টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেখে রীমা শুয়ে পড়েছে, ঘুমোয়নি অবশ্য। রীমার দিকে তাকিয়ে অবাকই হয় একটু। কী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর মুখ-চোখ! স্বল্পভাষী রীমা আজ প্রগলভা। আসলে কিসের স্পর্শে কে কখন জেগে ওঠে বলা মুশকিল। এসব ভাবতে ভাবতে রীতেশও শুয়ে পড়ে। রীমা ওর দিকে ফিরে ওর আয়ত চোখ দুটো আরও একটু প্রসারিত করে বলে— জানো আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমরা যখন পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি যেতাম— দাদু, দিদিমা, মামা, মামিমা আর ভাইবোনদের মধ্যে আনন্দের বান ডাকত। আর ফিরে যাবার সময় সবার চোখে জল। বহুদিন বাদে আজ আবার শৈশব ছুঁলাম। সত্যি তপুদি আর অভয়দার মতো মানুষের সংস্পর্শে এলে আদি-ব্যাধি সব দূরে চলে যাবে।

চোখ বুজে পাশ ফিরে শোয় রীমা। নিজের মনেই বিড়বিড় করে— তপুদি যেন একটা গাছ। অক্সিজেন ছড়াচ্ছেন পরিবেশে— দুঃখ, অসুস্থতা সব শুষে নেবেন কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো। বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে রীমা।

পরদিন সকালটাও ভারি চমৎকারভাবে শুরু হল। বুন্নি পিসি, পিসেমশাইকে পেয়ে বাবা-মা'র ধারেকাছে ঘেঁষছে না। স্নান সেরে জলখাবার খাওয়ার পর রীতেশ বলল কাঁসাই দেখতে যাবে?

— কাঁসাই নদী? রীমা এককথায় রাজি।

মিনিট দশেক হাঁটতেই রীতেশ আর রীমা পৌঁছে গেল কাঁসাই-এর ধারে।

বর্ষা সবে বিদায় নিয়েছে। কাঁসাই-এর এখন যৌবনবতী চেহারা। ভরভরন্ত। রীমার বুকের ভেতরটাও কাঁসাই-এর মতো তৃপ্তিতে, ভাললাগায় ভরভরন্ত হয়ে আসে। অভয়দা, তপুদি, এখানকার গাছপালাঘেরা পরিবেশ সব এক হয়ে কেমন এক শান্তির অনুভব ঘিরে ধরে রীমাকে। গভীর করে শ্বাস নেয় ও। রীতেশকে আহ্লাদি গলায় বলে— চলো না, এখানকার মার্কেট থেকে একটু ঘুরে আসি। তোমার দিদি, জামাইবাবুর জন্য কিছু কেনা দরকার নাকি! রীতেশ প্রসন্নমুখে সম্মতি জানায়। চলো...

একরাশ কেনাকাটা করে রিকশো থেকে নামতে নামতে অবাক হয়ে রীমা লক্ষ করে খুব আল্ট্রা মডার্ন একটি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশে অত্যন্ত কেতাদুরস্ত একজন তরুণ। বিনয়দা বা তপুদিকে ধারে-কাছে দেখতে পাচ্ছিল না ওরা। বুন্নিই বা কোথায় গেল! চিন্তায় পড়ে যায় রীমা। রীতেশ গেট খুলে বারান্দায় পা রাখতে রাখতে চেঁচিয়ে ওঠে— লুনা না! উঃ কত্তো বড়ো হয়ে গেছিস। একেবারে মেমসাহেব।

লুনাকে বোধহয় অতীত স্মৃতি তেমন স্পর্শ করে না। নিস্পৃহ গলায় বলে— তোমরা এসেছ শুনলাম।

ওর গলার স্বর আর ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে রীতেশকে কেমন গুটিয়ে যেতে দেখল রীমা।

তপুদি কোথায় গেল? আশ্রয়ের খোঁজে ওরা দুজনে উদ্‌বেল হয়ে ওঠে।

মা শুয়ে আছে— কাটা কাটা জবাব দেয় লুনা।

কী হয়েছে? ব্যাকুল হয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায় রীতেশ আর রীমা।

আসলে কেউ এলে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাবা-মা, বয়স যে হচ্ছে সেটাই ভুলে যায়। আমরা দূরে থাকি, এ বয়সে কিছু হলে কে দেখবে?

লুনার কথাগুলো ওদের দুজনের গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয়। ঘরের আশ্রয়ের দিকে হাঁটতে গিয়েও পিছিয়ে আসে ওরা।

বাইরে হা হা করছে প্রখর শূন্যতা। ⌘⌘

ছবি : দীপঙ্কর রায়

পেঞ্চ নাগজিরা অরণ্যে কয়েক রাত

দেবব্রত ঘোষ

অরণ্য মাত্রেই এক কাব্যিক নিঃসর্গ। নিবিড় অন্ধকারে এক মায়াবী কনে দেখা আলো আর ভয়াল বন্যতা নিয়েও এক প্রাগৈতিহাসিক মায়াময়তার আচ্ছন্ন। প্রতিটি জঙ্গলের ভাষা আলাদা, রূপ, শব্দ, গন্ধ সবই আলাদা। কোনও নিবিড় অরণ্যের গভীরে পৌঁছে যাওয়া মানে নিজের কাছেই পৌঁছে যাওয়া যেখানে অপরূপ সৌন্দর্যের ও নিষ্ঠুর সত্যের ক্রমিক উন্মোচন শেষাবধি এক দার্শনিক নির্বেদে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে।

নাভেগাও অরণ্য থেকে নাগপুর-জব্বলপুর সড়ক পথ ধরে ফিরছি। কুমহারা মোড় থেকে গোন্ডিয়াগামী সড়ক থেকে ২০ কিলোমিটার যাবার পর নাগজিরা অরণ্যের বাফার জোন শুরু। এখানেই চুলবান্ধ বনবাংলো। সামনে এক বিশাল লেক। বাংলোর দোতলায় আমাদের থাকার জায়গা আগে থেকে বুকিং করা ছিল। প্রথম রাত্রিটা এখানেই কাটালাম।

বাংলো থেকে ৯ কিমি যাবার পর কোর এরিয়া শুরু হল। ক্রমশ অরণ্য গভীর হয়ে আসতে থাকে। আমাদের চলার পথে দু'দিকেই দেখি চিতল হরিণ, নীলগাই, সম্বর আর অসংখ্য ময়ূর। গাছের ডালে চাকদোয়েল, শ্যামা আর কাঠবেড়ালি। বনের গভীর থেকে ভেসে আসছে আদিম বনজ গন্ধ। ঝিঁঝির ডাক আর বাঁদরের কিঁচিরমিচির মিশে যাচ্ছিল শুকনো পাতার সড়সড় শব্দের সঙ্গে। কোর এরিয়ার মধ্যে এক অপরূপ বাংলো। এখানেও বাংলোর সামনে মাঝারি জলাশয়। কোর এরিয়ার মাঠে আরও প্রায় প্রায় ১৫ কিমি চলে আসার পর এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার ঘিরে ফেলতে থাকে আমাদের। দিনেরবেলাতেও অনেক জায়গায় আলো প্রবেশ করতে পারে না।

আমার সফরসঙ্গী ছিলেন তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটার অব ফরেস্ট মি. এম ফারুকি। চমৎকার মিশুকে মানুষ। আমাদের জিপ চলেছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। রুপোলি একঝাঁক নক্ষত্র পরিবৃত সোনালি চাঁদের বিচ্ছুরিত মিঠে আলোয় বনভূমির অভিসারিকা রূপ।

এই অরণ্যে মাংসাশী, স্তন্যপায়ী, তৃণভোজী সবরকম প্রাণীরই অস্তিত্ব আছে। জঙ্গলের একেক প্রান্তে একেক প্রজাতির প্রাণীর আধিক্য। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে। নিকষ কালো অন্ধকারে এক আরণ্যক নিবিড়তা যেন মোহময়ী অভিসারিকা রূপে অরণ্যের আরও

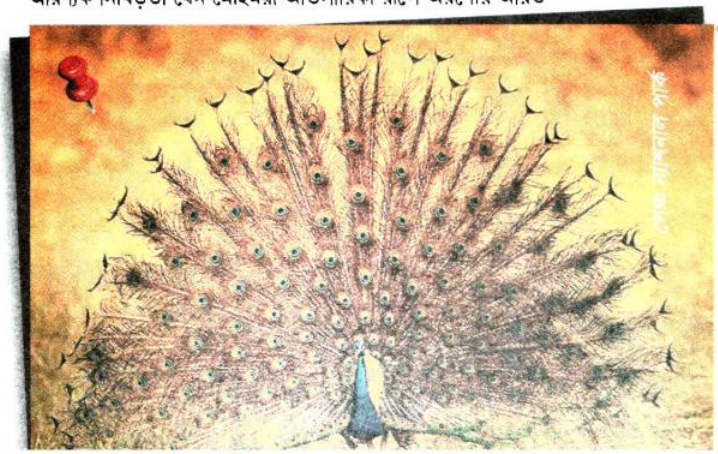

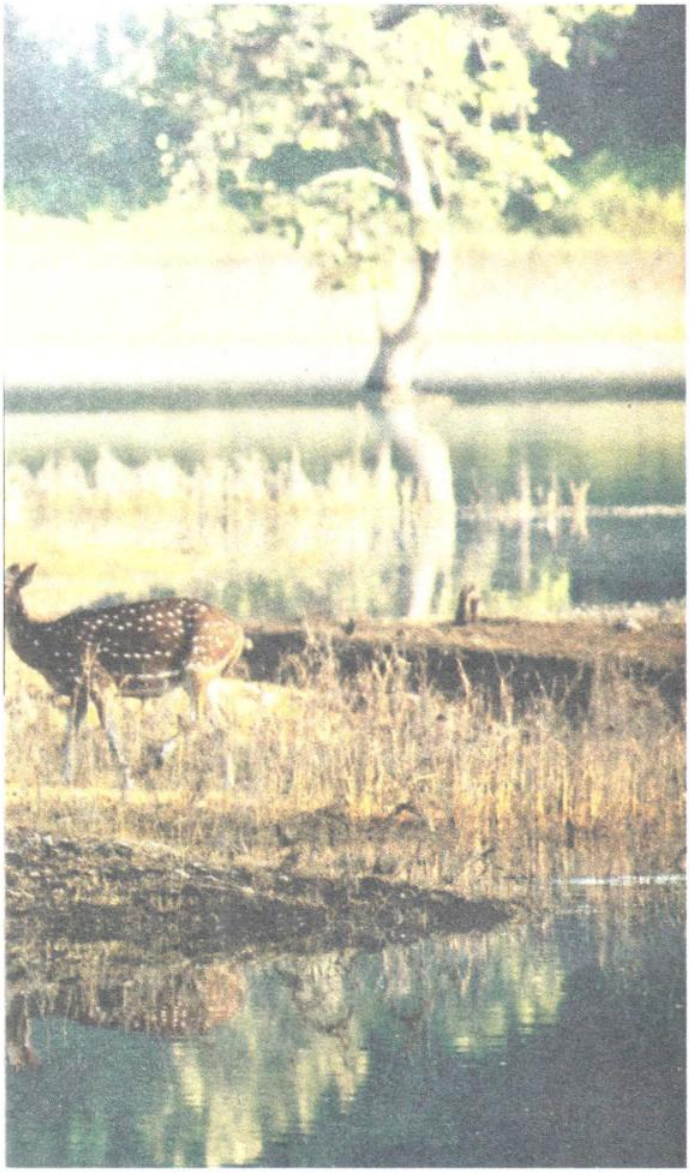

আরও গভীরে যাবার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। বনের ভেতর থেকে আসে রাতজাগা পাখির ডাক, কখনও বা নাম-না জানা পাখির ডানা ঝটপটানি। ছোট্ট জলাশয়ে চাঁদের আলো পড়েছে। হাল্কা কুয়াশার আস্তরণে বিস্তৃত বনভূমির শান্ত আত্মমগ্ন অবয়ব আমাদের মোহাবিষ্ট করে রাখছিল।

চমকে উঠি একটা দৃশ্য দেখে। একটা কালচে রঙা প্যান্থার ছোট্ট একটা চিতলহরিণকে ধরেছে বুক সমান উঁচু ঘাসের ঝোপের আড়ালে। এই প্রথম আরণ্যক জীবনের বিপদসঙ্কুল অনিশ্চিত অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা হল। নিজের চোখে বাঘের হরিণ শিকার এই প্রথম দেখা। আমার মধ্যে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, রোমাঞ্চ, ভীতি, সংশয়, জীবনের কুটিল অনিশ্চয়তা আর অভাবিত আরণ্যক প্রাপ্তির আনন্দের বিমিশ্র অনুভূতির জন্ম হচ্ছিল। অস্তিত্বের অনতিক্রমনীয় সংকট, নিয়তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, মৃত্যুর কাছে অমোঘ পরাজয় সব মিলিয়ে একটা গা-ছমছমে অনুভূতি। প্রকৃতি আমাকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমি যেন কাফকার মেটামরফোসিস গল্পের ট্র্যাজিক নায়কের মতো বদলে যাচ্ছিলাম। ফিরে চলি বনবাংলোর দিকে। খানিকটা যাবার পর দেখি একটা বিশাল নীলগাই আর একটু দূরে দুটো সম্বর পথের পাশে। হেডলাইটের জোরালো আলোয় ওরা বোধহয় ভয় পেয়েছে। ছুটে গেল বনের আরও গভীরে অধিকতর নিরাপত্তার দিকে কিংবা আরও ভয়ংকর কোনও বাঘের ওত পেতে থাকা ক্ষুধার্ত থাবার দিকে। আর একটু পথ যাবার পর দেখি একটা কালো-হলুদ ডোরাকাটা বাঘ গাছের আড়ালে চলে গেল। তারপরই একটা আর্ত চিৎকারে কেঁপে ওঠে বনভূমি, বাঘের আক্রমণে বিদায় নিল বোধহয় কোনও সম্বর কিংবা হরিণ। খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক কী অমোঘ, নিষ্করুণ সত্যি।

পরদিন ফিরে চলি চুলবান্ধ বনবাংলোর দিকে। পথে পেরুতে হয় নাগপুর-গোন্ডিয়া ন্যারোগেজ রেলপথ। পাহাড়ি জঙ্গলে বুনো ফুলের গন্ধ। এখানে আমার জন্য একটা অপার বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বাঁদিকে একটা প্রশস্ত প্রান্তর। কয়েকটা ময়ূর দাঁড়িয়ে আছে। আমার অকল্পনীয় সৌভাগ্যে একটা ময়ূর পেখম মেলে ধরল। সারা জীবনে অনেক স্বপ্ন বিফল যেমন হয়েছে তেমনি অনেক স্বপ্ন সফলও হয়েছে। কিন্তু থেকে যাবে আমৃত্যু এই দুর্লভ দৃশ্য স্মৃতির গভীরে। সাংসারিক জীবনে এর মূল্য নেই কিন্তু ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এর মূল্য অনেক। দেখেছি চৌশিঙ্গ আর চিঙ্কারা, দেখেছি রাতের নিকষ অন্ধকারে চন্দ্রালোকিত আরণ্যক মৌনতা আর রুপোলি সকালে অরণ্যের রূপ কীভাবে বদলে যায়।

ঘন শাল, বয়ড়া, হরিতকী, সেগুন, মহুয়া গাছের বনস্থলী। মাঝে মাঝে অরণ্যের ফাঁকে বিস্তীর্ণ ঘাসের সমতল। শুকনো পাতা পড়ে থাকে পথে। মধ্যবর্তী সমতল এলাকায় সাধারণত চিতল, বারশিঙ্গার টিউ টিউ ডাকের সঙ্গে ভেসে আসে সম্বরের ডাক আর অসংখ্য পাখির কলকাকলি। একটা অপরূপ জলাশয় চারদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘাকৃতি গাছের মেলার মাঝে। অবিস্মরণীয় এখানকার সানরাইজ ও সানসেট। গোলাপি, কমলা, লাল, হলুদ কত যে রঙের খেলা লেকের জলে। আরণ্যক পরিক্রমণে বারবার ধরা দেয় জীবনের অনিশ্চয়তা ছাড়াও মূল্যবোধের অবক্ষয়। মানুষের সীমাহীন লোভ অরণ্যকে বদলে দিচ্ছে। বনজ সম্পদ আর অরণ্যচারী প্রাণীর নির্বিচার বিলুপ্তকরণ প্রক্রিয়া যা শিক্ষিত সভ্য মানুষ শুরু করেছিল সেটাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও সৌন্দর্যকেই শুধু নষ্ট করেছে তাই নয়, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়কেও ত্বরান্বিত করেছে। এই অরণ্য এখনও অবধি এই দূষণ থেকে অনেকটাই মুক্ত।

নাগপুর থেকে জাংলা পাওনি, সিলারি ছাড়িয়ে পিপারিয়া ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত পেঞ্চ অভয়ারণ্য, গোণ্ডিয়ার গহন গভীরে সাতপুরা পর্বতশ্রেণির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক মায়াময় অরণ্য। রামটেক পাহাড়ের একটু আগে থেকে পথ চলে গেছে সিলারির দিকে। এর পর থেকেই বন গভীর হতে থাকে। বাতাসের হিম গন্ধ, টুপটাপ শিশিরের শব্দ, মেথিডো ঘাসের জঙ্গল, প্রাচীন শাল গাছের গা বেয়ে ওঠা লতানে গাছ, ঝিঁঝি আর ভিমরুলের ঐকতান, বনজ ফুলের গন্ধ, আদিবাসী শরীরের প্রাকৃতিক রূপ, লাল মাটি, পাখির ডাক সব মিলিয়ে আবেগে, রোমাঞ্চে নিত্য মথিত আমি। নাগপুর থেকে উত্তর পূর্বে ৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা পথ চলার পর থেকেই ঘন টিক উডের বন। বহেড়া, শিরীষ, জারুল, গোকুল আর খয়ের গাছ। জাংলি পাওনি হল পিপারিয়া ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রবেশদ্বার। সিবা, টানারি, জামুন, আকারিকান্টা, মিশ্র পর্ণমোচীর সমারোহ, বাঁদরের কিচিরমিচির ও বাতাসের ব্যাকুল প্রবাহের ফলে সৃষ্টি শব্দাবলির নিজস্ব অর্কেস্ট্রায় এক অশ্রুতপূর্ব মর্মরধ্বনি।

আমার সফরসঙ্গী স্থানীয় রেঞ্জার দেখালেন শ্যাওলাধরা জলাশয়ের ধারে একদল হরিণ অবাক চোখে আমাদের দেখছে। ২০ কিমি দূরে সিলারির ট্রাইবাল মিউজিয়াম। ১০ কিমি চলার পর কোর এরিয়া শুরু হল। ১১৫ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে জাতীয় উদ্যান আর ৩০০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে অভয়ারণ্য। ফরেস্ট গার্ড এসে তালা খুলে দিল গেটের। আমাদের গাড়ি ঢুকে গেল জঙ্গলের আরও গভীরে। পশ্চিমে পেঞ্চ নদী। সামান্য ঘোলাটে জলরাশি। নদীর ওপারে মধ্যপ্রদেশ। ভয়াল আদিমতা আর স্নিগ্ধ শ্যামলিমার অত্যাশ্চর্য এক সংমিশ্রণ। বসন্তের শেষবেলায় অরণ্য এত সুন্দর হতে পারে আমার জানা ছিল না। লালি, টুন, টেন্ডু, মোহা, বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে আওড়া, বিজা, বনকাঁঠাল কী নেই। এখানে বনবিভাগের দুটো বাংলো রয়েছে, তোতলাদো আর রানিদো। বাংলোর একটু নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। এখানে প্রচুর বনৌষধির গাছ। গাছের ডালে নীল আর হলদে রং মেশানো একটা বড় লেজ-ওয়ালা পাখি। ক্যামেরা তাক করতেই উড়ে গেল।

কোর এরিয়ার গভীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখানকার কোথাও কোথাও পথ বেশ এবড়ো-খেবড়ো। ভালই ঝাঁকুনি লাগছে জিপে। আকাশে একফালি মেঘ দেখেছিলাম বিকেলে। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। মাথার ওপর

বিশ্রামে বাঘেরা

অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ। সোনালি চাঁদের মিঠে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল বনভূমি জুড়ে। দূর থেকে ভেসে আসা পাখির ডাকে এক অতিলৌকিক মায়াবী ভুবন সৃষ্টি করে চলেছে। চালক হঠাৎ জিপ থামিয়ে দিল। আমাদের চলার পথের ডানধারে বুকসমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল। তার ঠিক পেছনেই মাঝারি আকারের একটা প্যান্থার। প্যান্থারের মুখ রক্তাক্ত, সম্ভবত কোনও ছোট হরিণশিশু এইমাত্র শিকার করে খেয়েছে। বাংলোর বিছানায় শুয়ে ডায়েরি লিখতে লিখতে ভাবছিলাম আরণ্যক জীবন কীভাবে মানুষকে এক ভিন্ন দর্শনে পৌঁছে দেয়। কানে ভেসে আসে আর্তচিৎকার। বুঝে গেলাম বাঘের চকিত আক্রমণে বিদায় নিল আরও একটা হরিণ কিংবা সম্বর।

পরদিন জিপে চেপে অরণ্যের অন্য দিকটায় গেলাম। পথের বাঁকে দেখি দুটো বিশালাকৃতি নীলগাই, ভীত, সন্ত্রস্ত। এটা কি মানুষের প্রতি অরণ্যচারীদের স্বাভাবিক অবিশ্বাস ও ভীতি না কি অন্য কিছু? জঙ্গলের মাঝে আলোছায়ার আলপনা। চাঁদের আলোর আঁকিবুকি। একটু যেতে না যেতেই দেখি আরও কয়েকটা সম্বর। হর্নের আওয়াজে ছুটে পালিয়ে গেল। কোথায়? বনের নিরাপদ গভীরে নাকি কোনও বাঘ বা হায়েনার থাবার অবশ্যম্ভাবী খপ্পরে। জানি না। তবে যা দেখলাম, অসহায় কষ্টে তা অনেক অনেক দিন মনে রাখব। রাত কাটে তোতলাদো বনবাংলোয়। মাঝরাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক মিশে যাচ্ছিল নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সঙ্গে। চাদর মুড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে বসি। মনে হচ্ছিল আমি যেন একা নই। লণ্ঠনের আলোয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই খুলে বসি। খানিক বাদেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের মৌনতা, বর্ষণসিক্ত ভিজে মাটির গন্ধ আর চাঁদের সোনামাখা আলো দিয়ে তৈরি একা মায়াময় জগৎ আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল। এই অরণ্য কী আমার আসল ঘর নাকি আমার আবাল্যের প্রিয় হিমালয় আমার আসল ঘর।

পরদিন এক মায়াবী সকাল। অরণ্যের এদিকটায় পাখির মেলা। খঞ্জন, ভীমরাজ, দুধরাজ, মুনিয়া এমনকী শালিখও। জিপ যত এগোতে থাকে জঙ্গল ততই বেশি করে উন্মোচিত করতে থাকে নিজেকে। সামনের ওয়াটার হলের উল্টোদিকে দেখি একটা হরিণ। বার্কিং ডিয়ার। এই এক প্রাণী। আগেও দেখেছি এখানে। প্রায় ৮১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বন। বিভিন্ন দিকে যাওয়া যায়। প্রজাপতি, ফড়িং, মৌমাছি, ভিমরুল এমনকী বোলতাও রয়েছে। আছে বিভিন্ন প্রজাতির গুল্ম, লতানে গাছ, পাদপ, বাঁশ এবং জলতৃণ। সাদা-কালো উড পাখি এই প্রথম দেখলাম। দূরে টিলার মাথায় ওয়াচ টাওয়ার। ১৫০ ফুট হবে। বিকেলবেলায় বহুবর্ণা প্রান্তিক চরাচরে এক নীরব, নিবিড় প্রশান্ত একাকীত্ব জন্ম নিতে থাকে চেতনার গভীরে। সাতপুরা পর্বতশ্রেণির ওপারে অনাগত সায়ান্ধকারে নদীর জলে খেয়ালি আলপনা, মোহময় বনস্থলী যেন নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা সংকীর্ণতা ও মেকি সভ্যতার তুচ্ছতাকে প্রকট করে দিচ্ছিল। রাতে বাংলোর ঘরে শুয়ে শুনতে থাকি দূর থেকে ভেসে আসা বাঘের প্রবল গর্জন। মনে পড়ে গেল, বাংলো থেকে ৩ কিমি দূরে অম্বাকোটিতে নাগদেবতার যে বিগ্রহ আছে সেখানে কালো পাথরের গা বেয়ে নিচে নেমে আসা ঝরনার ধারে একটা ছোট্ট বাঘ দেখেছিলাম। এই প্রবল গর্জন বোধহয় সেই বাঘটার।

পরদিন আবার রাত সাফারি। কখনও দেখি আলোতে জ্বলজ্বল করে হরিণীর নীলাভ আয়ত চোখ। গাছের ঝোপঝাড়ে, পাতায় অসংখ্য জোনাকির উড়ে চলা। হাল্কা কুয়াশার চাপে নিঝুম বনভূমির এক অপরূপ চেহারা। মহামৌনী আদিম বনস্থলী চাঁদের নরম আলো গায়ে মেখে ফিসফাস কথা বলে। হেডলাইটের আলোয় গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পতঙ্গ। ড্যাশবোর্ডে সবুজ, হলুদ, কমলা বিন্দু। দূরে নীলাভ পাহাড়। মাঝে মাঝে ছুটে চলে যাচ্ছিল দু-একটা বাইসন বা সম্বর। অশরীরী ছায়ার মতো। ভেসে আসে হায়েনার ডাক আর কোথায় যেন রাতজাগা নিঃসঙ্গ পাখির একাকীত্বের কান্না।

পরদিন আহির ভৈরবীর সুরে ঘুম ভাঙে। শব্দ নেই বলে সুর আছে, সভ্যতার ছোঁয়া নেই বলে আন্তরিকতা আছে, ভীড় নেই বলে মূর্ছনা আছে। জলাশয়, নদী, বন, পাহাড় সবই যেন অনেক বেশি ছন্দময়। আমাদের গাড়ি চলতে থাকে বাফার এরিয়ার দিকে। ⌘⌘

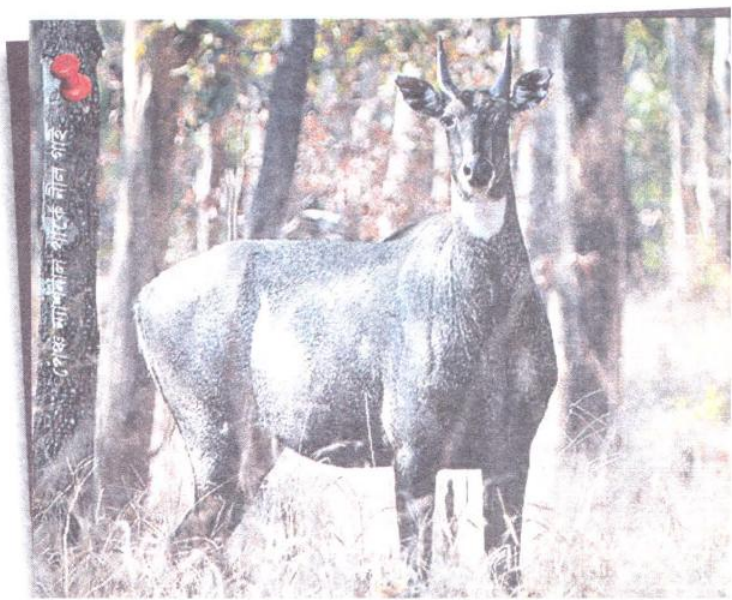

বিশেষ রচনা

কল্পতরুর ছায়ায়

নন্দলাল ভট্টাচার্য

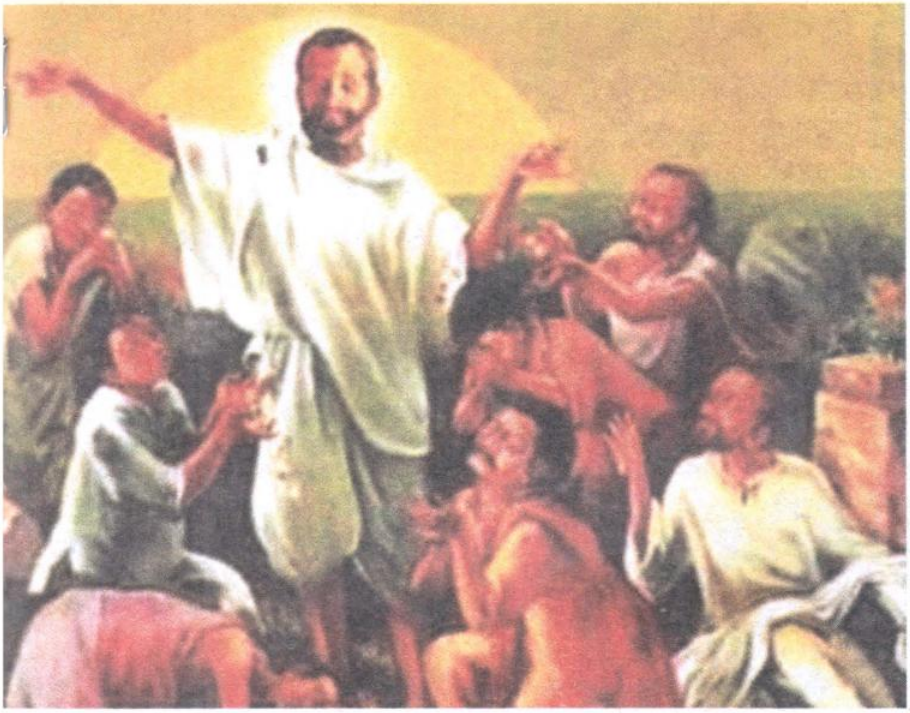

যেন হিরণ্ময় সূর্য। সহস্র অযুত ধারায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে রশ্মি। নেমে আসছে আকাশপথে। আলোয় আলোয় ভরে যাচ্ছে পৃথিবী। কোনও বাছবিচার নেই। কে চাইছে আলো, কে চাইছে না সেই হিসেবের খাতাটাই হয়নি তৈরি। সূর্য শুধু জানে আলো ছড়ানো তার কাজ।

তিনি সূর্য হয়েছিলেন। তাঁর করুণা ঝরে পড়েছিল রবিকরের মতোই। কোনও ভেদাভেদ নেই। কে প্রার্থী আর কে নয়, সেই দেখাদেখিও নেই। তিনি এসেছেন কৃপা বিতরণে। কালহত মানুষকে শান্তি দিতে। সেই সঙ্গে পরমের পথ দেখাতে। কে ভাল, কে মন্দ, কে উন্নত কে বা নীচ সে বিচার তাঁর ছিল না। তিনি শুধু দিয়ে গেছেন। চাননি কোনও প্রতিদান। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। অবতারবরিষ্ঠ। করুণাসাগর, প্রেমঘন তিনি— প্রেমের প্রতিমূর্তি।

পার্থিব কাজ প্রায় শেষ। এবার বিদায়। দেবশিশু ফিরে যাবেন আবার দেবলোকে। যাওয়ার আগে নিঃশেষ হওয়া। সম্পূর্ণ রিক্ত হওয়া। যে কাজের জন্য আসা— তার ধারা অব্যাহত রাখতে উত্তরসূরি বাছা। শেষ সেই কাজ। তাই তৃপ্ত তিনি। তিনি জানেন, তাঁর আছে নরেন।

নরেন— নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সেদিন তাঁকে স্পর্শ করে সমর্পণ করলেন তাঁর সাধনার সব ধন। তারপর আকুল কান্নায় ভেঙে বললেন, আজ আমি ফকির হয়ে গেলুম রে— একেবারে ফকির।

একা কী নরেন, দিলেন রাখাল, তারক, গঙ্গাধর, বুড়োগোপাল, লাটু এবং তাঁর অন্যান্য মানস সন্তানদের। তাঁরই মতো যেন করে তুললেন তাঁদের। এবার বন্দরের কাল হয়ে এল শেষ।

শেষ হয়েও হয় না শেষ। তাই চিহ্নিত সন্তান যাঁরা, শুধু তাঁরা নন, যাঁরা একদিন গৈরিক বস্ত্রে হবেন সন্ন্যাসী— হবেন ভারতের অন্তর-পুরুষ, শুধু তাঁরা নন— আর যাঁরা রয়েছেন, যাঁরা অগণন— যাঁরা থাকবেন এই সংসারের মধ্যেই— ঘাঁটবেন পাঁক কিন্তু হবেন পাঁকাল মাছ— তাঁদেরও যে দিতে হবে কিছু। তারই জন্য যে তাঁর আসা। তারই জন্য যে অবতার তিনি। তাই বাছা সেইদিন।

ঘুরছে কালের চাকা।

ঘুরছে দিন, ঘুরছে রাত্রি।

ঘুরছে জীবন। ঘুরছে মৃত্যু। ঘুরছ তুমি, ঘুরছি আমি। স্থির শুধু সেই সত্য— সেই ব্রহ্ম। স্থির শুধু তিনি। সর্বভূতে– সর্বচরাচরে– শুধু তিনি। তিনি আদি– তিনি অনন্ত– তিনি অক্ষয়– তিনিই অদ্বয়। তিনিই ঈশ্বর।

ঈশ্বর নাবালকের অছি।

ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায়, পায়।

ভক্তের নৈবেদ্য– ভক্তের নিমন্ত্রণ– ভক্তসঙ্গে বিহার তাঁর প্রিয়।

তাই তো ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তিনি। ভক্তের আহ্বানে তাঁর মর্তবিহার– ভক্তের আশা মেটাতেই এই নরবপু ধারণ– ভক্তকে কৃপা করতেই নানারূপে তাঁর প্রকাশ।

এমনই এক মহিমময় প্রকাশের দিন ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। শতাব্দীর কল্পতরু দেখা দিলেন অভয়দাতারূপে। শুধু শতাব্দীর গণ্ডিতে বদ্ধ নন তিনি, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তাঁর কৃপা বিতরণ। সে কৃপার ধারা অব্যাহত– অফুরন্ত। সদা প্রবহমান।

১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারির অপরাহ্ন।

মর্তমানবের উদ্ধারে নরকায়া পরিগ্রহ করেছেন যে ঠাকুর তিনিই কৃপা বিতরণে হলেন অকাতর— অনায়াস।

বেলা তিনটে– সাড়ে তিনটে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গলরোগে অসুস্থ ঠাকুর হঠাৎই সুস্থ। অতি সুস্থ। শুরু হল হাঁক-ডাক, ওরে কোথায় আমার কাপড়, কোথায় পিরান, কোথায় টুপি। আজ সাজব। আজ আমি প্রকাশিত হব নবরূপে। আজ যে সময় এসেছে নব ভাবপ্রকাশের।

ঠাকুর সাজলেন। লালপাড়ের কাপড়। গায়ে পিরান। কাঁধে লালপেড়ে চাদর। কানঢাকা টুপি মাথায়। পায়ে মোজা, চামড়ার চটি।

যেন মোহনবেশ। নিজের রূপটি নিজেই দেখলেন বহুক্ষণ। অথবা যাঁরা এতক্ষণ সাজালেন তাঁকে, তাঁদেরই দেখাতে তাঁর এই লীলাভিনয়।

এবার আমি নিচে নামব। বেড়াব।

কিন্তু আপনার দুর্বলতা? অসুস্থতা?

না– নেই। কিছু নেই। আজ আমি সুস্থ— আমি অবারিত। আজ আমি সদাব্রত। আমি উন্মুক্ত– উদার।

ঠাকুর নামছেন ওপর থেকে। সঙ্গে লাটু। ওপর থেকে নিচে নামলেন ঠাকুর। নামলেন স্বাভাবিকতার পথে— সাধারণ যাঁরা– যাঁরা গৃহ থেকেই চান তাঁকে তাঁদের কাছে।

নিচের ঘরে তখন ছিলেন কিছু গৃহী ভক্ত। কিছু ছিলেন বাগানে। ঠাকুরকে নামতে দেখে উল্লসিত তাঁরা– সঙ্গ নিলেন তাঁরা। তাই দেখে লাটু ফিরে গেলেন ওপরে।

ঠাকুরকে তখন দেখছেন গৃহী ভক্তের দল। দেখছেন দেদীপ্যমান এক অগ্নিশিখাকে। দেখছেন অকলঙ্ক চন্দ্রকে। দেখছেন অতলান্ত অসীম মহাসমুদ্রকে— দেখছেন সুবিশাল এক শেষাদ্রিকে। দেখছেন আশ্চর্য শীতল পাবককে।

কে উনি?

মৃত্যুর মুখেও অমৃত।

অন্ধকারে আলো।

হতাশার আশা।

যন্ত্রণার মুহূর্তেও হাস্যময়।

ওই বিরাটকে— ওই মহান বিশালকে দর্শন করতে গিয়ে বারেবারে হতে হয় সন্ত্রস্ত— সচকিত। সংকুচিত হয়ে আবার উন্মোচিতও।

তোমাকে বোঝার, তোমাকে জানার, তোমাকে ধারণ করার শক্তি দাও। আমাদের নয়ন দাও তোমাকে দেখার।

নির্বাক সেই প্রার্থনার মুহূর্তে স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন ঠাকুর। নিচের হলঘরের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঠাকুর এগিয়ে গেলেন বাগানের দক্ষিণ দিকের ফটকের দিকে।

প্রায় মাঝামাঝি এসে দেখেন ঠাকুর পশ্চিমে গাছের তলায় বসে আছেন গিরিশ ঘোষ, রাম দত্ত, অতুল ইত্যাদি কয়েকজন। তাঁকে দেখেই এগিয়ে এলেন তাঁরা। হলেন অবনত, প্রণত।

অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-অধর থেকে স্ফুরিত হল বাক্য, গিরিশ তুমি যে সবাইকে বলে বেড়াও, আমি নাকি অবতার— আমি বিরাট— এইরকম আরও কত কী সব কথা। কিন্তু তুমি আমার কী দেখেছ— কী বুঝেছ?

প্রশ্ন নয়— যেন আত্মপ্রকাশের– দুর্জয় ঘোষণার ধ্বনি। সে ধ্বনির অনুরণনে স্তব্ধ সকলে। চরণে অবনত গিরিশ কিন্তু অচঞ্চল।'কোনও চিন্তা নয়, ভাবনা নয়, নয় কোনও কৈফিয়ত— সুস্পষ্ট আত্মনিবেদন।

গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন গিরিশ, ব্যাস, বাল্মীকি পায়নি যাঁর অন্ত, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কী বলতে পারি?

গিরিশের সে কথায় ভাবগম্ভীর ঠাকুর। উচ্চভূমে হল অবস্থান। তিনি হলেন সমাধিস্থ। দেবভাবে প্রদীপ্ত ঠাকুরের বদনমণ্ডল দেখে ভক্তিতে, আবেগে, উল্লাসে প্রায় উন্মাদ গিরিশ বারবার বলে উঠলেন, 'জয় রামকৃষ্ণের জয়, জয় রামকৃষ্ণের জয়।' সে ধ্বনিতে সুর মেলালেন ভক্তের দল।

মা জাগো, মা জাগো, বলে হাত তুললেন ঠাকুর। অর্ধ-বাহ্যদশায় মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হল বাণী— নাকি বরাভয়— তোমাদের আর কী বলব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক।

এখানেই ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন

সেই অমোঘ বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক যেন চৈতন্যময় হয়ে উঠল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চৈতন্যময় হবার আকাঙ্ক্ষায় সকলে যেন আকুল। তাঁকে প্রণাম করেন, পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন আর আগের সব প্রতিজ্ঞা ভুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুকে তুলে নেন তাঁর পা।

তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করবেন না তাঁকে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ভক্তদের সব পাপ টেনে নেন বলেই আজ তিনি রোগগ্রস্ত। তাই তাঁরা করেন অমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সেদিন ওই মুহূর্তে তাঁরা ঠাকুরের মধ্যে দেখতে পান তাঁদের ইষ্টকে। ইষ্টদর্শনের, সব সাধনার সিদ্ধিকে পেয়ে আর কি মনে রাখা যায় প্রতিজ্ঞার কথা? তাই তাঁরা অবনত সেই পরম নির্ভর চরণতলে।

সেদিনের সেই পরম মুহূর্তে রামলাল দেখেন, যে ইষ্টকে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেখেননি কখনও, যাঁর পা দেখলে মুখ থেকেছে দৃষ্টির বাইরে, কিংবা মুখ দেখলে পা— সেই ইষ্ট আজ পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত তাঁরই নয়নসমুখে।

রাম দত্ত অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে ও'দুটি রাঙাচরণে দিলেন অঞ্জলি— ঠাকুর বললেন, চৈতন্য হোক!

অক্ষয় সেন দিলেন দুটি জহুরি চাঁপা— তাঁকেও বক্ষদেশ স্পর্শ করে বললেন, চৈতন্য হোক!

বেলেঘাটার হারাণ দাসের মাথায় রাখলেন শ্রীচরণ, কৃপা বিতরণে কল্পতরু সেদিন ঠাকুর। তাঁর সে ভাব দেখে চিৎকার করে উঠলেন অক্ষয়, ওরে কে কোথায় আছিস আয়— মুঠো মুঠো করে কুড়িয়ে নে, আশ্বাসে ভরে নে অঞ্জলি। চৈতন্যর বন্যা বয়ে যাচ্ছে রে, ভরে নে ভাঁড়ে ভাঁড়ে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, যার যা খুশি নিয়ে যা। ওরে ঠাকুর আমাদের কল্পতরু হয়েছেন, কল্পতরু। এমন দিন আর পাবি না রে। ওরে আয়— আয়।

এগিয়ে আসেন বৈকুণ্ঠ সান্যাল। আমাকে কৃপা করুন— স্পর্শ করুন আমাকে।

তোমার তো সব হয়েই গেছে।

আপনি যখন বলছেন, তখন হয়ে গেছে তাতে ভুল কী? তবুও অল্পবিস্তর যাতে একটু বুঝতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।

এলেন বৈকুণ্ঠ। ঠাকুর স্পর্শ করলেন তাঁর বুক।

সঙ্গে সঙ্গে একী— একী বিরাট— একী অনন্ত— একী সুন্দর—একী ভয়ংকর! সর্বত্রই যে তুমি— প্রভু আমার, এই মহাজগৎ— বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই যে শ্রীরামকৃষ্ণময়। প্রভু তোমার ওই বিশাল বিরাট রূপ সংবরণ করো, হৃদয় যে আমার দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি আর সইতে পারছি না।

একদিন নয়, তিন– তিনটি দিন বৈকুণ্ঠের কাটল ওইভাবে। শুধু রব– ওরে কে কোথায় আছিস আয়। অমৃতময়কে স্পর্শ করে ধন্য হ সবাই।

নবগোপাল, অতুল, হরমোহন, কিশোরী, রামলাল সকলকে তিনি করলেন স্পর্শ। সে স্পর্শমাত্র সকলে যেন কনকখণ্ড। অমৃতর স্পর্শ পেয়ে অমর।

সেদিন সেখানে পশুপাখি– গাছ, পাতা যা ছিল সবই যেন মুখর শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ধ্বনিতে। চারিদিকে শুধু ডাক— আয়-আয়, নিয়ে যা, ঠাকুর আমাদের কল্পতরু। শতাব্দীর পর শতাব্দী ছড়িয়ে পড়বে ঠাকুরের এই করুণাধারা। গঙ্গোত্রী থেকে নেমে আসা গঙ্গাধারার মতোই এই করুণার ছোঁয়া পাবে মানুষ। ধন্য হবে। মুক্ত হবে। আজ এখানে যারা আছ তাঁকে দর্শন কর— ধন্য হও।

আশ্চর্য, ঠাকুরের সেই কল্পতরু হওয়ার দিনে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্য হিসেবে চিহ্নিত ভক্তদের একজনও এলেন না। বরং সেই অবসরে মনের উল্লাসে, ভক্তির আবেশে গোছাতে থাকলেন ঠাকুরের ঘর। পরিপাটি করে পাততে লাগলেন তাঁর বিছানা। নিষ্কাম সেবার মধ্য দিয়ে আরও নিবিড়ভাবে— আরও কঠিন পাকে বাঁধতে লাগলেন তাঁরা তাঁদের জীবনদেবতাকে।

আজ থেকে ১২৬ বছর আগে তিনি হয়েছিলেন কল্পতরু। সেদিন তিনি হয়েছিলেন উদার। অবাধ। শুধু তাঁর মানস সন্তানদের নয়, গৃহী যাঁরা, যাঁরা সব ছেড়ে আসতে পারেন না ঠাকুরের কাছে, করতে পারেন না সেবা, তাঁদেরও কৃপা করতেই পয়লা জানুয়ারি তাঁর যেন নবভাবে— নবরূপে আবির্ভাব। আরও বিস্ময়, তিনি যে চিরকালের— এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল সেদিন।

তাই বা কেন, প্রতিদিনই বইছে তাঁর করুণাধারা, তবুও— ওইদিন তিনি যেন প্রত্যক্ষ হন আজও ভক্তদের সামনে।

একদিন যাঁরা তাঁকে মানেননি— আজ তাঁরাও তাঁরই দুয়ারে, তাঁরই কৃপাপ্রার্থী হয়ে।

রামকৃষ্ণ পরশমণি এমনি ভাবেই লোহাকে করেন সোনা। জগতের হিতের জন্য। লোককল্যাণে। তাই তো তিনি যুগপুরুষ। তাই তো তিনি কল্পতরু। ⌘⌘

বিশেষ রচনা

কৈশোরের অবসাদ ও আত্মহত্যা

প্রিয়ম সেনগুপ্ত

সংবাদপত্রে চাকরির অভিজ্ঞতা বলে, যখন কোনও একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা প্রায় রোজ ঘটতে থাকে, তখন জিনিসটা অনেকটা গা-সওয়া হয়ে আসে। যে চোখ সামান্য দুর্ঘটনা দেখে শিউরে উঠত, সেই কিন্তু গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রে হাজারো শিশুর মৃত্যু দেখেও নির্বিকার হয়ে থাকতে পারে। তবু, এসবের বাইরেও কিছু বিষয় থেকে যায়, যতই পুনরাবৃত্তি হোক না কেন, কিছুতেই যেন লঘু হয়ে যায় না ব্যাপারটার 'শক'— যেমন আত্মহত্যা।

পরিসংখ্যান বলছে, সারা বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আত্মহত্যার হার। এর মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে কিশোর-কিশোরীর মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের গবেষক ৮৮৩ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালান। উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রজন্ম কতটা আত্মহত্যাপ্রবণ, তা খতিয়ে দেখা। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এদের মধ্যে ন'শতাংশ, অর্থাৎ ৭৮ জন কোনও না কোনও সময় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, কৈশোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বুঝি নিজেকে শেষ করে ফেলার প্রবণতা সবথেকে বেশি দানা বাঁধে । কিন্তু সমীক্ষা যত এগিয়েছে, ততই নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে সে তত্ত্ব।

সমীক্ষা বলছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১২-১৩ বছর বয়েসি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেই প্রথম আত্মহত্যার চিন্তা-ভাবনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণাই হোক বা পারিপার্শ্বিক কোনও পিছুটানে তারা তা কার্যকর করে তুলতে পারেনি। তবে বয়স বাড়তে বাড়তে যখন ১৫ বা ১৬-র কোঠা ছুঁয়েছে, তখন এদের মধ্যে ৪৫ শতাংশের মধ্যে সেই পিছুটানকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস জন্মে গিয়েছে। অর্থাৎ, কখনও না কখনও আত্মহত্যার প্রত্যক্ষ চেষ্টা করেছে তারা। যদিও এ সমীক্ষা মার্কিন মুলুকের, দেশটা আলাদা, কিন্তু সমস্যাটা আমাদের ঘরেরও বটে। অবাক করা বিষয় হল, সমস্যার কারণগুলোও মোটামুটিভাবে একই রকম।

মনোবিদদের মতে, আসল ব্যাপারটা হল শৈশবের গণ্ডি পার হয়ে কৈশোরে পা রেখেই মানুষ স্বাভাবিক বৃত্তির বশে হঠাৎ করে স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়। পড়াশুনো থেকে শুরু করে নাচ-গান-সাঁতার-ক্রিকেটে শীর্ষস্থান দখলের লড়াই এবং চটজলদি বড় হয়ে ওঠার এই তাগিদ বহুক্ষেত্রেই তাদের টেনে নিয়ে যায় মাদক বা অপ্রত্যাশিত যৌন সম্পর্কের দিকে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চরম মানসিক অবসাদ। পাশাপাশি এ কথাও চরম সত্য যে, কৈশোরই বোধ হয় মানুষের জীবনের সবথেকে স্পর্শকাতর সময়। সে সময় সামান্য ভুল বোঝাবুঝিও মান-অভিমানের দড়ি টানাটানির খেলায় ঘাতক হিসেবে দেখা দিতে পারে। দেশ হোক বা বিদেশ, একাধিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে শতকরা ৮৮ শতাংশ কিশোর-কিশোরীই আত্মহত্যার আগের সময়টুকুতে চলা মানসিক টানাপোড়েনের সময় নিজেদের নিকটতম বন্ধুর সঙ্গেও খোলাখুলি সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে না।

এই 'শেয়ার' করতে না পারাটাই বোধ হয় সবথেকে বড় সমস্যা আত্মহত্যাপ্রবণ কিশোর-কিশোরীর মধ্যে। শেয়ার করতে না পারা বা না শেখার জন্য মনস্তত্ত্ববিদরা সবথেকে বেশি দায়ী করেন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ট্রেন্ডকেই, যেখানে একদম ছোট্টবেলা থেকে কারও সঙ্গে কোনও কিছু শেয়ার করতে শেখে না তারা। বলা ভাল শেখানোর সুযোগই পাওয়া যায় না। বাবা-মা-সন্তান, এই ত্রিমাত্রিক গড়নে গড়া পরিবারে সমবয়স্ক না হোক, সমমনস্ক বন্ধু থাকাটা যে ভীষণ রকমের দরকারি, সে কথা বারে বারে বলছেন মনস্তাত্ত্বিকরা।

তাঁদের মতে ছোট থেকে কৈশোর পর্যন্ত একটি ছেলে বা মেয়ে যত বেশি কথা বলার লোকজনদের খুঁজে পাবে তার চারপাশে, তত সে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ পাবে। মেলামেশা বাড়ার ফলে অভিভাবক বা নিকটজনের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় বাড়বে তার। ফলে, তার মনের মধ্যে দানা বাঁধা সুখ হোক বা দুঃখ ঠিক কীভাবে উল্লসিত বা বিমর্ষ করে তুলছে তাকে তা বোঝা যাবে। এইভাবেই কোনও অবসাদ বাসা বাঁধলে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার আচরণ বা তার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। প্রাণঘাতী হয়ে ওঠার আগেই আত্মহননের সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করা যাবে।

আরও একটা কারণে ছোট থেকে সন্তানের সঙ্গে আরও বেশি মন খুলে মেলামেশার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের মতো প্রাচ্যের দেশগুলিতে অনেক সময়েই দেখা যায়, কৈশোরের শুরুতে ছেলে-মেয়েদের দেহে-মনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে, তা নিয়ে সংকোচের বশে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না। তাদের দৈহিক পরিবর্তনে যদি সামান্যতম কোনও অস্বাভাবিকতা থাকে, তা হলে সমবয়সিদের মধ্যে খোরাক হিসেবে গণ্য হতে শুরু করে সে। সেই থেকেই দেখা দিতে পারে তীব্র অবসাদ। তিলে তিলে যা তাকে ঠেলে দিতে পারে আত্মহত্যার দিকে।

এর পাশাপাশি, আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার সবথেকে 'কমন' কারণটা হল তাদের উপরে অভিভাবকদের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাহাড়প্রমাণ সিলেবাস, ছবি আঁকায় সনাতন দিন্দা, গানে শ্রেয়া ঘোষাল বা ক্রিকেট খেলায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে ওঠার চাপ সামলাতে না পেরে, নিষ্পাপ কৈশোর প্রত্যাশার চাপ মেটায় নিজেকে পৃথিবী থেকে মুছে দিয়ে। অথচ যদি তাদের নিত্যকারের এই প্রতিযোগিতায় ঠেলে না দেওয়া হত, তৈরি করা যেত এই প্রবল স্পর্শকাতরদের সঙ্গে এক সহজ সম্পর্ক, তা হলে বোধ হয় অনায়াসে মিথ্যে করে দেওয়া যেত সেই পঙ্‌ক্তিটা— 'যেখানে শুরুর কথা বলার আগেই শেষ...' ⌘⌘

নামটা ভারিক্কি। রোগটা কিন্তু একটুও মারাত্মক নয়। এটি একধরনের পেটের সমস্যা। রোগের সঠিক কারণ জানা না গেলেও অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা অবসাদ এর পেছনে রয়েছে। এমনটাই বলছেন, বিশিষ্ট গ্যাসট্রোএনট্রোলজিস্ট ডা. জ্যোতিরঞ্জন মহাপাত্র

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম

বেশ কিছুদিন ধরে ঋষভ লক্ষ করছে, পেটের মধ্যে সব সময় অস্বস্তিভাব। কখনও পেট ভার তো কখনও গ্যাস, অম্বল। খিদেটাও যেন আগের থেকে অনেকটাই কম পায়। অবশ্য কাজের চাপে খাওয়া-দাওয়ারও অনিয়ম হয়ে যায় প্রায়ই। অফিসের সুদেষ্ণার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানতে পারল সমস্যাটা একা তার নয়। সুদেষ্ণাও একই পথের পথিক। এখানে সুদেষ্ণা বা ঋষভ উদাহরণ মাত্র। পেটের এই সমস্যায় ভুগছেন কম-বেশি একালের অনেকেই। যার নাম ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম। এটা এক ধরনের পেটের ক্রনিক প্রবলেম। মূলত স্টুলের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, রোগটি হলে আক্রান্ত মানুষটি হয় কন্সটিপেশন নয়তো ডায়রিয়ায় ভুগবেন। অথবা একসঙ্গে দুটোই হতে পারে।

কেন হয়

- অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা অবসাদ হলে।
- জল, খাবার বা অন্য কোনও কারণে পেটে সংক্রমণ অর্থাৎ গ্যাসট্রোইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন হলে তার থেকে হতে পারে।
- বংশগত কারণেও হতে পারে।

কাদের বেশি হয়

২০ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। ইদানীং গড়ে ১০০ জনের মধ্যে কম করে ৪০ জন আইবিএস-এ আক্রান্ত হচ্ছেন। এবং পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে রোগটি মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে। অনুপাত ৪:১। তবে পঞ্চাশের পর এই রোগ দেখা দিলে এবং সঙ্গে অন্য উপসর্গ থাকলে পাশাপাশি অন্য রোগের কথাও ভাবতে হবে।

উপসর্গ

- কম করে টানা তিনমাস ধরে পেটের এই সমস্যা দেখা যাবে রোগীর শরীরে।
- সবসময় মনে হবে বাওয়েল ক্লিয়ার হয়নি। সকালের দিকে এই অস্বস্তি বেশি দেখা দেয়।
- লুজ মোশন বা কন্সটিপেশন— যেকোনও একটি বা একসঙ্গে দুটোই হতে পারে।
- পেটের বাঁদিকে তলপেটে মোচড় দিয়ে ব্যথা হয়। বাওয়েল ক্লিয়ার হলে ব্যথাটা সাধারণত কমে যায়।
- অনেক সময় খাওয়ার পরে ব্যথা হতে পারে। আবার মোশন

আসতে পারে।

- গলা জ্বালা করতে থাকে।
- পেট ফাঁপে বা পেট ভার লাগে।
- অনেকের বমিভাব বা বমিও হতে পারে।
- খিদে কমে যায়।
- সব সময় শরীর জুড়ে ক্লান্তি ছেয়ে থাকে।
- এই রোগে জ্বর বা পায়খানার সঙ্গে রক্তপাত হয় না। তবে আলাদা ভাবে হতে পারে।

চিকিৎসা

➢ পেটে বেশি ব্যথা হলে পিপারমেন্ট অয়েল, আলভেরিন, মেবেভেরিন ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া হয়। তবে যেকোনও ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নেওয়া উচিত।

➢ ডায়রিয়া হলে অ্যান্টি ডায়রিয়াল ওষুধ যেমন, লোপেরামাইড বা লোমোটিল জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

➢ কলটিপেশনে ইসবগুল, মিথাইল সেলুলোজ, ল্যাক্টোলোজ ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে।

➢ প্রয়োজন বুঝে কিছু ক্ষেত্রে এর সঙ্গে অ্যান্টি ডিপ্রেশন বা অ্যান্টি স্প্যাজম্যাটিক ওষুধ নেওয়ার কথা বলা হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

আইবিএস-এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এর থেকে ওজন কমে যাওয়া বা ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ হয় না। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খুব ভোগায় দীর্ঘদিন। এবং রোগটি বারে বারে ফিরে আসতে পারে।

কী করবেন

✓ নিয়মিত যোগ ব্যায়াম বা জিম ওয়র্ক করুন।

✓ দিনে বারে বারে হালকা খাবার খান।

✓ রাতে সব সময় হালকা খাবার খাবেন।

✓ খাবারের তালিকায় মাছ, চিকেন, স্যালাড, সাইট্রাস জাতীয় ফল, আলু, কর্ন রাখার চেষ্টা করুন।

✓ খাওয়ার আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার চেষ্টা করুন। হজমে সাহায্য করবে। পেটও ভর্তি থাকবে। এমনিতেই অল্প খাবার খাবেন।

✓ সারাদিনে বারে বারে বেশি করে জল খেতে হবে।

✓ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে বেশি ফাইবার যুক্ত খাবার খান।

✓ টেনশন ফ্রি থাকার চেষ্টা করুন। দরকারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টি ডিপ্রেশন ওষুধ নিতে পারেন।

✓ রাতের স্বাভাবিক ঘুম বজায় রাখার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ সাত-আট ঘণ্টা ঘুম মাস্ট।

✓ আইবিএস-র সঙ্গে জ্বর, রক্তপাত, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। কারণ, এগুলো আইবিএস না হয়ে অন্য রোগের লক্ষণও হতে পারে।

করবেন না

❖ কখনও পেট ভর্তি করে কোনও খাবার খাবেন না।

❖ বেশিক্ষণ অলস ভাবে এক জায়গায় বসে থাকবেন না।

❖ ডিনারের পরই শুয়ে পরবেন না। এতে খাবার হজম হবে না। খাবার অন্তত দু'-তিন ঘণ্টা পর শুতে যাওয়াই ভাল।

❖ এই রোগে হঠাৎ হঠাৎ করে খেতে ইচ্ছে করে। এটা কিন্তু খিদে পাওয়া নয়। ডাক্তারি ভাষায় এর নাম ক্রেভিং। বাংলায় যাকে বলে 'দুষ্টু খিদে'। তাই এই ধরনের খিদে পেলে বেশি করে খেয়ে ফেলবেন না। বদলে চুইংগাম চিবোন বা জল খান।

❖ আইবিএস-এর রোগীরা কখনোই তাড়াহুড়ো করে খাবেন না। ধীরে-সুস্থে, চিবিয়ে খাবার খান। খাবার হজমে কোনও অসুবিধা থাকবে না।

❖ খাবারের তালিকায় মশলাদার খাবার, ভাজা, চা-কফি, প্রসেসড ফুড, চকোলেট, ময়দা, হোয়াইট সুগার, বিনস, ব্রকলি বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ না থাকাই ভাল। এগুলো সহজে হজম হয় না।

❖ খেতে বসে জল খাওয়ার অভ্যাস থাকলে বন্ধ করুন। এতে হজমে সাহায্যকারী স্বাভাবিক উৎসেচক বা অ্যাসিড ধুয়ে যায়। খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা পরে জল খান। ⁂

যোগাযোগ: ৯৪৩৩২-৮১২৮১
তথ্য সংগ্রহ: উপালি সাহা

কল্যাণীতে ফর্টিসের নয়া উদ্যোগ

হাওড়ার পর কল্যাণীতে ফর্টিস হসপিটালস লিমিটেড তাদের ইনফর্মেশন সেন্টার খুলল। ফলে সুপার স্পেশালিটি মেডিকেল সার্ভিসের প্রচুর সুযোগ পাবেন কল্যাণীর বাসিন্দারা। ফর্টিস হসপিটালসের মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রধান ডা. দেবাশিস শর্মা জানালেন, কার্ডিয়াক সার্জারি বা ল্যাপরোস্কোপির মতো অপারেশন করানোর জন্য কল্যাণী ও অন্যান্য দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা ফর্টিসে আসেন। সেক্ষেত্রে কল্যাণীতে ফর্টিস খুলে তাদের অত্যাধুনিক মাত্রার পরিষেবা দিতে পারাটা নিঃসন্দেহে এক অভিনব পদক্ষেপের সূচনামাত্র। ডা. উজ্জ্বলকুমার দেবনাথ (অর্থোপেডিক ও স্পাইন সার্জন কনসালট্যান্ট), ডা. সঞ্জীব মুখার্জি (কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট), ডা. আশিস ঘোষ (কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট), ডা. সঞ্জয় বসু (কনসালট্যান্ট গ্যাসট্রোএন্টেরোলজিস্ট) সহ বহু বিশিষ্ট চিকিৎসককে পাওয়া যাবে ইনফর্মেশন সেন্টারে। থাকবে ডাইজেস্টিভ কেয়ারের বন্দোবস্তও। 'একই ছাদের তলায় যাবতীয় চিকিৎসা ও সেই সংক্রান্ত তথ্য কল্যাণীর জনসাধারণের মধ্যে সঠিক সময়ে পৌঁছে প্রাণদায়ী ভূমিকার জন্যই ফর্টিসের এই পদক্ষেপ', জানালেন হাসপাতালের ফেসিলিটি ডিরেক্টর শ্রীমতী রিচা এস. দেবগুপ্ত।

দোয়েল দত্ত

কেনাকাটা

ইন্ডাকশন আভেন

গ্যাসের দাম লাগামছাড়া। গৃহস্থের রান্নাঘরে আগুন লেগেছে। গ্যাস এখন শুধুই জ্বালানি নয়, ঘরজ্বালানিও বটে। তাই খরচ বাঁচাতে এখন অনেকেই গ্যাসের বদলে কম খরচের ইন্ডাকশন আভেনের দিকে ঝুঁকছেন। এ শহরে তারই হদিশ দিলেন
দীপা চৌধুরি

ছোট্ট চৌকোণা দেখতে হলেও দশভুজার মতো রান্নাঘরকে সামলাতে পারে। কম সময়ে রান্না করতে এর জুড়ি মেলা ভার। রান্নাঘরকে আরও স্মার্ট করতে বাজারে এসে গেছে ইন্ডাকশন কুকার বা ইন্ডাকশন আভেন। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে কুছপরোয়া না করেই কিনে ফেলতে পারেন ইন্ডাকশন আভেন। রান্নার পরে আভেন পরিষ্কার করার হ্যাপা একদমই নেই। ছোট্ট চৌকোণা স্লিম ইন্ডাকশন কুকার হয়ে উঠতে পারে আপনার গ্যাস আভেনের সাবস্টিটিউট। হাত পুড়ে যাওয়ার ভয় নেই, দুধ উথলে যায় না এবং মাত্র ১২ মিনিটে মাংস রান্না হয়ে যায়। ইন্ডাকশন আভেনের এমনই মজা। গ্যাসে তিন লিটার জল গরম করতে লাগে ৯ থেকে ১০ মিনিট। ইন্ডাকশনে লাগে আড়াই মিনিট। সময় এবং এনার্জি সাশ্রয়ের জন্য ইন্ডাকশন কুকার রান্নাঘরের গর্ব হয়ে উঠতে পারে। খরচ প্রতি মাসে ১৫০ টাকার আশেপাশে। নতুন বছরে রান্নাঘরকে এলিগ্যান্ট লুক দিতে উপহার দিতে পারেন ইন্ডাকশন কুকার। বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রেঞ্জের কুকার বাজারে পাওয়া যায়। যেমন—

- প্রেস্টিজ **ইন্ডাকশন কুকিং টপ**— ৩৬০০ টাকা।
- কোরিও **ইন্ডাকশন কুকিং টপ** (১২ ঘণ্টার টাইমারে রান্না করা যায়)— ২৮৯০ টাকা থেকে ৩৪৯০ টাকা।
- কেনউড **ইন্ডাকশন কুকার**— ১৯০০ ওয়াট এর দাম ৩৬৯৫ টাকা।
- বাজাজ— দাম শুরু ২৯৯৯ টাকা থেকে ৩৯৯৯ টাকা পর্যন্ত (মডেল অনুযায়ী দামের তফাত)।
- ফিলিপস **ইন্ডাকশন কুকার** (২১০০ ওয়াট)— ৩০৯৫ টাকা

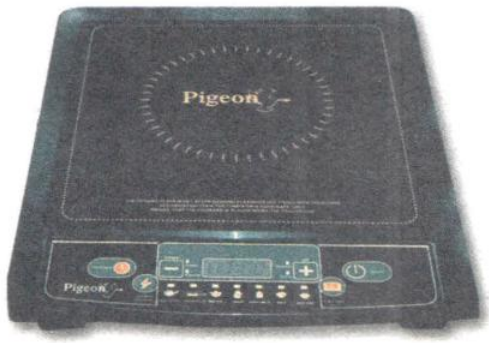

(ফেদার টাচ সুইস মোড) থেকে ৪৫৯৫ টাকা।

- প্রেস্টিজ V_2 **ইন্ডাকশন কুকিং টপ**— বিশেষত ২০০০ ওয়াট, ফেদার টাচ বাটন, অ্যান্টি ম্যাগনেটিক ওয়াল। অটোমেটিক স্টার্ট অপশন। দাম ৪৪৯৫ টাকা।
- সানফ্লেম ক্রিস্টাল গ্লাস প্লেট থাকার জন্য পরিষ্কারে সুবিধা। দাম ২৮৯৫ টাকা থেকে ৩২৯০ টাকা।
- মরফি রিচার্ড রেডিয়েন্ট **কুকিং টপ** (১৯০০ ওয়াট)— ৪৪৯৫ টাকা।
- প্রীথি এক্সেল **ইন্ডাকশন কুকার**— ২৬৯০ টাকা।
- প্রীথি ডায়াল আইসি **ইন্ডাকশন কুকার**— ২৫৯০ টাকা।
- পিজিয়ন **ইন্ডাকশন কুকার**— ২০১৬ টাকা থেকে ৩২৯৯ টাকা পর্যন্ত।
- ক্রম্পটন গ্রিভস **ইন্ডাকশন কুকার**— ৩৯৮৫ টাকা।
- গ্লেন **ইন্ডাকশন কুকিং টপ**— ২৯৯০ টাকা। ⌘⌘

ইন্ডাকশন কুকিং টপের বিশেষত্ব

- আগুনের শিখা না থাকায় হাত পুড়ে যাওয়ার ভয় নেই
- জায়গা কম লাগে
- অটোমেটিক টাইমার দেওয়া থাকে। বেশি ইলেকট্রিসিটি খরচের ভয় নেই।
- ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং টাচ স্ক্রিন
- সর্বোপরি গ্যাসের থেকে সাশ্রয়কারী। মাসে ইন্ডাকশন কুকিং টপের জন্য ১৫০ টাকা খরচ (ন্যূনতম)

(উপরিউক্ত ইন্ডাকশন কুকিং টপের বিভিন্ন মডেলের দামের তারতম্যের কারণ বিভিন্ন ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ)

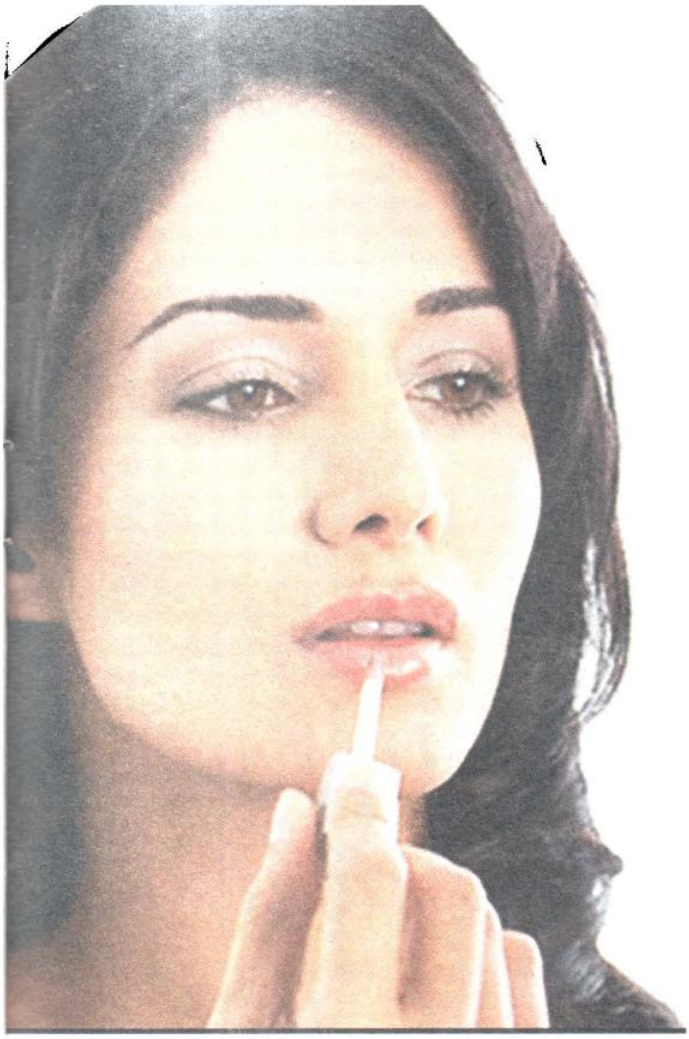

ড্রাই ও ডার্ক লিপস

শীতের পরিমাণ মাঝারি। কিন্তু শুকনো ঠোঁট বা ফাটা গোড়ালির সমস্যায় বিব্রতদের সংখ্যা নেহাত মন্দ নয়। মাঝে মধ্যেই ব্যাগ খুলে চ্যাপস্টিক বা লিপবাম বের করতে হচ্ছে। ঠোঁট ভেজাতে। তাতেও সমাধান হচ্ছে কই? অগত্যা শরণ নিন ছোট ছোট ঘরোয়া পদ্ধতির।

❖ শীতকালেও ঠোঁটে সানস্ক্রিন লাগান। চামড়া হেলদি থাকবে।

❖ লিপস্টিক তোলার পর ঠোঁটে অল্প একটু ঘি লাগিয়ে নিন। সুরক্ষিত থাকবে। চাইলে এসময় কোনও হার্বাল লিপবামও ব্যবহার করতে পারেন।

❖ একটা টুথব্রাশে খানিকটা মধু লাগিয়ে ঠোঁটের উপর হাল্কা চাপ দিয়ে ঘষুন। মরা কোষ উঠে আসবে।

❖ রাতে শুতে যাওয়ার আগে খানিকটা মধু ঠোঁটের উপর লাগিয়ে দশ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। ঠোঁট নরম থাকবে। চাইলে এই মিশ্রণে খানিকটা গ্লিসারিনও মিশিয়ে নিতে পারেন।

❖ কয়েকটি গোলাপের পাপড়ি ভাল করে ধুয়ে কাঁচা দুধে দু'ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তারপর তা চটকে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে ঠোঁটে লাগালে শুষ্কতার সমস্যা কমবে।

❖ ঠোঁটে শসা ঘষলে বা শসার রস মিনিট কুড়ি লাগিয়ে ধুয়ে ফেললেও ড্রাই লিপসের সমস্যা কমবে।

❖ শীত হোক বা গ্রীষ্ম, দিনে ৮-১০ গ্লাস জল কিন্তু মাস্ট।

❖ ঘি বা খানিকটা মাখন লাগালেও ড্রাই লিপসের সমস্যা কমবে। এমনকী ঘি ঠোঁটকে গোলাপি রাখতেও সাহায্য করে।

❖ নিয়মিত ব্যবধানে লাগান পেট্রোলিয়াম জেলি। রাতে শুতে যাওয়ার আগে তো অবশ্যই লাগাবেন।

❖ ঠোঁট ফাটার সমস্যায় খুব ভুগছেন? লিপস্টিক লাগিয়েও দেখতে খুব খারাপ লাগছে? তাহলে চটপট নিমপাতার রস লাগিয়ে নিন। উপকার পাবেন।

❖ ক্যাস্টর অয়েল, ফ্রেশ অ্যালোভেরা জেলও ড্রাই লিপসের সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্তি দেবে।

❖ প্রতিদিনের ডায়েটে টম্যাটো, হোল গ্রেন ফুড, গাজরের মতো ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। শরীরের ময়েশ্চার ব্যালান্স থাকবে।

ডার্ক লিপ

• ডার্ক লিপের সমস্যা এমন পর্যায়ে গেছে যে ডার্ক রঙের লিপস্টিক ছাড়া আপনি হয়তো কোথাও বেরতেই পারছেন না। ভেবে দেখুন তো, এর জন্য আপনার কোনও হ্যাবিট দায়ী কিনা। যদি আপনার ধূমপানের অভ্যেস থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা ছাড়ুন। এখান থেকেই যাবতীয় সমস্যার উৎপত্তি।

• ঠোঁট একটু শুকিয়ে গেলেই ভেসলিন লাগিয়ে নিন। তবে এটা কিন্তু সাময়িক স্বস্তি দেবে।

• নিয়মিত ঘি লাগালে ডার্ক লিপের সমস্যা যেমন কমবে, তেমনই ঠোঁট ফিরে আসবে তার স্বাভাবিক রঙে।

• লিপবাম, লিপস্টিক, সানব্লক এবং ওয়াইন কালারের লিপস্টিক লাগান নিয়মিত। সমস্যা কমবে।

• রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ২ ফোঁটা মধু, লেবুর রস আর গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে মিনিট কুড়ি রেখে ধুয়ে ফেলুন।

• আমন্ড অয়েলও ডার্ক লিপের সমস্যায় ভাল কাজ করে। শুধু ঠোঁটই নয়, শরীরের যে কোনও জায়গার রং ফিরিয়ে আনতে তা উপকারী।

• দুধ ও কেশর মিশিয়ে রাতে লাগান। নিয়মিত ব্যবহারে ফল পাবেন।

• গ্লিসারিন, কেশর ও গোলাপের পাপড়ি বেটে মিক্সচার বানিয়ে রাতে লাগান। ফারাকটা কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার নিজের চোখে ধরা পড়বে। ⌘⌘

দোয়েল দত্ত

রেলসূচি

পূর্ব রেলের সফরসূচি (হাওড়া থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২২৭৩	দুরন্ত এক্সপ্রেস (অমৃতসর)	১৩.০০	(সোম, শুক্র)
১২৩১১	দিল্লি-কালকা মেল	১৯.৪০	
১৩০০৫	অমৃতসর মেল	১৯.১০	
১২৩২১	মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	২২.০০	
১২৩৮১	পূর্বা এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি)	৮.২০	(ভায়া গয়া, বেনারস)
১২৩০৩	পূর্বা এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি) (ভায়া পাটনা)	৮.১০	
১২৩২৩	হাওড়া-নিউদিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৮.৪৫	
১২২৪৯	যুব এক্সপ্রেস (নিউদিল্লি)	১৭.১০	(বৃহ)
১২৩০১	রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১৬.৫৫	(রবি ছাড়া)
১২৩০৫	রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১৪.০৫	(রবি)
১২৩০৭	যোধপুর এক্সপ্রেস	২৩.৩০	
১২০১৯	শতাব্দী এক্সপ্রেস (বোকারো, রাঁচী)	৬.০৫	(রবি ছাড়া)
১৩৪৮৫	মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৫.১৫	(রবি ছাড়া)
১২৩৩১	হিমগিরি এক্সপ্রেস (জম্মু-তাওয়াই)	২৩.৫৫	(মঙ্গল, শুক্র, শনি)
১২৩৬৯	কুম্ভ এক্সপ্রেস (হরিদ্বার)	১৩.১০	(সোম, বুধ, বৃহ, শনি, রবি)
১২৩৪৫	সরাইঘাট এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি)	১৫.৫০	
১২৩২৭	উপাসনা এক্সপ্রেস (দেরাদুন)	১৩.১০	(মঙ্গল, শুক্র)
১৩০৩৯	দিল্লি-জনতা এক্সপ্রেস	২০.২০	
১৩০৪৯	অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৪.০০	
১৮০১৯	বাঘ এক্সপ্রেস (কাঠগুদাম)	২৩.৪৫	
১৩০২১	মিথিলা এক্সপ্রেস (রক্সৌল)	১৫.৪৫	
১২৩৮৫	ডবলডেকার এক্সপ্রেস (ধানবাদ)	৮.৩০	
১২৩৪১	অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস (আসানসোল)	১৮.২০	
১২৩৫১	দানাপুর এক্সপ্রেস	২০.৩৫	
১২৩৩৭	শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১০.১০	
১৩০১৫	কবিগুরু এক্সপ্রেস (বোলপুর)	১০.৪৫	
১৮০১৭	গণদেবতা এক্সপ্রেস	৬.০৫	
১২৩৩৩	বিভূতি এক্সপ্রেস (বেনারস)	২০.০০	
১৩০২৭	কবিগুরু এক্সপ্রেস (আজিমগঞ্জ)	২২.৪০	
১২১৭৫	চম্বল এক্সপ্রেস (গোয়ালিয়র)	১৭.৪৫	(মঙ্গল, বুধ, রবি)
১৯৩০৬	শিপ্রা এক্সপ্রেস (ইন্দোর)	১৭.৪৫	(সোম, বৃহ, শনি)
১১৪৪৮	শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (জব্বলপুর)	১৪.৩০	
১২১৭৭	চম্বল এক্সপ্রেস (আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট)	১৭.৪৫	(শুক্র)
১৩০৫৩	হাওড়া-সিউড়ি এক্সপ্রেস	২০.৩৫	

পূর্ব রেলের সফরসূচি (শিয়ালদহ থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২৩১৩	রাজধানী এক্সপ্রেস	১৬.৫০	
১০২৫৯	নিউদিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১৮.৪০	(সোম, বুধ, বৃহ, রবি)
১২৩৭৭	পদাতিক এক্সপ্রেস (নিউ জলপাইগুড়ি)	২২.৫৫	
১৩১৪১	তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩.৪০	
১২৩৪৩	দার্জিলিং মেল	২২.০৫	
১৫৬৫৭	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	৬.৩৫	
১২৩৭৯	জালিনওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস (অমৃতসর)	১৩.১০	(শুক্রবার)
১৩১৪৭	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (নিউ কোচবিহার)	১৯.৩৫	
১৩১৪৯	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (আলিপুরদুয়ার)	২০.৩০	
১৩১৬৩	হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (সহর্ষ)	২০.১০	
১৩১৩৩	শিয়ালদহ- বেনারস এক্সপ্রেস (এসবিজি লুপ)	২১.১৫	
১২৩১৭	অকালতখ্ত এক্সপ্রেস	৭.৪০	(বুধ, রবি)
১৩১৫৩	গৌড় এক্সপ্রেস	২২.১৫	

পূর্ব রেলের সফরসূচি (কলকাতা (চিৎপুর) থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১৩১১১	লালকেল্লা এক্সপ্রেস (ভায়া মেন লাইন)	২০.১৫	
১৫০৪৯	গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস	১৪.৩০	(বুধ, রবি)
১৫০৫১	গোরক্ষপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (ভায় নারকাটিয়াগঞ্জ)	১৪.৩০	(শুক্র)
১৫০৪৭	পূর্বাঞ্চল (গোরক্ষপুর) এক্সপ্রেস	১৪.৩০	(সোম, মঙ্গল, বৃহ, শনি)
১৩১৫১	জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস	১১.৪৫	
১৩১৫৫	মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস (দ্বারভাঙা)	২০.৫৫	(বৃহ, রবি)
১২৩৫৯	গরিব রথ এক্সপ্রেস (পাটনা)	২০.০০	(মঙ্গল, বৃহ)
১২৩৬৩	হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৯.০৫	(মঙ্গল, বৃহ, শনি)
১৩১১৩	হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস (মুর্শিদাবাদ লালগোলা)	৬.৫০	
১৯৬০৫	সারে জাঁহা সে আচ্ছা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (আজমীর)	১৩.১০	(শনি)
১২৩১৯	আগ্রা এক্সপ্রেস	১৩.১০	(বুধ)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সফরসূচি (হাওড়া থেকে)

আপ ট্রেন	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	
১২৮৩৯	চেন্নাই মেল	২৩.৪৫	
১২৮১০	মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	২০.১৫	
১২৮৬০	গীতাঞ্জলি মুম্বই এক্সপ্রেস	১৩.৫০	
১২৮৩৪	আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস	২৩.৫৫	
১২৮৪১	করমণ্ডল (চেন্নাই এক্সপ্রেস)	১৪.৫০	
১২৭০৩	ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	৭.২৫	
১২৮১৩	টাটা স্টীল এক্সপ্রেস	১৭.৩০	
১২৮৭১	ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	৬.৫৫	
১২৮৩৭	পুরী এক্সপ্রেস	২২.৩৫	
১৮৪০৯	শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৯.০০	
১২৮২১	ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	৬.০০	
১২৮৪৭	হাওড়া-দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১১.১৫	
১৮০০১	হাওড়া-দীঘা কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৪.১৫	
১৮৬৪৫	ইস্ট কোস্ট (হায়দরাবাদ) এক্সপ্রেস	১১.৪৫	
১২৮২৭	পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১৬.৫০	
১২১৩০	আজাদ হিন্দ (পুনে) এক্সপ্রেস	২১.৫৫	
১২৮৮৩	রূপসী বাংলা (পুরুলিয়া এক্সপ্রেস)	৬.০০	
১২২৭৭	হাওড়া-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	১৪.২৫	বুধবার ছাড়া
১২২৬২	হাওড়া-মুম্বই (ভি টি) দুরন্ত এক্সপ্রেস	৮.২০	সোম, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র
১২৮৭০	হাওড়া-মুম্বই উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৪.৩৫	শুক্রবার
১২২৪৫	হাওড়া-যশবন্তপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১১.০০	মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও রবি
১২০৭৩	ভুবনেশ্বর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস	১৩.২৫	রবিবার ছাড়া
১২১০২	জ্ঞানেশ্বরী (এলটিটি) এক্সপ্রেস	২২.৫৫	সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও রবি
১৮৬১৭	হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ভায়া টাটানগর	১৫.০৫	বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
১৫৯০২	ডিব্রুগড়-হাওড়া-যশবন্তপুর উইকলি এক্সপ্রেস	১.০৫	রবিবার
১৫৬১২	কামাক্ষ্যা-হাওড়া-কুরলা কর্মভূমি উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.৩৫	রবিবার
১২৮৯৫	হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস	২০.৫৫	শুক্রবার
১৮০৪৭	হাওড়া- ভাস্কো অমরাবতী এক্সপ্রেস	২৩.৩০	সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি
১২৮৬৫	হাওড়া-পুরুলিয়া লালমাটি এক্সপ্রেস	৮.৩০	মঙ্গল ও শনি
১২৫১৫	ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল-হাওড়া-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	১১.১৫	মঙ্গলবার
১২৬৬৩	তিরুচিরাপল্লী বাই-উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	বৃহস্পতিবার
১২৬৬৫	কন্যাকুমারী উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	সোমবার
১২৯০৬	হাওড়া-পোরবন্দর/ওখা এক্সপ্রেস	২২.৫৫	শুক্র, শনি
১২৫১৩	সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া-গুয়াহাটি উইকলি এক্সপ্রেস	১১.১৫	সোমবার
১৫২২৮	মুজফ্ফরপুর-হাওড়া-যশবন্তপুর উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.১৫	সোমবার
১৫২২৭	যশবন্তপুর-হাওড়া-মুজফ্ফরপুর উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.১৫	শুক্রবার
১২১৫২	হাওড়া-কুরলা সমরাষ্ট্র এক্সপ্রেস ভায়া আদরা	২১.১৫	শুক্রবার
১৫৭২২	নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া-দীঘা ফারিয়া এক্সপ্রেস	৭.৫০	শনিবার
১২৮৬৭	হাওড়া-পণ্ডিচেরী উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.৩০	রবিবার
২২৮৩১	হাওড়া-শ্রী সত্য সাঁই প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস	১৫.৫০	বুধবার
২২৮১৭	মাইসোর উইকলি এক্সপ্রেস	১৬.১০	শুক্রবার
১৫৬৪৪	কামাক্ষ্যা-হাওড়া-পুরী উইকলি এক্সপ্রেস	২৩.১৫	শুক্রবার

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সফরসূচি (শালিমার থেকে)

১৮০৩০	কুরলা এক্সপ্রেস	১৫.০০	
১৬৩২৪	শালিমার-ত্রিবান্দ্রম বাই-উইকলি এক্সপ্রেস	২২.৪৫	মঙ্গল ও রবিবার
১৫০২১	শালিমার-গোরক্ষপুর উইকলি এক্সপ্রেস	২০.২৫	মঙ্গলবার
১৮০০৭	শালিমার-বারিপদা ইন্টারসিটি ট্রাই-উইকলি এক্সপ্রেস	৬.৪০	রবি, বুধ ও বৃহস্পতি
২২৮৩৫	শালিমার-পুরী উইকলি এক্সপ্রেস	২১.০০	বুধবার
২২৮৫৩	শালিমার-বিশাখাপত্তনম উইকলি এক্সপ্রেস	১৮.১৫	মঙ্গলবার
২২২১৩	শালিমার-পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২.০৫	সোম, বুধ ও শুক্র
২২৮৫৯	শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ উইকলি এক্সপ্রেস	১২.২০	শুক্রবার

দক্ষিণ পূর্ব রেলের সফরসূচি (সাঁতরাগাছি থেকে)

২২৮৫৫	সাঁতরাগাছি-তিরুপতি উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১৬.০৫	
১২৭৬৮	সাঁতরাগাছি-হাজুর সাহিব নানদেদ উইকলি এক্সপ্রেস	১৪.৫০	বুধবার

রেল সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২৬৩৮ ২২১৭/২৬৩৭ ৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৮৪, পূর্ব রেলওয়ে ১৩১০, শিয়ালদহ অনুসন্ধান ২৩৫০ ৩৫৩৫/৩৫৩৭, হাওড়া অনুসন্ধান ২৬৩৮ ২৫৮১ শালিমার ২৬৬৮ ১১২১, হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্স ১৩৩১/১৩৩২, হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স ২৬৩৮ ২২১৭, রিজার্ভেশন এনকোয়্যারি ১৩৯

উড়ানসূচি

এ.আই - এয়ার ইন্ডিয়া, বি.এ - ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, বি.জি - বিমান বাংলাদেশ, সি.ডি - অ্যালায়েন্স এয়ার, এফ.এস - কসমিক এয়ার, এফ.ডি - থাই এয়াঁর এশিয়া, জি.এফ - গাল্‌ফ এয়ার, আই.এক্স - এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, কে.বি - ড্রুক এয়ার, ই.কে - এমিরেটস, এস.জি - স্পাইস জেট, এস.কিউ - সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স, এস.টু - জেটলাইট, টি.জি - থাই এয়ারওয়েজ, ৯ ডব্লিউ - জেট এয়ারওয়েজ, জেড ফাইভ - জি.এম.জি এয়ারলাইন্স, সিক্স.ই - ইন্ডিগো, এ. কে - এয়ার এশিয়া, ফোর এইচ - ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ।

অভ্যন্তরীণ উড়ান

ফ্লাইট নং	কলকাতা থেকে ছাড়ার সময়	দিন
আগরতলা		
এস টু ৩৭১	৭.৫০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৭৩	৮.৫০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৩	১১.৩০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৪২	১২.১০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭১	১৪.১৫	প্রতিদিন
এ আই ৯৭২৭	১৬.৫০	বুধ, শুক্র, রবি
আহমেদাবাদ		
সিক্স ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন (সোম-শনি)
সিক্স ই ২৩৮	৮.১৫	রবিবার
সিক্স ই ১৩৬	১১.১৫	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
আইজল		
৯ ডব্লিউ ২৮৭১	১০.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭১১	১১.০০	বুধ, শুক্র, রবি
বাগডোগরা		
৯ ডব্লিউ ২৪৮০	১২.২০	প্রতিদিন
এ আই ০৭২১	১৩.০৫	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
এ আই ০৭২১	১৩.৪০	বুধবার
এস জি ৩২৩	১৩.৫৫	প্রতিদিন
বেঙ্গালুরু		
সিক্স ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৫২৩	৭.২০	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গল ছাড়া প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪২	২০.১০	প্রতিদিন
ভোপাল		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
ভুবনেশ্বর		
৯ ডব্লিউ ২১৫০	১১.২৫	প্রতিদিন
চেন্নাই		
সিক্স ই ২৭৫	৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ৮৪২	১৫.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৩২৪	১৭.০৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৯১	২০.৩০	প্রতিদিন
দিল্লি		
এ আই ০১১১	১০.১০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৩৬	১১.৪৫	প্রতিদিন
এস জি ৬০৬	১২.০০	প্রতিদিন
এ আই ০৭৬১	১৩.২৫	প্রতিদিন
এস টু ৩২০	১৫.৩০	প্রতিদিন
এ আই ০৭০১	১৭.০০	প্রতিদিন
ডিব্রুগড়		
সিক্স ই ২০৫	১২.৩০	প্রতিদিন
গয়া		
এ আই ০২২৭	১০.০০	সোমবার
গোয়া		
এস জি ৮০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
গুয়াহাটি		
এস টু ৩৬১	৬.১০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৯২	১৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৪৮২	১৬.৫০	রবিবার ছাড়া রোজ
এস জি ৮৮৩	১৭.৪৫	প্রতিদিন
হায়দরাবাদ		
সিক্স ই ৩৪৮	৭.২৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৫২	১৬.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭২	১৭.৫০	প্রতিদিন
ইন্দোর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
জয়পুর		
সিক্স ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন
এস জি ৩৪৫	১৬.৪৫	প্রতিদিন
জোরহাট		
এস টু ৬২৩	১২.২৫	সোম, বুধ, শুক্র
কানপুর		
এ আই ৯৮০২	১৪.০০	সোম, বুধ, শুক্র
কোচি		
এস জি ৮০৩/১০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন
লখনউ		
সিক্স ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
মুম্বই		
সিক্স ই ৩১৮	৫.৫৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২০৩	১৪.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০৪	১৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৪	১৮.০০	প্রতিদিন
সিক্স ই ৪০৪ (ভায়া নাগপুর)	১৮.২০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২১২	২১.০৫	প্রতিদিন
নাগপুর		
সিক্স ই ৪০৪	১৮.২০	প্রতিদিন
পাটনা		
৯ ডব্লিউ ২৮৫২	৬.১৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৮৫৪	১৭.৫০	প্রতিদিন
পোর্ট ব্লেয়ার		
এ আই ০৭৮৭	৫.৩৫	প্রতিদিন
পুণে		
৯ ডব্লিউ ২০২	৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ২১৯	১৭.৪০	প্রতিদিন
রায়পুর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
রাঁচি		
৯ ডব্লিউ ২৮৫৬	১৫.০৫	প্রতিদিন
শিলচর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
৯ ডব্লিউ ২৮৭৫	৫.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭৫৩	১৩.০৫	সোম, বুধ
শিলং		
এ আই ৯৭১৯	১১.৪০	সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি
এ আই ৯৭১১	১৩.১০	বুধ, রবিবার
শ্রীনগর		
এস জি ৬০৪/২২৪	৭.১৫	প্রতিদিন
তেজপুর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
ত্রিবান্দ্রম		
সিক্স ই-৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
বরোদা		
সিক্স ই ২১২	৭.০৫	প্রতিদিন
বারাণসী		
৯ ডব্লিউ ২৪৬১	১১.০৫	প্রতিদিন
বিশাখাপত্তনম		
৯ ডব্লিউ ২৮৪১	৬.০৫	প্রতিদিন

বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য

এয়ার ইন্ডিয়া : ২২৮২ ২৩৫৬, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৯৪৩৩, জেট এয়ারওয়েজ : ৩৯৮৯ ৩৩৩৩, স্পাইস জেট : ১৮০০ ১৮০ ৩৩৩৩, ইন্ডিগো : ৪০০৩ ৬২০৪ এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৮৪৪২/৮৩৫৭, জেট লাইট : ১৮০০ ২২৩০২০, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ০৯০১

(রেল ও বিমানের ছাড়ার সময় পরিবর্তনসাপেক্ষ। যাত্রার আগে অবশ্যই অনুসন্ধান করে নেবেন।)

বাসযাত্রা

রয়্যাল ক্রুজার

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৭টা
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-পুরী
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা
পুরী থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬টা ৪৫, সাড়ে সাতটা, সাড়ে নটা, বিকেল ৪টে ও বিকেল ৫টা
ধর্মতলা থেকে বিকেল ৪টেয় যে বাসটি ছাড়ে সেটি বোকারোও যায়।

এসবিএসটিসি

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা, ৬টা, ১০-১০, ১২-৪৫

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪০, ৬-৪০, ৭-৩০

কলকাতা-রায়গঞ্জ
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-১০, ৮-১০

কলকাতা-গঙ্গারামপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৩০, ৬-৫০, ৭-৫০

কলকাতা-নালাগোলা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬-১৫

কলকাতা-দুর্গাপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা থেকে সন্ধে ৬-৩০ (১৫ মিনিট অন্তর গাড়ি)

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে সকাল ৫-১৫ থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ৩-৩০, ৩-৪৫

কলকাতা-পুরুলিয়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ২-১৫

এনবিএসটিসি

কলকাতা-আলিপুরদুয়ার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-বহরমপুর
সকাল ৬-৪৫, দুপুর ১২টা। বহরমপুর থেকে ছাড়ে একই সময়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ১০টা, দুপুর ২-৪০। ওখান থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-৩০

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট রাত ৮টা

কলকাতা-চাঁচোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট ৯-৩০

কলকাতা-কোচবিহার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে দুপুর ২টো, রাত ৮টা, রকেট রাত ৮টা
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০, রকেট ৮টা

কলকাতা-দার্জিলিং
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-দীঘা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রকেট, রাত ৯-৩০

কলকাতা-জলপাইগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৮টা

জয় দাদা ভলভো

কলকাতা-তারাপীঠ
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সকাল ৭-১৫
তারাপীঠ থেকে ছাড়ে বিকেল ৪টে

কলকাতা-শিলিগুড়ি
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭-৩০

কলকাতা-আসানসোল
সল্টলেক থেকে সকাল ৯টা, বাবুঘাট থেকে ১০টা

কলকাতা-বোকারো
সল্টলেক থেকে সকাল ৬-৩০, বিকেল ৪টে বাবুঘাট থেকে সকাল ৭-৩০, বিকেল ৫টা

ভূরিভোজ

থ্রি-কোর্স ডিনারে প্রপার ডেজার্ট না হলে মনে হয় খাওয়াটাই মাটি হয়ে গেল। এই ক্রিসমাস ইভ-এ সেরকম কিছু অসাধারণ ডেজার্ট-এর রেসিপি দিলেন টাটা মেডিক্যাল সেন্টার-এর ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ম্যানেজার **শান্তনু রায়**

ডাই ফর ডেজার্ট

ক্রিসমাস ফ্রুট মিক্স

উপকরণ : ৩০০ গ্রাম কিশমিশ, ৩০০ গ্রাম সুলতানা, ৩০০ গ্রাম কারেন্ট, ৩০০ গ্রাম দানা ছাড়ানো প্রুন, ৩০০ গ্রাম কুচনো আমন্ড, ৩০০ গ্রাম কাজুবাদাম বা কাঠবাদাম, ২০০ গ্রাম চালকুমড়োর বরফি, ১৫০ গ্রাম লাল ও সবুজ গ্লেজড চেরি, ৩০০ গ্রাম কমলালেবুর খোসা, ৬০ মিলি ব্র্যান্ডি, ৩০ মিলি শেরি লিকার বা ব্রিস্টল ক্রিম, ২০ মিলি চেরি ব্র্যান্ডি, ৫০ গ্রাম অল স্পাইস (দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল ২:১:১:১ অনুপাতে), ২০০ মিলি গোল্ডেন সিরাপ, ২০০ মিলি মধু, এবং ৫০০ গ্রাম স্ট্রবেরি জ্যাম।

প্রণালী : পুরোটা মিশিয়ে রেখে দিতে হবে একমাস, তারপর কেক বা পুডিংয়ে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায়।

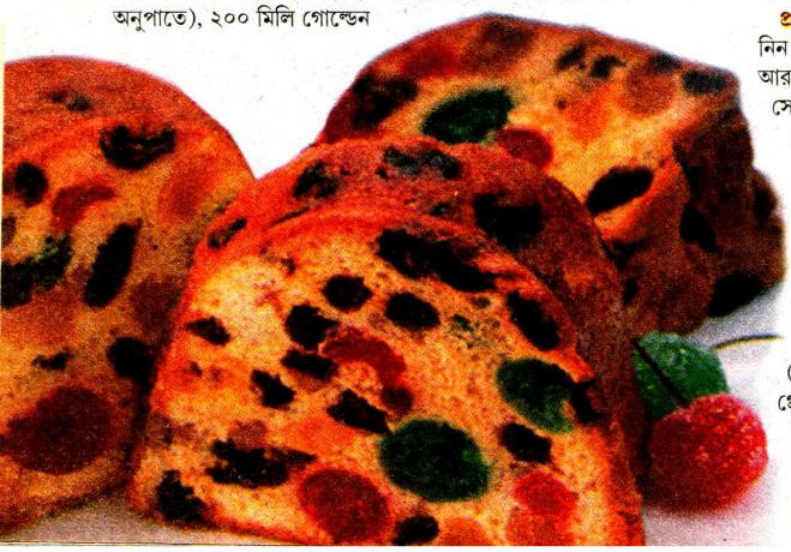

বুশ দে নোয়েল

স্পঞ্জ তৈরির উপকরণ : ৭টা ডিম, ২০০ গ্রাম ক্যাস্টর সুগার, ১৫০ গ্রাম ময়দা, ৫ মিলি ভ্যানিলা এসেন্স, ৫০ গ্রাম কোকো পাউডার, ১০০ গ্রাম সুগার সিরাপ, ৩৫০ গ্রাম হুইপড ক্রিম।

প্রণালী : স্পঞ্জ তৈরির জন্য ডিম, চিনি আর ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটা ক্রমশ ফ্লাফি হয়ে উঠবে। তারপর মেশান কোকো পাউডার আর ময়দা। একটা ট্রেতে ৫ ইঞ্চি চওড়া করে মিশ্রণ ঢেলে ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পাঁচমিনিট বেক করুন। কেক তৈরির জন্য একটা বাটার পেপারে স্পঞ্জটা রেখে, তার ওপর দিন সিরাপ আর ক্রিম। পেপারের সাহায্য নিয়ে রোল করে নিন, অন্ততপক্ষে একঘণ্টা ফ্রিজে রাখতে হবে। কাগজ সরিয়ে ইচ্ছেমতো শেপে কেটে নিন। শেষে ক্রিম আর চকোলেট ফ্লেক্স দিয়ে সাজিয়ে নিন। উপরের মাপে দু'পাউন্ড কেক তৈরি হবে।

ক্রিসমাস পুডিং

উপকরণ : ১.২ কেজি ক্রিসমাস ফ্রুট মিক্স, ০.১২ কেজি মাখন (সম্ভব হবে সুয়েট ফ্যাট) ০.১ কেজি ব্রাউন সুগার, ৩টে ডিম, ২টো গ্রেট করা লাইম জেস্ট, ৪০ গ্রাম ময়দা, ২০ গ্রাম কর্নফ্লাওয়ার, ৪০

গ্রাম ব্রেড ক্রাম্ব।

প্রণালী : ডিম আর চিনি খুব ভাল করে ফেটিয়ে নিন। মিশ্রণটা ফেনা ফেনা হয়ে যাবে। তখন কর্নফ্লাওয়ার আর লেমন রিন্ড দিয়ে ভাল করে মেশান। ম্যারিনেট করা ফ্রুটের সঙ্গে এবার যোগ করুন ব্রেড ক্রাম্ব, গলানো মাখন বা সুয়েট ফ্যাট। তাতে মেশান ডিমের মিশ্রণ। ১৫০ ডিগ্রি তাপে দেড় ঘণ্টা বেক করতে হবে ওয়াটার বাথ পদ্ধতিতে। ছ'টা এক পাউন্ড পুডিং তৈরি হবে।

ক্রিসমাস মিন্সড পাই

উপকরণ : ৬০০ গ্রাম নুন ছাড়া মাখন, ৩০০ গ্রাম ক্যাস্টর সুগার, ৩টে ডিম, ৯০০ গ্রাম ময়দা, ১০ মিলি ভ্যানিলা এসেন্স, ১কেজি ক্রিসমাস ফ্রুট মিক্স।

প্রণালী : খোলের জন্য প্রথমে মাখন আর চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে নিন মিক্সারে। ভ্যানিলা এসেন্স আর ডিম দিয়েও খুব ভাল করে ফেটান। ময়দা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ফ্রিজে মিশ্রণটা রেখে দিন প্রায় দু'ঘণ্টা। প্রয়োজনমতো ময়দা রোল আউট করে নিয়ে পাই প্যানে লাগান। ভিতরে দিন ফ্রুট মিক্স। আর একটু ময়দা গোল করে বেলে নিয়ে ফ্রুট মিক্সের ওপর চাপিয়ে দিন। খুব সাবধানে ধারগুলো সিল করুন। ওপরে দু-একটা ফুটো করে দিন যাতে ভাপ বেরিয়ে যেতে পারে। মাঝারি আঁচের আভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ৩০ মিনিট বেক করুন। এই পরিমাণ উপাদানে ১০০ গ্রাম মাপের ৩০টা পাই হবে।

ক্রিসমাস স্টোলেন

উপকরণ : ২ কেজি ময়দা, ২ লিটার দুধ, ৬০ গ্রাম তাজা ইস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিতে হবে রেস্টিংয়ের জন্য। ২ কেজি ময়দা, ৮০ গ্রাম নুন, ৪০০ গ্রাম ক্যাস্টর সুগার, ১৫ টি ডিমের কুসুম, ১২০ গ্রাম তাজা ইস্ট, ৮০ গ্রাম স্টোলেন স্পাইস, ৯০০ গ্রাম নুন ছাড়া মাখন, ৬০০ গ্রাম দুধ, ফ্রুট মিক্সচার, ২৬০০ গ্রাম কিশমিশ, ১০০ গ্রাম লাল গ্লেজড চেরি, ১২০০ গ্রাম মিক্সড পিল, ৮০০ গ্রাম রাম, ৬০০ গ্রাম আমন্ড কুচো, প্রত্যেকটা লোফের জন্য ৫০ গ্রাম মার্জি প্যান রোল আউট করে নিতে হবে।

প্রণালী : মিশ্রণটাকে মোলায়েমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

ফিশফিশ !

মাছ ছাড়া বাঙালির জীবন অসম্পূর্ণ। আর শীতকাল হলে তো কথাই নেই। জমিয়ে নানারকম মাছের প্রিপারেশন। খাওয়ার মরশুম তো এল বলেই। আর তাই কলকাতার দুই শেফ ও ফুড স্টাইলার দেবাশিস কুণ্ডু ও অনিরুদ্ধ গুহ রায় নিয়ে এলেন তাঁদের রেস্টুরেন্ট ফিশ ফিশ-এর (কলকাতার একমাত্র রেস্টুরেন্ট যেখানে মাছের এত ভ্যারাইটি আছে) উইন্টার ফিশ কার্নিভাল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ল্যাটিন আমেরিকা, ভারতীয় উপমহাদেশের নানারকম মাছের আইটেমের পসরা যেমন প্রন অন টোস্ট (ইতালিয়ান), বার বি কিউ প্রন (ব্রিটিশ), পদ্মা হিলসা (বাংলাদেশ), ফ্রায়েড কালমারি (মরক্কো), প্রনি রেড কারি (থাই) ইত্যাদি প্রচুর জিভে জল আনা রেসিপি ছিল কার্নিভালে। এছাড়াও মাছের খাদ্যগুণ (জিরো কোলেস্টেরল ও ফ্যাট) সম্পর্কেও দেবাশিস এদিন কিছু বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অনিরুদ্ধ জানালেন, মৎস্যপ্রেমীদের জন্য সারাবিশ্বে মাছের আইটেমগুলো এখানে নিয়ে আসাই আমাদের উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যেকে নিজের পছন্দমতো ডিশ বেছে নিতে পারেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

মেশানোর সময় প্রথমে দু'মিনিট খুব ধীরে চালান, তারপর ৫ মিনিট খুব দ্রুত চালান, তারপর বাদাম আর ফ্রুট মিশিয়ে আরও দু'মিনিট চালাতে হবে মিক্সি। ১৫ মিনিট রেখে দিন। ৬৫০ গ্রাম মাপের ময়দার তাল কেটে নিন। স্টোলেন শেপে গড়ে নিন। স্টোলেনের মাঝখানে মার্জিপ্যান দিতে ভুলবেন না। এমনভাবে ময়দার তালটা মুড়তে হবে যাতে মার্জিপ্যান ঠিক মাঝখানে থাকে।

১৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বেক করে নিন। তার পর আভেন থেকে সরিয়ে গলানো নুন ছাড়া মাখন ব্রেডের গায়ে লাগিয়ে দিন। ওপর থেকে ক্যাস্টর সুগার ছড়িয়ে দিন। ৩০০ গ্রাম ওজনের ৫০টা স্টোলেন তৈরি হবে।

ক্রিসমাস প্লাম কেক

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম নুন ছাড়া মাখন, ২৫০ গ্রাম ক্যাস্টর সুগার, ১৬টা ডিম, ৩০০ গ্রাম ময়দা, ৫ গ্রাম বেকিং পাউডার, ৫ মিলি ভ্যানিলা এসেন্স, ২৫০ গ্রাম ক্রিসমাস ফ্রুট, ৫০ গ্রাম প্রুন জ্যাম, ৫০ মিলি ব্ল্যাকজ্যাক।

প্রণালী : ভাল করে মাখন আর চিনি মিশিয়ে নিন। এরপর যোগ করুন ডিম, ভ্যানিলা আর ব্ল্যাক জ্যাম। ময়দা আর বেকিং পাউডার ভাল করে মিশিয়ে নিন। তাতে ফল মেশান। পুরোটা একসঙ্গে মিশিয়ে ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বেক করুন। ইচ্ছে হলে আমন্ড আইসিং দিয়ে সাজিয়ে নিন। এই পরিমাণ উপকরণ দিয়ে এক পাউন্ড ওজনের দুটো কেক তৈরি হবে। ⌘⌘

যেখানে ভূতের ভয়...

কাকলি চক্রবর্তী

এই ছবি সম্পর্কে পরিচালক সন্দীপ রায় বলেছেন 'একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি।' অর্থাৎ তিনটি ছোট গল্পকে একটা যোগসূত্রে বেঁধেছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'অনাথবাবুর ভয়', 'ব্রাউনসাহেবের বাড়ি' এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূতের ভবিষ্যৎ' এই তিনটি গল্পের যোগসূত্র হয়েছেন সত্যজিৎ রায়েরই সৃষ্ট চরিত্র তারিণীখুড়ো। ছবি মুক্তির আগে প্রচুর প্রচারের কারণে এই কথাগুলি সকলেরই জানা। কিন্তু ছবি দেখার পর বলতেই হবে, এই পরীক্ষায় সন্দীপ রায় অত্যন্ত সফল। সত্যজিৎ রায়ও রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প নিয়ে 'তিন কন্যা' করেছিলেন, সন্দীপ যদি তার থেকে প্রভাবিতও হন, তবু তাঁর উপস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'তিন কন্যা'-তে তিনটি গল্প স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে। 'যেখানে ভূতের ভয়'-তে সবগুলো গল্প একটি গল্পে পরিণত, যা কিনা তারিণীখুড়ো বলছেন আর শুনছে পাঁচটি বালক। তার মধ্যে শেষের গল্পটি ওই বালকদেরই একজনের পরিবারের কাহিনি।

নিটোল একটা গল্পের আসর। সেখানে চা-পান, সিঙারা-ভক্ষণ সবই চলছে। এরই মধ্যে ঘনিয়ে আসছে ভুতুড়ে পরিবেশ। অনাথবাবুর ভয়ের শেষ দৃশ্যে দর্শক যখন বিস্ফারিত চক্ষু, এবং বাকরুদ্ধ ঠিক সেই মুহূর্তে তারিণীখুড়ো চায়ের বিরতি দিলেন। পর্দায়ও ফুটে উঠল বিরতি। মানুষের মনের ভূতের স্পেলটা ভেঙে গেল। চায়ের বিরতির সঙ্গে পর্দার বিরতি, এক কথায় দারুণ।

'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি'-তেও বেশ গায়ের লোমখাড়া করে দেওয়া পরিবেশ। আর 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এ তো আছে মিষ্টি ভূত, যে ভয় দেখায় না। তার সঙ্গে আছে একটু প্রেম একটু ভাললাগা। প্রত্যেকটি গল্পেই টেকনিকে দর্শক চমকে উঠবেনই। যেমন 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি'-তে—সাইমনের চোখ বা ভূতের ভবিষ্যৎ'-এ দেশলাইয়ের আগুনে নন্দবাবুর উবে যাওয়া এককথায় অনবদ্য। আর বাড়িগুলো খুঁজে বার করেছেন বটে পরিচালক। শুধু বাড়িগুলো দেখলেই গল্প অর্ধেক জমে যাচ্ছে।

ন্যাপলার মুখে পাকা কথা শুনতে ভাল লাগলেও বাচ্চাগুলো আর একটু ভয় পেতেও পারত বলে মনে হয়।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে কাকে ছেড়ে কার কথা বলি। যেমন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। আর পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেনই। ভাস্বর, আবির, শুভ্রজিৎ সকলেই ভাল। তবু সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন শাশ্বত। ওঁর সংলাপ বলার অসাধারণ টাইমিং কখনও কখনও উত্তমকুমারকে মনে পড়ায়।

আর সব শেষে বলার, ছবিটার চলনে বলনে একটা অসাধারণ ধীর, শান্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যা আজকের এই হাঁপ ধরা গতির যুগে একটু শান্তির আবহাওয়া তৈরি করে। এই যুগের বাচ্চাদের মনেও এই পরিবেশ একটা আকুতি তৈরি করবে বলে মনে হয়।

আগামী ছবি সম্পর্কে সন্দীপ রায়

দীপা চৌধুরি

এবছর পরিচালক সন্দীপরায় ভূতে বিশ্বাসী হলেও খুব শিগ্‌গিরি তিনি আবার ফেলুদায় হাত দিতে চান। জটায়ুর ভূমিকায় অভিনেতা সন্তোষ দত্তের মৃত্যুর পর একটা বড় ধাক্কা সামাল দিয়েছিলেন অভিনেতা বিভু ভট্টাচার্য। কিন্তু তিনিও আর বেঁচে নেই। ফেলুদারূপী সব্যসাচীর বয়স অনেকটাই বেড়েছে। সেই কারণে সব্যসাচী নিজেও আর ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করতে চান না। ফলত—এই মুহূর্তে বাঙালির অতি প্রিয় ফেলুদাকে নিয়ে শূন্যতার সৃষ্টি হলেও সন্দীপ রায় নতুন ফেলুদার খোঁজে রয়েছেন। রয়েল বেঙ্গল রহস্যের পর তিনি চান সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের গল্প 'বাদশাহী আংটি'-কে সেলুলয়েডের পর্দায় তুলে ধরতে। শুধু ফেলুদাই নয়, সন্দীপ রায়ের ভাবনায় রয়েছে প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে ছবি করার স্বপ্ন। প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে সেলুলয়েডে বড় বাজেটেই ছবি করতে চান। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর শঙ্কু মানেই তো অত্যাধুনিক সিনেমা টেকনোলজির ব্যবহার থাকবে। 'শঙ্কু আমার কাছে একটা ড্রিম প্রজেক্ট' জানিয়েছেন সন্দীপ। 'যেই মুহূর্তে শঙ্কু চরিত্রের উপযুক্ত অভিনেতা পাব এবং প্রডিউসার পাব, তখনই ছবিতে হাত দেব।'

যে ছবি তৈরি হচ্ছে

বাইসাইকেল কিক

একঝাঁক নতুন মুখ বাংলা ছবির জগতে প্রবল উৎসাহে কাজ করে চলেছে। তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছবি। ছবির ট্রিটমেন্ট থেকে বাণিজ্যিকরণের প্রযুক্তি— সবকিছুর মিশেলে আজকের বাংলা ছবি নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। সেই ধারাতেই তৈরি হচ্ছে আরও একটি ছবি 'বাইসাইকেল কিক'। ইতিপূর্বে বাইসাইকেল নিয়ে দেশবিদেশে প্রচুর ছবি তৈরি হয়েছে।

'বাইসাইকেল কিক' মূলত ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র দেবেশ সেনশর্মা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সুমিত দাস মিলিতভাবে এ ছবি পরিচালনা করছেন। দুজনেই গণমাধ্যম নিয়ে পড়াশুনোর পাশাপাশি নানা ধরনের কাজ করেছেন। তবে যুগ্মভাবে ছবি পরিচালনা এই প্রথমবার। চিত্রনাট্যে থাকছেন সাগ্নিক রায়চৌধুরি। ছবির কেন্দ্রে রয়েছে অন্তর্মুখী স্বভাবের ছেলে রুবায়েত। ফুটবল মাঠের পাশ দিয়ে কলেজ থেকে ফিরছিল সে। বল এসে তার গায়ে লাগে কিন্তু রুবায়েত সাইকেল নিয়ে চলে যায়। ফুটবল কোচ মতিদা ব্যাপারটা লক্ষ করেন। পরের দিনও একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু এদিন রুবায়েত বলটা মাথা দিয়ে গোলপোস্টে পাঠিয়ে দেয়। মতিদা খুঁজে পায় রুবায়েতের খেলোয়াড় সত্তাকে। *রুবায়েত ঘৃণ্য ক্রীড়া-রাজনীতির শিকার।* তাই সে খেলা ছেড়ে দিয়েছে। মতিদা রুবায়েতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সে কি আর ফিরে আসবে খেলার জগতে? জানতে হলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা নিয়ে থাকতেই হবে। রুবায়েত-এর চরিত্রে আছেন তরুণকুমারের নাতি সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌরভ ইতিমধ্যেই 'পাতালঘর' ছবিতে টিনএজ কার্তিকের চরিত্রে যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। নায়ক হিসেবে এটাই সৌরভের প্রথম ছবি। নায়িকার ভূমিকায় ঋদ্ধিমা, ছবিতে তাঁর চরিত্রটির নাম মাধবীলতা। তবে এ ছবির সঙ্গীত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জয় সরকার। প্লেব্যাক করেছেন শান, সোমলতা, অনুপম রায়-এর মতো বিখ্যাত শিল্পীরা। 'সাকসেস লাইফ প্রাইভেট ক্রিয়েশন'-এর ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে এ ছবি।

'সাবধান পঞ্চা আসছে'

ছবির নামেতেই কৌতূক রয়ে গেছে। বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, এ ছবিতে হাস্যরসের উপাদান থাকছে যথেষ্ট। ছবির মুখ্য চরিত্রে রুদ্রনীল ঘোষ। রুদ্রনীলের কমিক ও সিরিওকমিক অভিনয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত আজকের দর্শকমহল। এ ছবিতেও দুর্দান্ত একটা পারফরম্যান্সের জন্য অপেক্ষা করছেন সকলে। ছবির পরিচালক অরিণ পাল। ছবিতে রুদ্রনীল সামান্য এক সানগ্লাস বিক্রেতা। সুখ-দুঃখের অনুভূতি মাপতে অর্থই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের ছন্দটা হঠাৎ বদলে গেল এক রবিবার। এদিন সকালে এক দম্পতির বাড়ি গেল পঞ্চা। সানগ্লাস বিক্রেতা পঞ্চা সে বাড়িতে যাবার পর কী হল? ছবিতে জুন মালিয়া, সুব্রত দত্ত সহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।

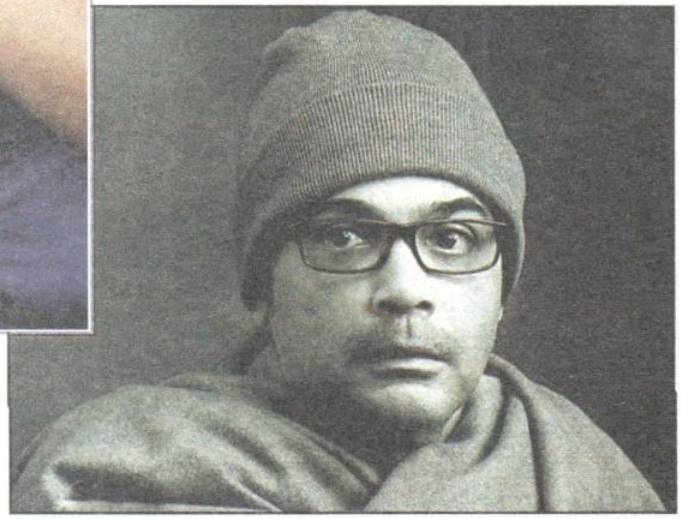

হনুমান ডট কম

তিনি নিজেকে ভাঙছেন, নিজেকে গড়ছেন— চকোলেট হিরো থেকে আজকের মনের মানুষ প্রসেনজিৎ— এ যেন উত্তরণের এক দৃষ্টান্ত। আরও একটি নতুন চরিত্রে দর্শক তাঁকে পেতে চলেছে আগামী বছরে। হনুমান ডট কম ইতিমধ্যেই প্রচারের আলোতে সর্বসমক্ষে চলে এসেছে। 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি' থেকে মধ্যবিত্তের আটপৌরে বৈঠকখানা, যোগসূত্র ইন্টারনেট। আর এই নব্যপ্রযুক্তির সুফল-কুফল বুঝতে শুরু করেছি কম-বেশি সকলেই। বিষয়টিকে সেলুলয়েডে ফ্রেমবন্দি করেছেন পরিচালক গৌরব পাণ্ডে। তাঁর ছবি 'শুকনো লঙ্কা' ইতিমধ্যেই ব্যতিক্রমতার ছাপ রেখে গেছে। স্বয়ং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় গৌরবের কাহিনি ও চিত্রনাট্যের অনুপুঙ্খতা ও অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে ছবিটি করতে

সম্মত হয়েছেন। এ ছবি নিয়ে নানা কোলাহল। আর হবে নাই বা কেন, প্রথমবার পৃথিবীর শেষপ্রান্তে ঘুরে এল বাংলা ছবির কাস্ট অ্যান্ড ক্রিউ। আইসল্যান্ড, হ্যাঁ জেলার প্রাথমিক শিক্ষক আঞ্জানি পুত্র নিজের বৈঠকখানায় বসে এমনই এক পরাবাস্তববাদের সম্মুখীন হয়েছিল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে পৌঁছে যেতে চেয়েছিল রেইকজেভিক-এ বান্ধবীর কাছে। তার জীবনে চার নারীর ভূমিকা এসেছে অদ্ভুত চিন্তনজগৎকে নাড়া দিয়ে। তাই ছবিতে মধ্যবয়স্ক পুরুষের রোম্যান্টিক ফ্যান্টাসি নিয়েও আছে এক অনুগল্প। আঞ্জানি পুত্র-র জীবনে তাঁর স্ত্রী, 'ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড'-এর সেই এক মেয়ে, ১৩ বছরের কিশোরী 'হ্যাকার' আর জন্ম না নেওয়া জঠরের কন্যাভ্রূণ। একটার পর একটা সম্পর্ক, স্বপ্ন, বাস্তব-পরাবাস্তবের গ্রন্থনার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে তৈরি এ ছবি দর্শকের মস্তিষ্কে যথেষ্ট আলোড়ন তুলবে বলেই মনে হয়।

আইসল্যান্ডের আউটডোরের পর বীরভূম, পরে শিয়ালদহের সর্বাধিকারী বাড়িতে ঘুরেছে 'হনুমান ডটকম'-এর টিম। ছবির প্রধান চরিত্র আঞ্জানি পুত্র অর্থাৎ প্রসেনজিৎ একদিন সকালে 'হনুমান চালিশা' পড়ে স্নান করতে যায়। এরপর তার জীবনে আসে অদ্ভুত এক টার্নিং পয়েন্ট। হনুমান-টুপি পরে খাদি-কুর্তা ও শাল গায়ে আইসল্যান্ড ঘুরে আসে আঞ্জানি পুত্র।

আসা যাক টিম 'হনুমান ডট কম' প্রসঙ্গে। পরিচালক গৌরব পাণ্ডের এ ছবির অন্যতম ভিত্তি শিল্পনির্দেশনা। তাই সদ্য জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত আর্ট ডিরেক্টর ইন্দ্রনীল এ ছবির দায়িত্ব পেয়েছেন। গৌরব নিজে রয়েছেন একটি ক্যামিও চরিত্রে, সঙ্গে তাঁর টিনএজার মেয়েও থাকছে একটি বিশেষ চরিত্রে। কিন্তু অবাক করে দিয়ে এ ছবিতে থাকছেন জার্মান টিভি ও ফিল্মের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্লডিয়া মেনহার্ট। শুধু তাই নয়, 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা' ছবিতে 'সিনোরিটা' গানের গায়িকা মারিয়া ডেলমার ফার্নান্ডেজের একটি আইটেম নাম্বার থাকতে পারে। ছবির গান বেছে নেওয়ার দায়িত্বে নীল দত্ত। সকলেই প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। ছবিতে মৌসুমি ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন, কাঞ্চন মল্লিক সহ অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও রয়েছেন।

ছবিতে প্রযুক্তিই মুখ্য চরিত্র। তবে প্রযুক্তি এখানে 'ইটি' বা 'কোই মিল গয়া'র মতো ভিলেন নয় কিংবা 'ল্যাপটপ'-এর মতো নায়ক নয় বরং অন্য এক যোগসূত্র রচনা করেছে। হাস্যরসাত্মক উপাদানে ভরা অন্য এক বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী এক ছবি 'হনুমান ডট কম'। ⌘⌘

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

টিভি

বিশ্বায়নের দৌলতে দুনিয়াটা যেন ঘরের কোণে। পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের যোগাযোগ এখন কোনও ঘটনাই নয়। ঘটনাটা হল, এখনও 'ডাইনি' অপবাদে নির্যাতীত হন বহু মেয়ে। পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে বা বিয়ের পর পরই মা হতে না পারলে সেই মেয়ের হাতে ঝোলে গোছা গোছা মাদুলি। সাপে কাটলে গুণিন বা অপদেবতা-য় পেলে ওঝা-র ঝাড়-ফুঁক— বাদ পড়ে না কোনওটাই। একুশ শতকেও আম আদমির মনে গেঁড়ে বসা কুসংস্কারের নড়া ধরে নাড়িয়ে দিতেই অভিনেতা জিৎ-এর প্রডাকশন হাউজ 'গ্রাসরুট'-এর প্রযোজনায় স্টার জলসায় ২৬ নভেম্বর থেকে হাজির 'রুদ্রাণী মা' আর 'শ্যামা'। 'বিধির বিধান' মেগায়।

রুদ্রাণী মা-র আগের নাম মায়া। সেও অত্যাচারিত সমাজ-পরিবার থেকে। এর থেকে মুক্তি পেতে মায়া আত্মহত্যা করতে গেছিল। এক তন্ত্রসাধকের দয়ায় প্রাণে বাঁচে। এবং নিজেও তন্ত্রসাধনা করে হয়ে ওঠে 'রুদ্রাণী মা'। যাঁর আদেশে শুভকাজ সম্ভব হয়। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, প্রাকৃতিক লীলার লয়-ক্ষয় ঘটে আঙুলের নাড়াচাড়ায়। রুষ্ট হলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এতটাই ঐশ্বরিক ও অলৌকিক শক্তির আধার তিনি। অনাথ শ্যামা এই রুদ্রাণী মায়ের কাছেই মানুষ। তাঁর 'আনন্দনিকেতন' আশ্রমে। ঈশ্বর-বিশ্বাসী শ্যামা কিন্তু রুদ্রাণী মায়ের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী নয়।

একসময় শ্যামা ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়। জীবন যখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে সময়েই রুদ্রাণী মায়ের বিধান— এক প্রতিষ্ঠিত সোনার ব্যবসায়ীর ছেলে রণজয়ের ঘরণী হবে শ্যামা। রণজয় ভালবাসে তিথিকে। সেইমতো রেজিস্ট্রি করতেও রওনা হয় দু'জনে। এবং পথ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয় তিথি। বিয়েটাও ভেস্তে যায়। রণর বাড়ির সবাই রুদ্রাণী মায়ের অন্ধ ভক্ত। তারা ছোটে মায়ের থানে। মা আদেশ দেন, স্বল্পায়ু মেয়ের সঙ্গে আগে বিয়ে হবে রণর। সেই মেয়ে শ্যামা। তার মৃত্যুর পর রণ তিথিকে বিয়ে করতে পারবে। না মানলে তিথির মৃত্যু হবে বিয়ের পরেই। এখানেই শ্যামার প্রতিবাদ। কিন্তু দিন কয়েকের আয়ু নিয়ে সে কি পারবে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে?

তবে 'বেহুলা', 'সিঁদুরখেলা', 'মা'-র মতো হিট মেগার পরিচালক রূপক দে যে অভিনব বিষয়টাকে দর্শক-মনে ঠিকঠাক গেঁথে দিতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই সোম থেকে শনি সাড়ে পাঁচটা বাজলেই নাকি অলৌকিক কান্ড-কারখানা বনাম সত্যের জয় দেখতে বসে পড়ছেন নানা বয়সের মানুষ। সৌরভ সেনগুপ্তর গল্প থেকে চিত্রনাট্য বানিয়েছেন অর্ক। নামভূমিকায় অঞ্জনা বসু। এই প্রথম তিনি নেগেটিভ চরিত্রে। শ্যামা হয়েছেন টুম্পা ঘোষ। রণ— গৌরব রায়চৌধুরি। গৌরব এর আগে ক্যামেরার মুখোমুখি হলেও টুম্পার এই প্রথম মুখ দেখানো।

অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু, বিধির বিধানে রুদ্রাণী মা। টিভি এবং সিনেমার প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী। কিন্তু প্রচুর লড়াই করেছেন এই প্রতিষ্ঠার জন্য। আজও কোনও ব্যাপারেই আপোষ করেন না। না অভিনয়-জীবনে। না সংসারে। প্রতি ক্ষেত্রে ব্যালান্স মেনটেন করে তিনি দেখিয়ে দিলেন, 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'। সাক্ষী রইলেন উপালি সাহা

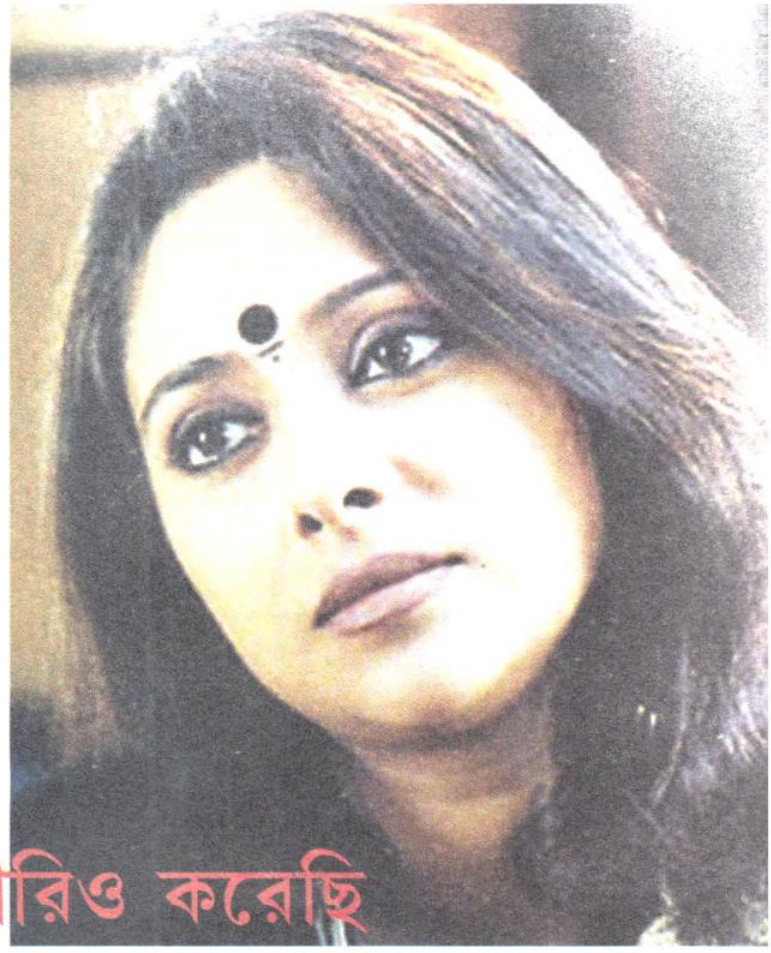

ডেলি প্যাসেঞ্জারিও করেছি

প্রশ্ন: একুশেও এত কু-সংস্কার.... এ ব্যাপারে 'রুদ্রাণী মা'-র বিধান কী?

উত্তর: (গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলে) সমস্যা যত বাড়বে ততই মানুষ সহজ সমাধানের পথ খুঁজবে। তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেবে।

প্রশ্ন: এতে সমাধান আসবে?

উত্তর: জানি না। এটা প্রচেষ্টা মাত্র। যখন বুঝবে বুজরুকি,আপনা থেকেই সরে যাবে।

প্রশ্ন: নিজেও কি এতটাই সংস্কারমুক্ত?

উত্তর: ছেলের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার মানি। যেমন, কেউ হাঁচলে দাঁড়িয়ে যেতে বলি বা নিজেও হোঁচট খেলে একটু দাঁড়িয়ে যাই। এর বেশি না। এটা ঠিক, একটা সুপ্রিম পাওয়ার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রশ্ন: 'রুদ্রাণী মা' তো বিধির বিধানও পাল্টে দিতে পারেন....

উত্তর: এটা যে অসম্ভব, সেটা বোঝাতেই তো মেগাটির জন্ম। ভাগ্যে যা আছে তা বদলানোর ক্ষমতা কারও নেই। আমার বিশ্বাস, জ্যোতিষী বা তন্ত্রসাধক সাময়িক কোনও রেমিডি দিতে পারেন। চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেন না।

প্রশ্ন: তাহলে কেন এই চরিত্রে অভিনয়ে রাজি হলেন?

উত্তর: রাজি হচ্ছিলাম না কিছুতেই। জোর করে রাজি করানো হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনিও উপরোধে ঢেঁকি গিললেন!

উত্তর: ভাবলাম, একটা নেগেটিভ ক্যারেকটার করে দেখি পারি কিনা। প্রত্যেক কাজ থেকেই কিছু না কিছু শেখা যায়... তাই না?

প্রশ্ন: নিজেকে গ্রুম করলেন কীভাবে? তান্ত্রিককে কাছ থেকে দেখেছেন কোনওদিন?

উত্তর: তান্ত্রিককে দেখেছি। কিন্তু সাধারণ বেশে। তন্ত্রসাধনরত অবস্থায় বা কাপালিকের পোশাকে দেখিনি।

প্রশ্ন: কী করে 'রুদ্রাণী মা'-কে বাস্তবায়িত করছেন...!

উত্তর: নিজের মতো করে করছি। পরিচালক 'অ্যাকশন' বললেই ভেতরের সমস্ত নেগেটিভিকে জড়ো করে চরিত্রে মিশিয়ে দিচ্ছি। 'কাট' শুনলেই আবার অঞ্জনা বসু।

প্রশ্ন: এতো অনেকটা সেইরকম হয়ে গেল.... স্কুলের রচনায় লিখলেন শিক্ষিকা হবেন। হয়ে গেলেন অভিনেত্রী....

উত্তর: (হাসতে হাসতে) ওটা তো বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন...

প্রশ্ন: আরও একটু ডিটেলস...

উত্তর: স্কুলের রচনা কম্পিটিশনের বিষয় ছিল 'আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা'। একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবার মতো আমার বাবাও শিখিয়েছিলেন শিক্ষিকা হওয়ার কথা লিখতে। লিখেওছি তা-ই। মনে মনে আউড়েছি, অভিনেত্রী ছাড়া কিচ্ছু হব না।

প্রশ্ন: বাবা তো অ্যামেচার থিয়েটার গ্রুপের সদস্য ছিলেন...

উত্তর: হলেও, কোনও মিডল ক্লাস ফ্যামিলি কি রাজি হয় মেয়ে ড্যাংডেঙিয়ে স্টুডিও-পাড়ায় ঘুরে কাজ করুক!

প্রশ্ন: শ্বশুরবাড়িকে রাজি করালেন কীভাবে?

উত্তর: কে বলেছে শ্বশুরবাড়ি রাজি ছিল!

প্রশ্ন: তিন বছরের ছেলের মা তাহলে কী করে ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে নিল? স্বামীকেও কি পাশে পাননি?

উত্তর: খালি মনে হত, শুধু রান্না আর ছেলে মানুষ করে জীবন কাটিয়ে দেব? ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল অভিনয়ের। ভাবলাম, চেষ্টা করে দেখি। জায়গা করতে পারলে ভাল। না পারলে জাস্ট হোমমেকার। বরাবর স্বামীর সঙ্গে পাটনায় থেকেছি। সেই অর্থে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে গলায় গলায় ভাব নেই। ওদের কিছু হলে আমি সব সময় পাশে থাকি। কিন্তু সেভাবে পাশে পাইনি কাউকে। সুতরাং, শ্বশুরবাড়ি বিরোধিতা করলেও আমার জীবনের নিয়ন্তা আমি-ই। তবে স্বামীকে পাশে পেয়েছি।

প্রশ্ন: খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে?

উত্তর: 'খুব' শব্দটা যথেষ্ট নয় স্ট্রাগলিংয়ের পরিমাণ বোঝাতে। কাউকে ধরা-করা না করে শুধু নিজের চেষ্টায় জায়গা করেছি। কলকাতায় পিসির বাড়িতে থেকেছি দরকার মতো। প্রয়োজনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারিও করেছি। টালিগঞ্জের সব্বাই বলেন, অঞ্জনার মতো স্ট্রাগল কেউ করেনি।

প্রশ্ন: সবাই একথাও বলে, অঞ্জনা খুব চুজি। আর অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যানারে কাজ করে বেশি...

উত্তর: প্রথমটা ঠিক। ভেতর থেকে সাড়া না পেলে যত ভাল পরিচালক বা প্রযোজক হন, কাজ করি না। দ্বিতীয়টা ঠিক না। অনিকেতদার পাঁচটা ছবির মধ্যে তিনটেতে কাজ করলেও পাশাপাশি অমল পালেকর, অঞ্জন দাশের ছবিতেও অভিনয় করেছি।

প্রশ্ন: অমল পালেকরের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

উত্তর: অসাধারণ। বরং আমি-ই টেনশনে ওঁর 'কৃষ্ণকলি'-র লিড রোল করতে চাইনি। অমলও নাছোড়, আমায় দিয়েই করাবেন। শেষ পর্যন্ত করলামও। খুব প্রশংসাও পেয়েছি।

প্রশ্ন: তার পরেও বলিউডে চান্স নিলেন না!

উত্তর: ততদিনে টলিউড মোটামুটি চিনেছে। বলিউডে গেলে স্থায়ীভাবে থেকে নতুন করে স্ট্রাগল করতে হত। তাই আর ওপথ মাড়াইনি।

প্রশ্ন: নতুন বছরে কী কী ছবি রিলিজ করছে?

উত্তর: অনিকেতদা-র 'রুম নং ১০৩', সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়ের 'অদ্ভুত'। আর 'পাকারাম'।

প্রশ্ন: পর্দার অঞ্জনা বসু সব সময় সফিসটিকেটেড, এডুকেটেড লেডি। আসল অঞ্জনা কেমন?

উত্তর: খুব ছেলেমানুষ, সরল। আর ভাবনা-চিন্তায় কোথাও যেন অন্যদের থেকে একটু আলাদা।

প্রশ্ন: সফল অভিনেত্রী কতটা সফল 'মা'?

উত্তর: ৯৫ শতাংশ। আমি বেশি ছেলে-পাগল। দেরি হলে ঘরমুখো হবার জন্য ছটফট করি। ছেলে বলে, মাম্‌মাম্ কাজটাও তো করতে হবে। পরীক্ষার আগে ছুটি নিয়ে ছেলেকে পড়াই এখনও। ওর সঙ্গে আলাদা বন্ডিং আমার।

প্রশ্ন: 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' প্রবাদটা সত্যি করে ছাড়লেন...!

উত্তর: (হাসিতে ফেটে পড়ে) ১০০ শতাংশ। ⌘⌘

থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের নাটক

'ধ্রুবা'

প্রদীপ মিত্র

মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— একথা প্রায় সকলেরই জানা। তিনি বেশকিছু উপন্যাসও লিখেছেন। 'ধ্রুবা' তাঁর লেখা একটি উপন্যাস। গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক অনালোকিত অধ্যায়কে তিনি তুলে ধরেছেন সেই উপন্যাসে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রেয়সী ধ্রুবা। মগধের শ্রেষ্ঠী রুদ্রধরের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ধ্রুবা। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ-অভিষেক হওয়ার কথা। সরলগতিতে এগোয়নি সেই অভিষেক। বাধা আসে অন্যভাবে। চন্দ্রগুপ্তের বদলে সিংহাসনে বসেন সমুদ্রগুপ্তের অবৈধ সন্তান রামগুপ্ত। তিনি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের গোপন প্রেমিকা জয়স্বামিনীর পুত্র। চন্দ্রগুপ্তের গর্ভধারিণী সমুদ্রগুপ্তের স্ত্রী দত্তদেবী তখন বিমূঢ়, বিস্ময়াহত। সিংহাসনে বসে রামগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের প্রেমিকা ধ্রুবাকেই বিয়ে করতে চান। কিছুদিনের মধ্যেই লাঞ্ছিত রাজার প্রথম সন্তান লাম্পট্যে, মদে চুর হয়ে পড়েন। শাগরেদ রুচিপতি তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে। আর নানা কুমন্ত্রণা দিয়ে যায়। ওদিকে চন্দ্রগুপ্ত রাজবাড়ি থেকে একেবারে গণিকালয়ে ওঠে। শান্তির নীড় খোঁজে সুরায় ও চৌষট্টি কলায় পারঙ্গমা নগরনটী মাধবসেনার হৃদয়ের উষ্ণতায়। রামগুপ্তের গুপ্ত সাম্রাজ্য শকদের আক্রমণের মুখে পড়ে। মথুরায় পৌঁছে ধ্রুবাকে সেবাদাসী হিসেবে পেতে চান শকরাজ। তখন নির্বাসিত চন্দ্রগুপ্ত আত্মপ্রকাশ করেন। এবং ধ্রুবাকে বাঁচাবার জন্য মাধবসেনাকে সামনে রেখে ছদ্মবেশে অপ্রস্তুত অবস্থায় শকরাজকে হত্যা করেন। রামগুপ্ত তখন কর্কটরোগে আক্রান্ত। অপরিসীম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে তাঁকে হত্যা করেন চন্দ্রগুপ্ত। ধ্রুবাকে বিয়ে করে গুপ্তসাম্রাজ্যের পুনরুত্থান করেন তিনি— চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। এই অনালোকিত অধ্যায়টির নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার সত্য ভাদুড়ি। ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের পিরিয়ড পিসটিকে আলোয় ও প্রাচীনতার ভাষায় তুলে ধরেছেন নির্দেশক দেবাশিস রায়। বিচ্ছুরিত মহিমায় জ্বলে উঠেছে এই সময়ের ধ্বনি। দ্বিতল মঞ্চের নির্মাণে ও ব্যবহারে নাটকটি পেয়েছে স্বচ্ছন্দ গতি। যে গতিময়তা তখন ও এখনের স্পেসকে দিয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। সংলাপে সহসা ঢুকে পড়েছে আটপৌরে ভাষা। আসলে কাল কালের ভিতরে কালকে-ই লিখেছে। নাট্যকারের মুনশিয়ানাও সেখানে। মঞ্চের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে রক আয়রন ও ফাইবার গ্লাস। যেন সময়কে আঁকড়ে থেকে তার চলনকে নিজস্ব গতিময়তার দিকে ঠেলে দিয়েছেন নির্দেশক। আর সেই গতিময়তার ভাষাকে নিজেও ঠোঁটে তুলে নিয়েছেন। তাঁর রামগুপ্ত চরিত্রটিকে করেছেন লাম্পট্যের মেধাবী সৃজন। উচ্ছনের উদাসীন লিখন। রুচিপতির চরিত্রে কমল চট্টোপাধ্যায়ের মুখটিই হয়ে উঠেছে তাঁর শরীরী অভিনয়ের আয়না। কাটাকুটি রঙকে পাঠ করেছে দর্শক সেই মুখমণ্ডলে। নগরীর নটী ন্যান্সি যৌবনের দীপ্তিতে ও বিষাদ ঘুঙুরে বেজেছেন মঞ্চ জুড়ে। চন্দ্রগুপ্ত অর্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর দৃপ্ত অভিনয়ে মগধের লুপ্ত অধ্যায়টিকে দিতে পেরেছেন জীবনের ভাষা। শ্রেষ্ঠী রুদ্রধরের চরিত্রে অপূর্ব ঘোষ প্রবল পুরুষের উপমা বস্তুত। দ্বিতল থেকে আত্মহত্যার দৃশ্যটিতে তাঁর অভিব্যক্তিময় শরীরী ভাষা মঞ্চভাষকে চিহ্নিত করেছে অন্যভাবে। দত্তদেবী নন্দিনী ভৌমিক ও জয়স্বামিনী অম্বিকা চ্যাটার্জি চরিত্র দুটিকে তুলে ধরেছেন সেই সময়ের স্বরে। সমুদ্রগুপ্ত ও পুরোহিতের চরিত্রে নীলাভ চট্টোপাধ্যায় দীপ্ত। অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল সুন্দরী ধ্রুবা জেসমিন রায় বাচিক অভিনয়ের অভীষ্ট স্তরটিকে ছুঁয়ে থাকার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কারণ নাটকটি যে উঁচু তারে বাঁধা ও অনেকাংশে উচ্চকিত অভিনয় রীতির দ্যোতক— সেখানে বাচিক অভিনয়ের ধারাটিও পাল্টে যায়। নাটকটির মঞ্চায়নে উচ্চকিত স্তরটিও অনভিপ্রেত। আবার পাপেটের-মুখোশের ব্যবহার, গন্ডার ও কুকুরের শব্দময় গর্জন মানুষের হিংস্রতাকেও ঠাট্টা করে কোথাও। এর ব্যবহার বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনের দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে যাবে হয়তো। ভোরের ফুলের মতো কিশোরী চরিত্রে অ্যাফ্রোদিতির উপস্থিতিও। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। ন্যান্সির পোশাক পরিকল্পনা, সুদীপ গুপ্তের পাপেট ও মুখোশ, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের আলো, দেবাশিস রায় ও শুভদীপ গুহর আবহ ও গান নির্দেশক দেবাশিসকে সৃজনের কাঙ্খিত স্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছে। ইতিহাসের অনালোকিত অধ্যায়টিকে ঘিরে এই নাটক ইতিহাসের অনুপুঙ্খে নিবিষ্টজনের কাছে জিজ্ঞাসা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের 'ধ্রুবা' মগ্ন থেকেছে সময়ের স্বরকে তুলে ধরতে। ⌘⌘

সাল ২০১২

সাফল্য, হতাশা ও লজ্জার বছর

অভিরূপ দত্ত

২০১৬-র রিও অলিম্পিকে দেখা যাবে ভারতীয় দলকে? আগামী বছর বক্সিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে বিজেন্দ্র সিং, জয় ভগবানরা পারবেন দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে? বিশ্বনাথন আনন্দের মুকুটে কি যোগ হবে আরও একটি বিশ্ব খেতাব? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা হয়তো পাব ২০১৩ সালে। কিন্তু কেমন গেল ২০১২? ক'জন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পেল ভারত বা কারা পূরণ করতে পারলেন না ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রত্যাশা। বছর শেষে দেখে নেওয়া যাক ভারতীয় খেলাধূলার ব্যালান্স শিট।

আরও একটা বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এবার বেশ কিছু সাফল্য এসেছে। আবার হতাশাও কম জোটেনি ভারতের। ক্রিকেট, ফুটবলে বলার মতো কোনও সাফল্য নেই গোটা বছরে। তবে, অন্য খেলায় এবার বেশ কিছু স্মরণীয় সাফল্য পেয়েছেন ভারতীয়রা। গোটা বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য আর হতাশার ছবি একবার ফিরে দেখে নেওয়া যাক।

অলিম্পিক। প্রতি চার বছর অন্তর আয়োজিত হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। ২০১২ সালে অলিম্পিকের আসর বসেছিল লন্ডনে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের নিরিখে, এবারের অলিম্পিক রয়েছে প্রথম সারিতেই। দু'টি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ, মোট ছ'টি পদক ভারতের ঝুলিতে এসেছে লন্ডন গেমস থেকে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এটাই ভারতের সর্বোত্তম সাফল্য। শুটিংয়ে বিজয় কুমার এবং কুস্তিতে সুশীল কুমার পেয়েছেন রুপো। আর ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেওয়াল, বক্সিংয়ে মেরি কম, কুস্তিতে যোগেশ্বর দত্ত এবং শুটিংয়ে গগন নারাং দেশকে এনে দিয়েছেন ব্রোঞ্জ। বিশেষ করে সুশীল কুমারের কথা আলাদা করে বলতেই হবে। কারণ, প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে পর পর দু'টি অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জিতেছেন তিনি। ভারতের সফলতম অলিম্পিক হলেও, হতাশাও ছিল সঙ্গী। তিরন্দাজিতে দীপিকা কুমারী এবং বক্সিংয়ে বিজেন্দ্র সিংকে নিয়ে পদকের আশা বাস্তবায়িত হয়নি ভারতবাসীর। হকি দলের জঘন্য পারফরম্যান্সও আমাদের চরম হতাশ করেছে। আবার শুটিংয়ে জয়দীপ কর্মকারের চমকে দেওয়া পারফরম্যান্স বাংলার মানুষকে তৃপ্ত করেছে। পদক না পেলেও এবার একাধিক ভারতীয় বক্সার নজর কেড়েছেন লন্ডনে। ব্যাডমিন্টন তারকা পারুপল্লি কাশ্যপও লন্ডন গেমসের কোর্টে নজর কেড়েছেন। একটি রুপোর পদক এসেছে প্যারা অলিম্পিক থেকেও।

ক্রীড়া দুনিয়ায় অলিম্পিকের বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে বলেই লন্ডন গেমস দিয়ে লেখার শুরু। যদিও, সাফল্যের নিরিখে শীর্ষে থাকবেন সেই বিশ্বনাথন আনন্দ। ভারতের একমাত্র সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট নিজের দখলে রাখতে পেরেছেন। ইজরায়েলের বরিস গেলফাঁকে হারিয়ে টানা চারবার বিশ্বসেরার খেতাব নিজের দখলে রাখলেন আনন্দ। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বনাথন আনন্দই তাই উজ্জ্বলতম মুখ। ২০০৭ সাল থেকে তিনি দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। এবং ২০১৩ সালের খেতাবি লড়াই পর্যন্ত তাঁর তাজ অটুট থাকবে। দাবায় রাশিয়ার আধিপত্য খতম করে ভারতের আধিপত্য কায়েম হয়েছে আনন্দের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সুবাদেই। অলিম্পিকে হতাশ করলেও, সাফল্যের তালিকায় উপরের দিকেই থাকবেন তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী। দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনি ভারতের দ্বিতীয় মহিলা তিরন্দাজ হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ২০১২ সালের মে মাসেই। শুধুমাত্র তাই নয়, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েও তিনি দখল করেছেন এক নম্বর স্থানটি। ভারতীয় তিরন্দাজির ইতিহাসে দীপিকা কুমারীর এই সাফল্য অবশ্যই একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। এর আগে 'জুনিয়র' এবং 'ইউথ' পর্যায়েও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে রাঁচির এই অষ্টাদশীর। ২০১২ সালে আরও একবার বিশ্বখেতাব জয় করেছেন পঙ্কজ আদবানি। এই নিয়ে মাত্র ২৭ বছর বয়সের মধ্যে আটবার বিশ্বখেতাব জিতে রেকর্ডও করেছেন ভারতের এই বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড়। পাশাপাশি, এ বছরই তিনি রেকর্ড পঞ্চমবারের জন্য পকেটে পুরেছেন এশিয়ান বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবও। গীত শেঠির পর পঙ্কজ আদবানিই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেরা ভারতীয় মুখ।

ভারত বা ভারতীয়দের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এই বছরে। মহেন্দ্র সিং ধোনির দল চূড়ান্ত হতাশা উপহার দিলেও, অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দল অবশ্য আরও একবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতেছে এই বছর। অস্ট্রেলিয়াকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারিয়ে ভারত তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে। গোটা টুর্নামেন্টেই বেশ দাপটের সঙ্গে খেলেছেন ভারতীয়রা। দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট বিশ্বকাপেও এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। গত দু'বারের মতো কবাডিতে

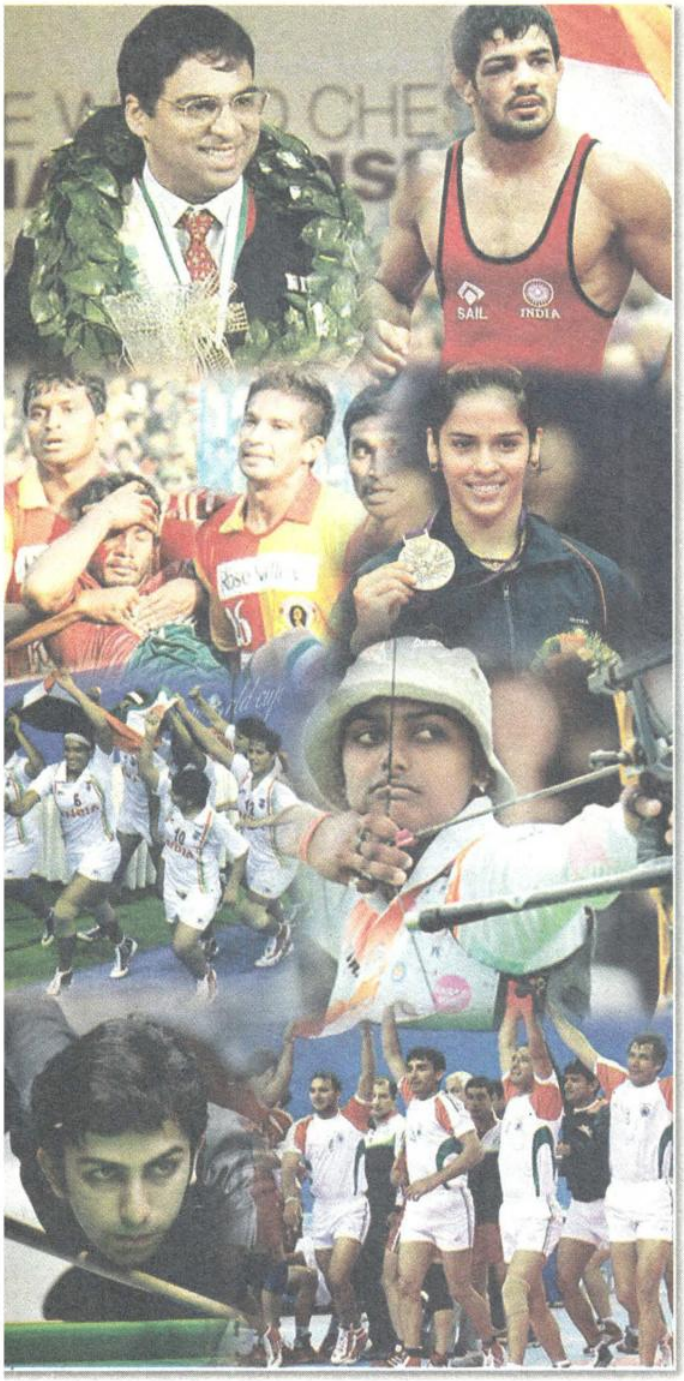

এবারও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। মহিলাদের প্রথম কবাডি বিশ্বকাপও ঘরে তুলেছেন ভারতীয়রা। পাকিস্তান, ইরান, কানাডার মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ অনায়াসেই মোকাবিলা করেছেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। পুরুষরা পাকিস্তানকে এবং মহিলারা ইরানকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সাফল্যের তালিকায় থাকবেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজও। এই ৩৯ বছর বয়সেও তিনি পেশাদার সার্কিটে দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ডাবলস খেতাব জিতেছেন তিনি। উল্লেখ্য, এই প্রথম লিয়েন্ডার এই খেতাব জিতলেন। একই সঙ্গে ডাবলসে কেরিয়ার স্লামের কৃতিত্বও অর্জন করেছেন। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেনের ডাবলসেও রানার্স হয়েছেন লি। এ ছাড়াও ২০১২ সালে তিনটি এটিপি খেতাব এসেছে তাঁর ঝুলিতে। বছরের শেষে হকি দলের সাফল্যের কথাও বলতে হয়। অলিম্পিকে জঘন্য পারফরম্যান্সের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শেষ চারে পৌঁছয় ভারতীয় দল। পদক না পেলেও, এই টুর্নামেন্টে অনেকদিন পর ভারতীয় হকি দলের খেলা প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে। ২০০৪ সালের পর এই প্রথমবার ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠেছে। তবে, ২০০২, ২০০৩ এবং ২০০৪ সালের মতোই এবারও ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে হারতে হয়েছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের কাছে।

সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতা, হতাশা, লজ্জাও রয়েছে ২০১২ সালের খাতিয়ানে। সবথেকে বেশি হতাশ করেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। চলতি বছরে ভারতীয় দল টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ন'টি। তার মধ্যে হারতে হয়েছে পাঁচটি ম্যাচেই। জয় এসেছে তিনটি টেস্টে। আর অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে একটি ম্যাচ। ২০১১ সালে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নিয়ে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তা একেবারেই চুপসে গিয়েছে। বিশেষ করে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পরাজয় মেনে নিতে পারেননি এ দেশের কোনও ক্রিকেটপ্রেমীই। ২০০৪-'০৫ মরশুমে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১-২ ব্যবধানে হারের পর এই প্রথম দেশের মাটিতে কোনও টেস্ট সিরিজে পরাজয়ের স্বাদ পেল ভারতীয় দল। তাও আবার দেশকে একজোড়া বিশ্বকাপ দেওয়া অধিনায়ক মাহির হাত ধরেই। সচিন তেন্ডুলকর সহ একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারের সাম্প্রতিক ফর্মের কথাও লেখার মতো নয়। অধিনায়ক ধোনিও রয়েছেন সেই তালিকায়। তাঁর ফর্ম এবং নেতৃত্ব নিয়ে এতটাই সমালোচনা শুরু হয়েছে যে, প্রভাব পড়েছে জনপ্রিয়তাতেই। আর সে কারণেই পাঁচটি সংস্থা মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে এনডোর্সমেন্ট কন্ট্র্যাক্ট আর নবীকরণ করবে না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকেট দলের ব্যর্থতা যদি হতাশার হয় তবে, অলিম্পিকের আগে মহেশ ভূপতি এবং তাঁর দোসর রোহন বোপান্না যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা জাতীয় লজ্জা। জাতীয় দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁদের 'অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ'এবং হুমকি গোটা বিশ্বের সামনেই দেশের সম্মানহানী ঘটিয়েছে। নিজেদের দেশের সফলতম ও বিশ্বের অন্যতম সেরা জুটি হিসেবে দাবি করে এবং লিয়েন্ডার পেজের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে শেষপর্যন্ত অলিম্পিকে কোর্টের লড়াইয়ে হাসির খোরাক হয়েছেন। এ কথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই, ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার উদাহরণ খুব কমই রয়েছে।

তবে, ২০১২ সালে ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটল গত ৯ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। আই লিগে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে। কার দোষ? সেই প্রসঙ্গে না ঢুকেও বলা যায়, এই ঘটনার দায় ভারতীয় এবং ক্লাব ফুটবলের কর্তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না। রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পর যে ঘটনা ঘটেছে এবং তার পর বাংলার দুই প্রধান ক্লাবের কর্তারা নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে যে ভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করেছেন, তা আর যাই হোক বাংলার ফুটবলের মান বৃদ্ধি করেনি। বিশেষ করে মোহনবাগান কর্তাদের কয়েকটি মন্তব্য রীতিমতো হাস্যকর। পাশাপাশি, নিন্দনীয় দর্শকদের আচরণও। রহিম নবি যে ক্লাবেই খেলুন, তিনি দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সে কোনও ফুটবলপ্রেমীরই প্রিয়। রেফারিকে লক্ষ্য করে ছোড়া ইটের টুকরো নবিকে জখম করেছে। বড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত। হয়নি ভাগ্য ভাল। কিন্তু রক্তাক্ত নবিকে লাল হলুদ ফুটবলাররা মানবিকতার খাতিরে চিকিৎসার জন্য মাঠের বাইরে নিয়ে আসেন। সেই ঘটনার উল্লেখ করে, মোহনবাগানের মহামান্য সচিব যে মন্তব্য করেছেন, তা কোনও দায়িত্ববান মানুষের পক্ষে করা সম্ভব কি না, তা সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

হতাশার ঘটনা আরও কয়েকটি রয়েছে। ভারতের ওয়েটলিফটিং, বক্সিং এবং অলিম্পিক সংস্থাকে নির্বাসিত করেছে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। সেই নির্বাসন না উঠলে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের দেশের হয়ে অংশগ্রহণ করা কার্যত অসম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লজ্জাও বটে। এ ছাড়া, অ্যাথলেটিক্সে যে ডোপিংয়ের ঘটনা দিনের আলো দেখেছে এবং দেশের প্রথমসারির কয়েকজন অ্যাথলিট শাস্তির মুখে পড়েছেন, তাও ক্রীড়াজগতে ভারতের মানহানী করেছে। নতুন বছরে, ভারতের খেলাধুলো এই কালো অধ্যায়গুলিকে মুছে সামনে এগোতে পারে কি না, সেটাই দেখার। আমরা অবশ্য ভাল কিছুই আশা করব। ⌘⌘

"শ্রী গুরু জয়"

আলোর দিশারী

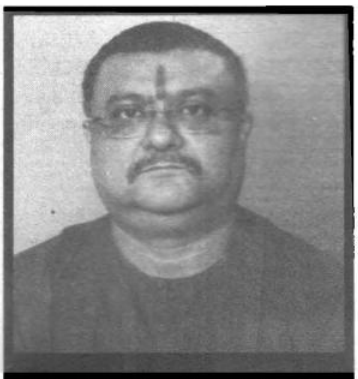

মাতৃ সাধক

শ্রী ভৈরবানন্দ মহারাজ (আদি)

জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, বাস্তুবিদ্ ও দর্শন বিশারদ্

"গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেবো মহেশ্বরঃ
"গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবেঃ নমঃ"

তোমরা যারা নিয়মিত আমার এই বিভাগ পড়ছো আর মেল করছো তাদের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে থেকে এক একটি বিষয় বেছে নিয়ে আমি কিছু লিখবো। আশা করি আমার জ্ঞান পিপাসু পাঠকদের পিপাসা কিছুটা মেটাতে পারবো। তোমরা অনেকেই "গুরু", শিষ্য ও আচার্য্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। এর আগেও আমি ও বিষয়ে লিখেছি। "গুরু" হলেন সেই শক্তি যিনি আর এক আত্মা-তে শক্তি দান করেন। আর যাকে শক্তি দান করেন তিনি "শিষ্য"। আর "আচার্য্য" হলেন তিনি, যিনি "গুরু"র উপরে উন্নততর আর এক শ্রেণী, যাঁরা ঈশ্বরের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলেছেন, "আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিও"। এঁরা তো এখন বিরল। এঁদের স্পর্শে অনেক পাপী প্রাণ উদ্ধার হয়েছে। এবার আসি "গুরু-শিষ্য" সম্পর্কে। আমি বার বার-ই বলি আধার না থাকলে আধ্যাত্মিক জগতের কিছুই অনুভব করা সম্ভব নয়। গুরু-শিষ্য একে অপরকে খুঁজে নেয়। শুদ্ধাচারী, সৎ শিষ্য "সদ্গুরু" প্রাপ্ত হয়। আর এই সদ্গুরু তাকে নিয়ে যায় ইষ্টদর্শনের পথে। গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস ও ভক্তি রেখে, তাঁর প্রদর্শিত পথে নিজেকে চালিত করতে হবে। আর আধ্যাত্মিক মার্গে পৌছতে হলে, সবার আগে যা দরকার, তা হল সৎভাবনা, চিন্তার এক আধার। এই আধার একজন 'সদ্গুরু'-র কাছে মাটির দলার মতন। আর এই মাটির দলাকে আকৃতি দেন তিনি। একজন শিষ্যের কাছে 'পরশপাথর' রূপ তার গুরু। আর তাঁর দেওয়া "বীজমন্ত্র" সারা জীবনের সম্পদ। যা কোন মূল্যের বিনিময়ে লাভ করা যায় না। তাই তোমরা যারা "গুরু-শিষ্য" বা "আচার্য্য" বিষয়ে জানতে চেয়েছো তাদের উদ্দেশ্যে বলি, শুধু জানলেই হবে না, তোমরা নিজ নিজ অন্তরাত্মা-কে "বীজমন্ত্র" দ্বারা শুদ্ধিকরন কর, আর তাঁর প্রদর্শিত পথে চালিত হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ কর। আমার প্রাণভরা শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ রইলো।

লিখেছো, অরুনাভ চক্রবর্ত্তী, জলপাইগুড়ি থেকে।

প্রঃ মহারাজ, আমার প্রণাম নেবেন। আমার বয়স ৩৩+, থাকি জলপাইগুড়ি-তে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ্-এর কাজ করি। আমার পারিবারিক সমস্যা। সমাধান আছে কি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই শিলিগুড়িতে।

উঃ অরুনাভ, সব সমস্যারই সমাধান আছে, যদি সময় মত সঠিক যোগে প্রতিকার করানো যায়। আর তার জন্য দরকার অভিজ্ঞ জ্যোতিষ/তান্ত্রিক দ্বারা সঠিক কাজ করানো। তুমি আমার কাছে আসতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু এ সংযোগ ঠাকুরের হাতে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। যাই হোক্, তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি, আশীর্বাদ রইলো।

যোগাযোগ নং :- 9830154932, 9830158932
ফ্যাক্স নং :- 033-4000 6925
ই-মেল :- vairabanandaadi@gmail.com
info@vairabanandaadi.com
ওয়েবসাইট :- www.vairabanandaadi.com

বিঃ দ্রঃ – প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭.০৫ মিঃ এবং মঙ্গলবার রাত্রি ১০.৪৫ মিঃ চ্যানেল ভিশনে 'লাইভ' অনুষ্ঠানে ওঁনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। এছাড়া প্রতিদিন ওঁনার অনুষ্ঠান দেখুন রাত্রি ১২.৪৫ ও ১.০৫ মিনিটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

ভাগ্য

৩০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত

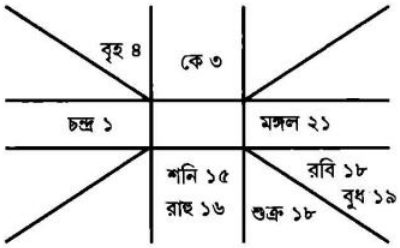

৩১ ডিসেম্বর মঙ্গল শ্রবণা নক্ষত্রে যাবে দিবা ১৩।২ মি.
১ জানুয়ারি চন্দ্র সিংহ রাশিতে যাবে দিবা ১১।৪৬ মি.
৩ জানুয়ারি চন্দ্র কন্যা রাশিতে যাবে রাত্রি ৭।৫০ মি.
৪ জানুয়ারি শুক্র ধনু রাশি ও মূলা নক্ষত্রে যাবে দিবা ৩।৩৩ মিনিটে।
৫ জানুয়ারি চন্দ্র তুলায় যাবে রাত্রি ১।২১ মি.
৫ জানুয়ারি চন্দ্র পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাবে দিবা ১।২৭ মি.

মেষ : শরীর নিয়ে সমস্যা হবে না। এ সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলুন। উচ্চবিদ্যায় সাফল্য। হঠাৎ হঠাৎ বেশ অর্থব্যয় হবে ব্যবসায় ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই সাফল্য । চাকরিজীবীদের পরিশ্রম একটু বেশি হবে। দাম্পত্যজীবন শুভ নয়।

বৃষ : সপ্তাহের শেষ দিকে বেশ শারীরিক অস্থিরতা দেখা দেবে। পড়াশুনোয় সাফল্য । উপার্জন ভাগ্য এ সপ্তাহে তেমন শুভ নয়। ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। কোনও রকম বিনিয়োগ করবেন না। চাকরিজীবীদের সময়টা মধ্যম। দাম্পত্যজীবন শুভ নয়।

মিথুন :শরীর নিয়ে সমস্যা হবে না। বরং অসুস্থরা সুস্থবোধ করবেন। পড়াশুনোয় বিশেষ শুভ। ভাল ভাল যোগাযোগ পাবেন। উপার্জন ভাগ্য শুভ নয়। ব্যবসা নিয়ে চিন্তা। চাকরিজীবীদের গতানুগতিকভাবেই চলবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। পড়াশুনোয় সফলতা আসবে না। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। অহেতুক অর্থব্যয় কিছু টাকা চুরি হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই ভাল। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে উদ্বেগ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

সিংহ : শরীর নিয়ে সমস্যা হবে না। উচ্চবিদ্যার্থীর ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। উপার্জন ভাগ্য শুভ। কিছু সঞ্চয় করে নিতে পারেন। ব্যবসায়ীবা এ সপ্তাহে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কন্যা : হঠাৎ করে চোট-আঘাত লাগতে পারে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন । তবে কিছু হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উপার্জন ভাল কিন্তু সঞ্চয় করতে পারবেন না। ব্যবসায়ীদের শুভ। চাকরিজীবীদের শুভ নয়। দাম্পত্যজীবন শুভ।

তুলা : শরীর নিয়েসমস্যা হবে না। কাছাকাছি ভ্রমণ হতে পারে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে শুভ। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।ব্যবসায় বিনিয়োগ করুন। চাকরিজীবীদেরএকটু সমস্যা আসবে তবে সপ্তাহের শেষ দিকে কর্মক্ষেত্রে সুনাম হবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃশ্চিক : শরীর নিয়ে সমস্যা হবে না । পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও সফলতা আসবে। উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সপ্তাহটা খুব শুভ,বিনিয়োগ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ আসবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

ধনু : সপ্তাহটা শুভ। শারীরিক সমস্যা হবে না। পড়াশুনোয় সমস্যা আসবে। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। তবে যা করতে যাবেন তাতেই বাধা আসবে। ব্যবসায়ীদের এ সপ্তাহে বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। চাকরিজীবীদের শুভ সময়। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মকর : স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল নয়। অর্শ সংক্রান্ত সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। পড়াশুনোয় সফলতা আসবে।শুভ যোগাযোগ পাবেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা করতে পারেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে নানান প্রতিকূলতা। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কুম্ভ :শরীর নিয়েসমস্যা হবে না। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে খুব পরিশ্রম করতে হবে। ভাগ্যো ভালো যাবে না । অতিরিক্ত ব্যয় হবে । ব্যবসায়ীদের হঠকারিতার কারণে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মীন : শরীর নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে । হজম ও সর্দিকাশি সমস্যা বেশি হবে। উচ্চবিদ্যার্থীদের কাছে ভাল সুযোগ আসতে পারে । ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ টাকা বাজারে আটকে থাকবে। চাকরিজীবীদের শুভ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা । ⌘⌘ **শ্রীকৌস্তভ**

Ori-Plast®

বিশ্বাসের ধারা

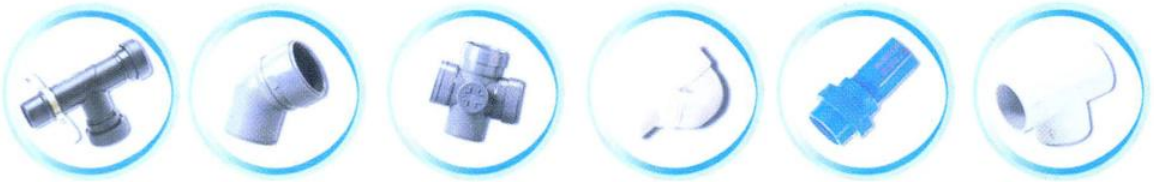

CPVC • uPVC • HDPE • SWR

পাইপস এবং ফিটিংস ও **Heavy Duty**

জলের ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারক

REGISTERED OFFICE : 40 Strand Road, Kolkata-700 001 Phs. : (033) 2243 3396/97 Fax : (033) 2243 2395
CORPORATE OFFICE : 9A, Wood Street, Kolkata-700 016 Phs. : (033) 2283 9054-58 Fax : (033) 2283 9059

KOLKATA WEST

An exclusive gated community with villas
Your own landed homes with a private green
25 minutes drive from Park Street
30 minutes drive from Airport via Belgharia Expressway
Areas ranging from 1069 to 4500 sqft.
High-end finishes

Limited edition homes waiting for the select few

A few ready to move in villas available

vichitra
THE RETAIL ARCADE

MEDICAL CENTRE to be run by Sanjiban Hospitals

opening shortly

A project by
USE Infra

Project supported by
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Ph: 033 3002 6000 Email: sales@kwic.co.in
or Call: Aveek: **+91 98367 00021**, Soumitra: **+ 91 98742 88088**, Soumen: **+ 91 90517 02227**

Kolkata West International City, Unit No. A/9/20, Salap Junction, Howrah Amta Road and Bombay Road Crossing, NH6, Howrah - 711 403